

8/30

—**ত্রিহরি**—

সাধক-কণ্ঠহার

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে

শ্রীগোড়ীর বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভজন গ্রন্থ

শ্রীমুকেশ্বর নিত্য গায়ত্রী প্রভৃতি

মহাশয়িকনিধি, শ্রী ১০ কান্ত সম্বন্ধে

১৩ দ. ১৫
পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীঃ নিত্যস্বরূপ ত্রিভাচারী সম্পাদিত

বহুতর শ্রীঃ

শ্রীপঞ্চানন ষোড়শ বার সম্পাদিত

শ্রীশুক্ল লুইসের

কর্ণওয়ালিস দ্বারা কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীমধেনুবিকাশ মজুমদার

৬বি, গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা

All rights reserved

Mazumdar B.Sc

এক টাকা

মান

প্রিটার—শ্রীমদীপোপাল সিংহ রায়

তার, প্রেস

১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

8/30

—নিবেদন—

শ্রীমদ্ভগবতঃ প্রভুর কৃপায় "শ্রীহরি-সাধক কণ্ঠহার" ভগ্ননশীল
 বৈষ্ণবগণের সমক্ষে বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ করিয়া পঞ্চমুখ্য
 উপস্থিত করিবার পরম সৌভাগ্যলাভ হইল। এই
 গ্রন্থ সম্বন্ধে সোনা, সাধনা, সঙ্কল্পতোষণী,
 জ্ঞান, চরিত্র, প্রভৃতি সুবিখ্যাত
 ত্রিক, একবাক্যে উক্ত প্রশংসা করিয়াছেন, সেজন্য
 শ্রীহরির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আবদ্ধ। স্থানাভাবে
 সেই সকল প্রশংসা গত্র মুদ্রিত করিতে পারা গেল না,
 কবলমাত্র ভারতবিখ্যাত ভক্তিবাদী সাধ্যাত্মক বৈষ্ণবকুল-
 ভূষণ নিত্যানন্দবংশাবতঃসংসার-প্রাপ্ত শ্রীল প্রাণগোপাল
 গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের দ্বারা প্রাপ্ত এই গ্রন্থ
 মুদ্রিত হইল। সাধক-কণ্ঠহার প্রাপ্তি এতৎসহ
 ভক্তগণের কণ্ঠহার স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

তাহা দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এই
 ত্রীগ্রহ সঙ্কলন কার্যে আমি যে সকল মহাশয়গণের নিকট
 অচ্ছেদ্য ঋণজালে সংবদ্ধ হইয়াছি, তাহা উল্লেখ না করিয়া
 থাকিতে পারিলাম না।

এই ত্রীগ্রহের অবতরণিকার শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের
 মূলনিত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর
 কানাইদেব পরম-ভাগবত কবিরাজ শ্রীল কান্তপ্রিয় গোস্বামী
 ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের লিখিত।

এই গ্রন্থে "প্রথমভাগ" শিরোনামে
 সিদ্ধান্তাদি সম্বন্ধে নিত্য ধ্যান, শ্রীযুক্তেশ্বর রাধিকানন্দ
 গোস্বামী প্রভুপাদের নিকটও আমি চিরদিনের মত কৃতজ্ঞতা
 পাশে আবদ্ধ রহিলাম; এবং বৈষ্ণব ভগতের কে-ই বা
 তাঁহার নিকট, সঙ্গী?

বর্তমান বৈষ্ণব ভগতের শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য প্রভুপাদ
 শ্রীল অতুলদেব গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও আমি
 কৃতজ্ঞতা আবদ্ধ। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্রহস্য প্রভুর সিদ্ধান্ত
 পঞ্চানুবাদ অবিকল তৎকৃত। এতদ্বিতীয় এক

পরম ভাগবতগণের নিকট যে যে বিষয়ে সাহায্য পাইরাছি,
তজ্জন্ত তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা
জানাইতেছি।

সহস্র পাঠক তত্ত্বগণের নিকট পরিশেষে নিবেদন
এই যে—পূর্ব সংস্করণে আমার অনবধানতা বশতঃ যে সকল
ত্রুটি ছিল, বর্তমান সংস্করণে তাহা যথাসাধ্য সংশোধিত
হইল; তথাপিও যদি কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, কৃপাপূর্বক
জানাইলে, ~~অবিচার~~ তাহা সংশোধন করিয়া

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

বিনীত—শ্রীপঞ্চানন বোস

ত্ৰিভীকৰ চৈতন্যঃ

শরণম্

গৱম স্নেহান্ধ পঞ্চানন বাবু!

আপনাৰ প্ৰকাশিত “হৰি সাধক কৰ্ত্তাহাৱেৰ” সংস্কৰণ-
খানি এত শীঘ্ৰ নিঃশেষিত হওৱাৰ সুখী হইলাম। আপনি,
এই গ্ৰন্থে যে সমস্ত বিষয় সন্নিবিষ্ট এবং সংগৃহীত কৰিয়াছেন;
তাঁহা সত্যতঃ মনোহৰ এবং হৃদয়গ্ৰাহী হইয়াছে। এবং
একপেৰে অবশিষ্ট তথ্যগুলি সন্নিবেশনে এই ক্ষুদ্ৰ ত্ৰিগ্ৰন্থখানি
ত্ৰিভীগোপানীপাদদিগেৰ পদাংক দৰ্শন শুদ্ধ ভাৱনেৰ অমূল্য
হইয়া এই সংস্কৰণ আৰম্ভ হৈছে।
উল্লেখযোগ্য এই যে, সংগৃহীত সন্নিবিষ্ট প্ৰবন্ধগুলি
ভক্ত সাধকেৰ পক্ষে নিত্য পাঠ আমাৰ বিশ্বাস, আপনাৰ
এই গ্ৰন্থ দ্বাৰা হৰিভক্ত সাধক মাজেই উপকৃত হইবন।
গ্ৰন্থেৰ মূল্যও পূৰ্বাপেক্ষা বিধাসম্ভব কম হইয়াছে।
ত্ৰিভীপ্ৰেমভক্তি, চত্ৰিকাগ্ৰন্থে ত্ৰিণ চক্ৰবৰ্তী পাদেৰ টীকা
সংযোজিত হওৱাৰ মনোহাৰন সংযোগ হইয়াছে, তাহাতে
অমূল্যভাৱে নন্দেহ নাই। ইতি—১৩৪২।১০ কাৰ্ত্তিক।

ভবদীয়

ত্ৰিগ্ৰন্থগোপান-গোপানী

ত্ৰিধাম নবদীপঃ

উৎসর্গ পত্র

বাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম
 সর্বপ্রথম শুনিতে পাইরাছিলাম,
 বাঁহার শ্রীমুখ-নিম্নত শ্রীহরিগুণগানে, শৈশবের চপলতাকেও
 সংযত করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভয় চরণারবুন্দে
 চিত্তকে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিল,

সেই
 পরমারাধ্যা—স্বর্গীয় ভক্তিমতী—

মহাদেবীর

উদ্দেশ্যে

শ্রীহরি-সাধ ও কণ্ঠহার রূপ
 ভক্তি-তর্পণ,

শ্রীহরিভক্ত জনের প্রতি রূপে
 ভক্তিতরে

অর্পণ করিলাম ।

Shri Sri Ma Anandamayee Ashram

BANARAS

২৭ আশ্বিন, ১৩৪২ সাল

বৈকুণ্ঠদশমী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দাস



সূচীপত্র

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী (২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

বিবরণ	পত্রাঙ্ক
১। শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা	১
২। নপার্বদ শ্রীগৌরানন্দ বন্দনা	৩
৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম	১৪
৪। শ্রীশ্রীগৌরানন্দের অষ্টোত্তর শতনাম	২৩
৫। বৈষ্ণববন্দন	২৮
৬। হাট-পতন	৩০
৭। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা	৩৭
৮। শ্রীশ্রীনাম-সংকীৰ্ত্তন	৬৪
৯। শ্রীশ্রীশ্রেমভক্তি চতুষ্টি	৭৪
১০। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা	১৬৯
১১। চৌজিশ-পদাবলী	২৫১
১২। শ্রীশ্রীদ্বাবলী-মলন	২৫৭
১৩। শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্	২৯৮
১৪। শ্রীশ্রীনির্যাতনদ্বাষ্টকম্	৩০১
১৫। শ্রীশ্রীবরাহ-স্বতাষ্টকম্	৩০৬
১৬। শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্	৩০৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১৭। শ্রীশ্রীমদ্বরাটিকম্	৩১০
১৮। শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাটিকম্	৩১৩
১৯। শ্রীমদ্বরাটিকম্	৩১৬
২০। শ্রীহরিনাম-যোগিকা	৩২২
২১। জ্ঞান বিধি	৩২৬
২২। স্বাদেশ্য অঙ্গে তিলক ধারণ মন্ত্র	৩২৮
২৩। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোক্ত শ্রীশ্রীমদ্বরাটিকম্ কালীন গোলা স্বর্ণ মন্ত্র	৩৩২
২৪। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট- কালীন গোলা পদ্মাস্ত্র	৩৩৩
২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেবের ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র	৩৪৩
২৬। শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র	৩৪৪
২৭। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র	৩৪৫
২৮। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র	৩৪৫/৩৪৬
২৯। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র	৩৪৭
৩০। শ্রীশ্রীরাধিকায় ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র	৩৪৮
৩১। শ্রীশ্রীনবদীপের ধ্যান	৩৪৯
৩২। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান	৩৪৯

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

୩୩ ।	ଶ୍ରୀଶ୍ରୀତୁଳସୀର ପ୍ରଣାମ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୦
୩୪ ।	ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁନାର ପ୍ରଣାମ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୦
୩୫ ।	ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଣାମ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୧
୩୬ ।	ଶ୍ରୀଚରଣାୟୁତ ଧରିନ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୧
୩୭ ।	ଉପାର୍ଥେ ଶ୍ରୀନାମମାଳା ଗ୍ରହଣ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୧
୩୮ ।	ଶ୍ରୀନାମ ଉପ ସମର୍ପଣ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୨
୩୯ ।	ଉପାନ୍ତେ ଶ୍ରୀନାମମାଳା ହାସନ ଯନ୍ତ୍ର	—	୩୫୨
୪୦ ।	ଓଢ଼ାନ ଆରତି	—	୩୫୨
୪୧ ।	ସଜ୍ଜଳ ଆରତି	—	୩୫୪
୪୨ ।	ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ଭୋଗ ଆରତି	—	୩୫୬
୪୩ ।	ଶ୍ରୀରାଧାକୁଣ୍ଡେ ଭୋଜନ ବିଳାସ	—	୩୫୯
୪୪ ।	ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି	—	୩୬୧
୪୫ ।	ଶ୍ରୀଶ୍ରୀତୁଳସୀ ବନ୍ଦନା	—	୩୬୬
୪୬ ।	ଶ୍ରୀରୁପଗୋନ୍ଧାସୀ କୃତ ଉପଦେଶାୟତ୍ତର ଅନୁବାଦ	—	୩୬୯
୪୭ ।	ଶ୍ରୀରୁପଗୋନ୍ଧାସୀ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମନଃ ଶିକାର	—	—
୪୮ ।	ଅନୁବାଦ	—	୩୭୧
୪୯ ।	ଶ୍ରୀପଦ୍ମବତୀ ବନ୍ଦନା	—	୩୭୩
୫୦ ।	ସର୍ବଗଣ ସହ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦନା	—	୩୭୪

Shri Shri M. ... Ashram

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

অবতরণিকা

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিয়া, জীবন ও অন্নের সার্থকতা
সম্পাদন করিবার অত্ন যে সকল "অগ্যবান্" তৎসাধনায়
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শ্রীকরকমলে সাধন অগতির
এই অমূল্য সম্পদ "হরি সাধকের কণ্ঠহার" অর্পণ করিবার
সঙ্গে সঙ্গে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ যোগ্য
বলিয়া মনে করিতেছি। কুলিপাবনাবতার, রসরাজ ও
মহাভাব মিলিততত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-সকরন্দ
পানে বাহারা সত্য সত্যই উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ
কতিপয় ভক্তভূক্তের মধুর গুণগুণের প্রতিধ্বনিই আনাদিগের
এই হরিসাধকের "কণ্ঠহার"। শ্রীশ্রীঠাকুরনরোত্তম কৃত
"প্রার্থনা" "শ্রেয়স্তত্ত্বচন্দ্রিকা" "নামসঙ্কীর্ণন" প্রভৃতির
কথা, শ্রীদেবকীনন্দনকৃত "বৈক্যবশরণ" ও "বৈক্যবধিনারী"
কথা, শ্রীবিজয়হরি ও শ্রীশচীনন্দনকৃত শ্রীকৃষ্ণের ও
শ্রীগৌরচন্দ্রের আচোড়র শতনামের কথা, দৈবকী প্রভৃতি কেই

বা অবিদিত আছেন? সেই অনুল্যারত ও তৎসহ অপরা-
 পর প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে সুললিত
 বঙ্গানুবাদ সহ সাধক ভক্তগণের উপযোগী কতকগুলি
 অনুল্য উপদেশ একত্রে সংগৃহীত করিয়া ভক্তগণের পবিত্র
 কণ্ঠে অর্পণ করিবার মানসে আমরা এই “হরিশাধকের
 কর্তৃহার” গ্রন্থ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের মৌলিকতা
 কিছুই নাই, বা এ ক্ষেত্রে আমরা সেরূপ কোনও বিষয়ের
 প্রয়াসী নহি। যে বস্তু, আপন দ্বিষ্ট-সৌন্দর্য্যে—আত্ম-
 মহিমায় আপনিই উদ্ভাসিত,—তাঁহাকে প্রকাশ করিবার
 জন্য—তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য লৌকিক ভাব ভাবার
 যে কোনও উপযোগীতা আছে, এ কথা আমরাও স্বীকার
 করি না; তবে কেন যে আমরা এই “অমৃতাস্বাদুনে উদ্ভাস্ত
 পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য আমাদিগের এই বর্তমান
 প্রবন্ধের ‘মধ্যে’ সংবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হইতেছি, তাহার
 কারণ অপর কিছুই নহে, “হরিশাধকের কর্তৃহার” রূপ এই
 অমৃতের পুরে এক বিন্দু কর্পূরের সংযোজনাই আমাদের
 উদ্দেশ্য।

পদাবলী, বাহার শ্রবণ ও কীর্তনে প্রাণের মাঝে কি যেন
 'কি এক নব ভাব আগাইয়া দেয়, হৃদয় তন্ত্রী বদ্ধত হইয়া
 উঠে, অশ্রুধারার বুক ভাসিয়া যায়, জ্যোৎস্নালোকের
 স্নানীতল স্পর্শের ত্রায় এক অজানা আনন্দের স্নিগ্ধ স্পর্শ,
 যেন দেহের প্রতি অণুতে অণুতে স্নানভব হইতে থাকে,
 সেই জন্মলা রত্ন সকল এই গ্রন্থের প্রধান উপকরণ রূপে
 নির্বাচিত হওয়ার, আমাদের ইচ্ছা, সেই সকলের রচয়িতা
 যিনি, সেই ভক্তরাজের পুণ্য জীবন-কাহিনী আশ্রয়গুটির
 বাসনার এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা
 করিব। অমৃতের পূরে এই কপূরবিন্দুর সংপ্রয়োগ,—
 আশা করি ইহা ভক্তজন মাঝেরই প্রীতিবর্ধক হইবে।

শ্রীমদ্রাহাশ্রমের আবির্ভাবের পর, নাম ও প্রেমের যে
 কর্মোল বারিধির ঘাত প্রতিঘাতে ভারতবর্ষ টলমল
 করিতেছিল, সেই ভুবনমঙ্গল হরিনামামৃতের দ্বিতীয়
 উচ্ছ্বাস তুলিয়া বঙ্গভূমিকে সম্পূর্ণরূপে প্রাণিত করিবার
 সত্য, শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, খেতরী গ্রামে, শুভ
 দাবী পূর্ণিমার গোহমি সময়ে অনুগ্রহণ করেন। রামপুর

বোয়ালীয়ার ছয় ক্রোশ দূরে, গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত
 খেতরী গ্রাম। যে সময়ে ত্রীঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ
 করেন, তখন খেতরী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল।
 তৎকালে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক অনৈক উত্তর রাঢ়ীয়
 কায়স্থ অমীয়ার তৃতীয় বাস করিতেন। তাঁহার নারায়ণী
 নামক স্ত্রীর গর্ভে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তম
 সম্ভবতঃ ১৪৪৩/৪৪ খকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ
 তাঁহার জন্মের পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ত্রীময়হাপ্রভু
 প্রকটলীলা সম্বরণ করেন।

অতি শৈশব হইতেই নরোত্তম অলৌকিক গুণাবলী ও
 অসাধারণ প্রতিভার ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে
 আপামর যে কেহ সন্দর্শন করিত, সেই বেন কি একটা
 বৈষ্ণবঅনোচিত শিষ্ট মধুর ভাব তাঁহাকে উপলব্ধি করিত।
 নরোত্তম অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কৃষ্ণদাস নামক অনৈক
 ব্রাহ্মণের নিকট প্রত্যহ ত্রীগৌরমুন্দরের পাব্য গলান—
 সুমধুর পতিতোদ্ধারণ লীলাকথা শ্রবণ করিতেন। অনিষ্ট
 অনিষ্টে এই অপ্রাকৃত বাগকের সরল সুন্দর স্বর, এই

ত্রিতাপ দৃষ্ট মর-জগতের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া, যেন কোনও
 এক অলৌকিক আনন্দ প্রবাহের সহিত সংমিলিত হইয়া
 বাইত। শ্রীগৌরাজ লীলা মাধুর্য্য শ্রবণ ও কীর্তনের এই
 অত্যন্ত প্রভাব,—বাহা নরোত্তম তাঁহার বাল্য হৃদয়ের প্রতি
 স্তরে স্তরে অনুভব করিতেন, সেই আধৃত-অনুভূতিই বোধ
 হয় সাধক জগতে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—

“গৌরাজের ছুটি পদ, বার ধম সম্পদ,

সে জানে ভকতি রস সার।

গৌরাজের মধুর লীলা বার কর্ণে প্রবেশিলা,

হৃদয় নির্মল ডেল তার ॥

যে গৌরাজের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়

তারে বুঝি বাই বলিহারি।

গৌরাজ শুণেতে বুঝে. নিত্য লীলা-তারে, স্মরে,

সে জন ভকতি অধিকারী ॥”

কৃষ্ণদাসের নিকট যে দিন নরোত্তম, শ্রীহরীপ্রভুর
 শ্রীমদ্ভক্তের লব্ধি কামিনী শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতে

তাঁহার প্রাণের অধীরতা এতই বর্দ্ধিত আকার ধারণ করে
 যে, সেই ভাব সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস অতিশয় ভীত হইয়া
 পড়েন। এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই কলিগাবনা-
 তায় শ্রীমন্নহাপ্রভু প্রকট লীলা সঞ্চরণ করেন। এই মর্মান্তিক
 সংবাদ শ্রবণ শ্রীমৎ গৌড় হইবামাত্র রাজকুমার মুচ্ছিত হইয়া
 পড়েন। আত্মীয় স্বজন অনেক কষ্টে তাঁহার চেতনা
 সম্পাদন করিবার পর, যখন তাঁহারা নানা প্রকারে
 বালককে প্রবোধ দিয়া পরিশেষে বলিলেন যে, এখনও
 মহাপ্রভুর অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রধান পার্বদ, জগতের উপ-
 কারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে অবস্থান করিতে-
 ছেন—তখন নরোত্তমের গৌরবিরহব্যথিত হৃদয় কিয়ৎ
 পরিমাণে শাস্ত্যনা লাভ করিল। কিন্তু সেই দিন হইতে
 শ্রীধাম সন্দর্শন করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল
 হইয়া উঠে। সেই দিন হইতে তিনি খেলা ধূলা সকলি
 ছুটিয়া কেবল “হা গৌরাজ” বলিয়া আর্তি প্রকাশ করিতে
 লাগিলেন। লেখা পড়া সকল বিষয়েই বাধা পড়িতে
 লাগিল। নরোত্তম গৌরপ্রেমায়ুতে একেবারে ডুবিয়া

বাইলেন। প্রেমাত্মক বারিধির দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস দেখিবার জন্য
বৈষ্ণব জগৎ সেই দিন হইতে চাহিয়া রহিলেন।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদকে সন্দর্শন
দিবার জন্য রামকেলী গ্রামে আগমন করেন, কথিত আছে,
সেই সময়ে তিনি পদ্মাবতীর অপসরণে অবস্থানমান হইয়া,
“নরোত্তম” “নরোত্তম” বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। নরোত্তমের
জন্ম,—সেই আহ্বানের ফল। আরও কথিত আছে যে,
মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত, নরোত্তমের জন্য, প্রেম-
মহারত্ন, ভাগ্যবতী পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান,
একদিন স্বপ্নাবেশে নরোত্তম দেখিতে পাইলেন যে, প্রভু
শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে সম্মুখে বলিতেছেন, “নরোত্তম, কর্ণা
প্রত্যবে উঠিয়াই পদ্মানদীতে স্নান করিতে যাইবে, তথায়
তোমার ভক্ত শ্রীগোরাধ কর্তৃক গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।”

পর দিবস প্রত্যবে উঠিয়াই নরোত্তম পদ্মাভিরূখে
শ্রীনিত্যানন্দের আদেশ পালন করিবার জন্য ছুটিলেন।
স্নান করিয়া তীরে উঠিবার পর দেখা গেল, তিনি সম্পূর্ণ
বাহুজানমুগ্ধ হইয়া উন্মত্তের ভায় নৃত্য করিতেছেন। বলা

বাহ্য ইহা সাধারণ উন্নততা নহে। যে প্রেম-মদিরা পান
করিয়া পাগল হইবার অশ্রু, ব্রহ্মা শিবাदि দেবগণ অনাদি-
কাল ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, যোগীন্দ্র-মুনীআদি
মুহূর্ত্ত সেই প্রেমোন্মাদনার নরোত্তম আশ্র উন্নত।

এদিকে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া রাজা কুব্জানন্দ চতুর্দিকে
লোক প্রেরণ করিলেন। রাণী নারায়ণী এতই ব্যাকুলা হইয়া
পড়িলেন যে তিনি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই
পদ্মাভিমুখে ছুটিলেন। তথায় পুস্ত্রের সন্মর্শন পাইয়া,
তাঁহাকে আবেগ ভরে কোড়ে লইয়া সম্মুখে মুখচুষন
করিতে লাগিলেন। জননীর স্নেহমাধা স্পর্শে নরোত্তমের
চৈতন্য হইল। সকলে তাঁহাকে বহুপ্রকারে সাযনা দিয়া
গৃহে কিরাইয়া আনিলেন।

সেই দিন হইতে আর এক নবভাবের উচ্ছ্বাসে নরো-
ত্তমকে আকুল করিয়া দিল। তাঁহার হাস্ত, ক্রন্দন, উবেগ,
'দৈন্ত প্রভৃতি অপূর্ব সাধিক বিকার সকল সন্মর্শন করিয়া
সাধারণ লোকে, এমন কি তাঁহার জনক জননী পর্যন্ত
করিতে লাগিলেন, নরোত্তম উন্নত হইয়াছেন। কিন্তু

ভগবন্তের বৈষ্ণবগণ বাহারা এই বিকাসোন্মুখ প্রেম শতদল-
টির প্রতি অনিমেষ নয়নে নীরবে চাহিয়াছিলেন,—তাঁহারা
তাঁহার উন্নততা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন,—এই প্রেম-
কৌমুদীর সম্পূর্ণ বিকাশমাহুরী পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ,
—তাঁহার আর অধিক বিলম্ব নাই।

এই সময় হইতে নরোত্তমের অদ্ভুত প্রেম সৌরভ
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। স্বয়ং জাগরীন্দ্রদার তাঁহার
গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজা
কৃষ্ণানন্দকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণানন্দ অনিচ্ছা
সত্ত্বেও পুত্রকে জাগরীন্দ্রদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
পাঠান। নরোত্তমের প্রাণ বাহা পাইবার জন্য এতদিন
ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই শ্রীবন্দাবন
ধাম সন্দর্শনের ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর বুঝিয়া তিনি পুলকিত
হইলেন। তিনি যথা সময়ে গৃহ হইতে জাগরীন্দ্রদারের
ভবনান্তিমুখে বাজা করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া
তিনি সে দিকে আর না বাইয়া শ্রীবন্দাবনান্তিমুখে ছুটিলেন।
আবার নাই নিদ্রা নাই নানা প্রকার বিপদ আগ্রহ সহুল

সুদীর্ঘ পথ অবিশ্রান্ত অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন,—চিন্তা
 নাই! আশঙ্কা নাই! জনক জননীর স্নেহধারায় বিবর্তিত
 রামকুমার কোন দিন এরূপ ভাবে পথ চলেন নাই;
 সুকোমল চরণ দুখানিতে কতই কষ্টক বিদ্ধ হইতেছে; তপ্ত
 বালুকাস্পর্শে কতই না দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি
 নাই। নরোত্তম উদ্দেশ্য-পথে ছুটিয়াছেন। তাঁহার চিন্তা-
 বস্তি যেন ফি এক প্রবল টানে কিলের পানে ছুটিয়াছে,
 তাহা যেন তিনিই ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন
 না। নরোত্তম কেবলই ভাবিতেছেন,—আর কতদিনে
 শ্রীকৃষ্ণাবনধাম দেখিতে পাইব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব,
 শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতি পরম দয়াল গোষ্ঠাসীগণের আমি কি
 সাক্ষাৎ পাইব। প্রভু শ্রীশ্রীলোকনাথ কি আমাকে কৃপা
 করিবেন! কৃষ্ণাবনের সাধু তত্ত্ব-মহাজনের পদধ্বনি আমি
 কতক্ষণে মস্তকে ধারণ করিব! গোপীনাথ, মদনমোহন
 আমায় কবে বা দর্শন দিবেন! গোপীপদধ্বনি মিশ্রিত ব্রজ-
 রেণুর পবিত্র স্পর্শে কতক্ষণে আমার তাপিত হিয়া শীতল
 হইবে? এই ভাবিতেছেন, আর হা গোরাঙ্গ প্রাণগোরাঙ্গ

বলিয়া নিজ অভিষ্ট পথে দিবা রাত্রি ছুটিরাছেন। কোথায় রাজকুমারের আশ্রয়দায়ের সহিত বিবর আলাপন, আর কোথায় স্থাবর অঙ্গম পশু পক্ষী আকুল করা এই প্রেমের জন্মন।—যে গৌরপ্রসন্ন এমনি করিয়া না মজিয়াছে সে কেমন করিয়া জানিবে,—সে কেমন করিয়া বলিবে,—এ কিসের কি ভাব। এ কোন্ অপ্রাকৃতিক আনন্দসিদ্ধির প্রবল ঘাত প্রতিঘাত! বাহা হউক পুত্রের এই বৃন্দাবন গমন সংবাদ কৃষ্ণানন্দ যখন অবগত হইলেন, তখন তিনি নরোত্তমকে কিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহার নরোত্তমের সন্দর্শন লাভ করিয়াও এই অপূর্ব বাগকের বৃন্দাবন গমনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—তাঁহার অমম্বুর উপদেশ ও অকাট্য বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়া গৃহে কিরিয়া আসিল। তৎকালে নরোত্তমের বয়স ষাড়শ বর্ষ মাত্র।

এদিকে নরোত্তম যথাকালে বৃন্দাবনধামে উপনীত হইয়া যখন উপস্থিত হলেন, অতি অল্পদিন হইল শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতন গোদাবরী প্রভৃৎগণের তিরোভাব ঘটিয়াছে, তখন নরোত্তম

ছিন্নলতার স্থায় ধূনার লুটাইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর নরোত্তম শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইলেন। "তঁাহারা নরোত্তমের অপূর্ব প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া জীবিত হইলেন ও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুও শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তাঁহাদের হই জনকে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিদর্শন করাইবার ভার শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর উপর অর্পণ করেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর নরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার চরণে আপনাকে চিরদিনের তরে বিকাইয়া দেন। শ্রীলোকনাথের প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করিবেন না। নরোত্তম যখন তাঁহার অভীষ্টদেবের এই দীক্ষণ লক্ষ্য জানিতে পারিলেন, তখন সেডাই বর্ষাহত হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিরদিনের

সঞ্চিত আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।
তিনি অতি সংগোপনে গোস্বামীপাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত
হইলেন।

নরোত্তমের সেই সমন্বকার সেই দৈর্ঘ্য, আবেগ, আশা ও
নিরাশা অদ্ভিত নীরব গুরুসেবার কথা পাঠ করিলে শরীর
পুলকিত হইয়া উঠে। লোকনাথ তাঁহার এই গুণসেবককে
ধরিবার অত্যা ব্যাকুল হইলেন। একদিন রাত্রি শেষ না
হইতেই হঠাৎ বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, রাজ-
কুমার নরোত্তমেরই এই কার্য্যকপাল। নরোত্তমকে তিনি
এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহার
স্বপ্নে পতিত হইয়া স্বপ্নের সকল আবেগ ও আকাজকার
কথা নিবেদন করিলেন। লোকনাথ আর স্থির থাকিতে
পারিলেন না। তিনি করুণার স্বরে বলিলেন—

“যে প্রেম লাগিয়া তবে করেন ভজন।

তোহার অন্তরে সেই বুলিল কারণ ॥”

বাহ্যিক লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের মনোবাসনা
গোপন করিলেন বলিয়া আশা ছিলেন। আরও একবৎসরকাল

নরোত্তম গুরু সেবার নিযুক্ত রহিলেন। পরে বর্ষ অতীত হইলে,—শ্রাবণীপূর্ণিমার নরোত্তম শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইলেন।

• শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু তাঁহার সঙ্গী হইরাছিলেন। শ্রীদ্বীপ-গোস্বামী ইহাদিগকে সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। ইহারা সকলেই গুরুর কৃপায় ও নিজ অদ্বুত প্রতিভা বলে, অল্পকাল মধ্যেই অসাধারণ পণ্ডিত হইরা উঠেন। শ্রীদ্বীপ-গোস্বামী নরোত্তমকে “ঠাকুর মহাশয়” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

• বঙ্গদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীদ্বীপ-গোস্বামী তাঁহার এই তিন জন নবীন ছাত্রের দ্বারা গ্রন্থপূর্ণ একটি সিন্দুক রক্ষীগণ সহ ইহাদের সহিত পাঠাইলেন। যখন তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশোভিমুখে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাথিরের নিযুক্ত দস্যুদল আসিয়া উক্ত গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুকটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অগত্যা গ্রন্থের উদ্ধার মানলে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু সেখানে থাকিলেন ও তাঁহারই আদেশক্রমে ঠাকুর

মহাশয় শ্রীমানন্দকে লইয়া খেতরী আগমন করেন। তাঁহার আগমনে খেতরী ঘন পুনরায় সজীবিত হইল। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই নরোত্তমকে পাইয়া আবার আনন্দ-মাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এইরূপ কিছুদিন গৃহে বাস করিবার পর, ঠাকুর মহাশয় একে একে ত্রিধাম নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, খড়দহ, খানাকুল প্রভৃতি পবিত্র তীর্থভূমি সকল, যেখানে শ্রীমদ্ভগবৎ প্রভু ও তদীয় পার্শ্বদগণের স্মৃতিচিহ্নাদি তখনও সমুজ্জল রহিয়াছে, সে সকল পরিদর্শন করিলেন। তথা হইতে ঠাকুরমহাশয় শ্রীনীলাচলধামে গমন করেন। তথায় তিনি মহাপ্রভুর অনেক পার্শ্বদগণের দর্শন পাইলেন। তাঁহার তৎকালে শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে অতিশয় কাতর থাকিলেও নরোত্তমকে পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি ত্রিধঙে আসিয়া শ্রীনরহরিঠাকুর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। পরে ত্রিধঙ হইতে কাটোয়ার যে স্থানে শ্রীমদ্ভগবৎ প্রভুর পবিত্র কেশদামের সমাধি প্রবন্ধান করিতেছেন, তাহা দর্শন করিতে গমন করেন এবং এই রূপে

অপরূপ পবিত্র ভূমি পরিদর্শন করিবার পব ঠাকুর মহাশয়
খেতরীতে পুনরাগমন করেন ।

এই সময় হইতে খেতরী এক নূতন শোভা ধারণ করিল ।
মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তনের মধুর রোলে, মৃদঙ্গ বন্নিবার
সুমধুর তালে খেতরী মুখরিত হইয়া উঠিল । নূতন পদে,
নূতন গীতে, নূতন স্বরে, নূতন ভাবে চারিদিকে একটা
নূতন মাহুরী কে ঘন ছড়াইয়া দিল । ঠাকুর মহাশয়
আবিষ্কৃত সুপ্রসিদ্ধ 'গরাণহাট' নামক কীর্তন এই সময়
হইতে সর্বত্র প্রসিদ্ধ লাভ করে । গড়ের হাট পরগণার
ইহার প্রথম উৎপত্তি বলিয়া, ইহা "গরাণহাট" নামে
পরিচিত হইয়া আসিতেছে ।

অনন্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে এক অভিনব
বাসনা জাগিয়া উঠে, এই ইচ্ছার কলে তিনি খেতরীগ্রামে
একই সময়ে ছয়টি শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন ! ঠাকুর
মহাশয়ের স্বরচিত একটি শ্লোক হইতে আমরা এই বিগ্রহ
কল্পটির নাম জানিতে পারি । যথা—

“গোবিন্দ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন ।
রাধাশ্রমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোস্তুতে ॥”

পবিত্র কাস্তুনী পূর্ণিমার দিন এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্য
সুসম্পন্ন হইলেন। এতদুপলক্ষে যে মহা-মহোৎসব সমাচরিত
হইয়াছিল, তৎপূর্বে লেক্সপ বিরাট উৎসবের কথা আর
কখনও শ্রবণ গোচর হয় নাই। তৎকালীন সমগ্র বৈষ্ণব-
মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া সমলে খেতরী আগমন করেন। একুপ
বৈষ্ণব মহাসম্মিলনী দেখিয়া যেন কোনও এক অপ্রাকৃত
লোকের প্রতিচ্ছবি লোকের মানসপটে আগিয়া উঠিয়াছিল।
হস্ত শত কদলীবৃক্ষ, আম্রশাখার, পুষ্প, পত্র, ধূপে, গন্ধে,
মুদীপমালার দ্বিচ্ছালোকে খেতরী যেন বৈকুণ্ঠের শোভা
প্রদারণ করিল। তাহার পর যখন নূতন সুরে—নূতনভাবে—
নূতন তালে, ঠাকুর মহাশয়ের স্মরণ “গরাণহাটি” কীর্তন
আরম্ভ হইল, তাহা শ্রবণে বৈষ্ণব মণ্ডলী মুগ্ধ ও একেবারে
আত্মহারা হইয়া গেলেন। কীর্তনানন্দে বিভোর রাজা
কৃষ্ণানন্দ সন্ন্যাস ধনরত্নাদি অকাতরে বিসরণ করিতে
লাগিলেন। কথিত আছে, এই মহাসংকীর্তন-রাসরঙ্গের মধ্যে
স্বয়ং সংকীর্তন-রাসবিহারী শ্রীগৌরহরি সপার্বদে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। যন্ত সেই কীর্তন।—যন্ত সেই সন্মিলন।—

ধন্য সেই মহোৎসবের অনুষ্ঠান।—তঁাহার মহাসংকীৰ্ত্তন উৎসবে গোলোক ও ভুলোক এক হইয়া যায়! আমরা প্রকৃত ভাবায় সে মহামহোৎসবের কথা বলিতে অসমর্থ। ভাবুক ভক্তগণ ভাবনেত্রে সে অপূৰ্ব্বেচ্ছিত্ত বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন।

এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সহিত পরম ভাগবত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় খেতরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত ঠাকুর মহাশয়ের একরূপ শ্রীতি জন্মিয়াছিল যে, উভয়ে উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া কণকাল অবস্থান করিতে পারিতেন না; তাই কবিরাজ মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের নিকট খেতরীতেই থাকিয়া গেলেন।

নরোত্তমের অদ্ভুত প্রচার কার্য্য এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহার স্মরণ উপদেশাদি শ্রবণে শত শত লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ঠাকুর মহাশয় কার্য্যস্থ সন্তান হইলেও অনেক ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার লইয়া, তাঁহার বিদ্রুদ্ধবাদীগণ

সমাজে তুহল আন্দোলন তুলিল। কিন্তু যুক্তি তর্কে ঠাকুর
 মহাশয়ের দলই সম্পূর্ণ বিজয়ী হইলেন। পরাজিত ব্রাহ্মণ
 পণ্ডিতগণ রাজা নরসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি-
 বিধানে তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। রাজা নরসিংহ,
 বহু পণ্ডিতাদি সমভিব্যাহারে খেতরীর নিকট আসিয়া
 শিবির স্থাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় উৎকালে বিচার
 বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রায় সর্বজন সাধন ভঞ্জে প্রবৃত্ত
 থাকিতেন। এই সময়ে তাঁহার পরিবর্তে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ
 ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গজানারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়
 রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া, অদ্ভুত তর্ক ও বিচারের দ্বারা
 পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কেবল
 পরাজিত নহে, সাধুগণের অপূর্ণ মহিমায় ও তাঁহাদের মধুর
 উপদেশ শ্রবণে, রাজা নরসিংহ ও তদীয় মহিষী রূপমালার
 স্তায়, পণ্ডিতমণ্ডলীও অনতিবিলম্বে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব
 গ্রহণ করেন। সমুদ্রগ বৈষ্ণব প্রভাবের নিকট আভিজাত্য-
 গৌরব এইরূপে লান হইতে দেখিয়া ও দর্পহারী শ্রীরাম
 আশ্রিতবাংলার কথা শ্রবণ করিয়া, দেশ ছাড়িয়া বৈষ্ণব-

গণ হরিশ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেবল ইহাই নহে, পরম
কৃপাময় ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার অশেষ কৃপাবলে বহু পতিত
স্থিতি অধমগণকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ
মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলেন। তিনি আর
ফিরিলেন না। শ্রিয় সখার বিরহে ঠাকুর মহাশয় এতই
কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তিনি আর বড় একটা কাহারও
সহিত আলাপ করিতেন না, “প্রেমস্থিতি” নামক তাঁহার
ভজন স্থানে দিবারাত্র একাকী পড়িয়া থাকিতেন। শ্রীভগবান
স্বর্গীয় ভক্তগণের দুঃসহ বিচ্ছেদ আশার তিনি নিরন্তর
হাহতাশ করিতেন।—নয়ন জলে বুক ভাসিয়া বাইত। আর
দেহ, আবেগ ও মনের দারুণ ব্যাকুলতার তিনি নিজ মনে
বিনাইয়া বিনাইয়া নানা প্রকার আর্তি প্রকাশ করিতেন।
সেই সময়ে হৃদয় ভেদ করিয়া যে সকল প্রেমের উচ্ছ্বাস
উদ্ভিত হইত, তাহাই ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ
“প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা” “প্রার্থনা” প্রভৃতি গ্রন্থাকারে
বৈকবজ্রগৎ প্রসুজল করিয়া রহিয়াছেন। আজ আমরা

সেই প্রেমোচ্ছ্বাস সকল একত্রে গ্রহণ করিয়া, সাধক-
ভক্তগণের শ্রীকরে অর্পণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি।
শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভাবলহরী পূর্ণ জীবনী-সিদ্ধির
এক বিন্দুও আমরা যে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে
পারিয়াছি, ইহাও মনে হয় না। পরিশেষে—

“সংকীর্ণনানন্দজমনহাস্ত দন্তহ্যতিতাদিযুধার।

স্বৈরাশ্বখারাগাপিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥”

এই বলিয়া ভক্তরাজ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে
বার বার প্রণাম করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্বে
আমুন পাঠক, আমরা মিলিত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া একদার
বলি—

অন্ন পতিত পাবনাবতারশ্রীশ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর অন্ন।

অন্ন গ্রন্থ নিত্যানন্দাধৈতের অন্ন !!

অন্ন অন্ন শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের অন্ন !!!

এই অন্নধ্বনি দ্বিতাপ তাপিত অগজনের হৃদয়ে শান্তি।

বারি বর্ষণ করুন। ইতি—



LIBRARY
No. 8730
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANGALORE

সাধক-কণ্ঠহার

—:~::~~::~—
শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা

আশ্রয় করিয়া বন্দে। শ্রীগুরু-চরণ ।

যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৫ ॥

জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-মৃত হরি ।

ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি ॥

মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান ।

গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান ॥

সত্য-জ্ঞানে গুরু-বাক্যে যাহার বিশ্বাস ।

অবশ্য তাহার হয় ব্রহ্মভূমে বাস ॥

সাধক-কণ্ঠহার

যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন ।
 কোন বিপ্রে সেহ নাহি হয় অবসন্ন ॥
 কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাধিবারে পারে ।
 গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাধিবারে নারে ॥
 গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি ।
 গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥
 গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন ।
 গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
 গুরু-নিন্দকের মুখ কভু না হেরিবে ।
 যথা হয় গুরু-নিন্দা তথা না যাইবে ॥
 গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন ।
 তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥
 গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি ।
 জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥

সপার্ষদ-শ্রীগোবিন্দ-বন্দনা

৩

হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা ।

যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥

গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন ।

শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥

শ্রীগুরু-চরণ পদ্ম হৃদে করি আশ ।

শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতনদাস ॥

ইতি শ্রী সনাতন দাস কৃত শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা সমাপ্ত

সপার্ষদ-শ্রীগোবিন্দ-বন্দনা

শ্রীগুরু-চরণ বন্দে। গোবিন্দ নিতাই ।

চরণে শরণ দেহ অদৈত গোঁসাত্ত্বি ॥

গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি ।

পিয়াও গোরা-প্রেমামৃত মোরে কৃপা করি ॥

সাধক-কণ্ঠহার

দয়ার সমুদ্র গৌর-প্রিয় হরিদাস ।
 মোর পাপ-চিন্তে কর নামের প্রকাশ ॥
 শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত ।
 অবোধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥
 অনুগ্রহ করহ কুবের নাভাদেবি ।
 তুয়া পুত্র অধৈত-চরণ যেন সেবি ॥
 লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবি নিজগণ সনে ।
 কর কৃপা নদীরার বিহার রহ মনে ॥
 বসুধা জাহ্নবী দেবী দয়া কর মোরে ।
 তোমার নিভাইর লীলা-স্বরূপ আমারে ॥
 দীনে দয়া কর ওহে মাধব রত্নাবতী ।
 তুয়া-পুত্র গদাধর পদে রহ মতি ॥
 মাধবী মালিনী দময়ন্তী দেবী সীতা ।
 তোমরা বিনা গৌরাজের কে আছে রক্ষিতা ॥

নপাথক-শ্রীগৌরাজ-বন্দনা

৫

বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে ।

তোমরা গৌরাজ-গুণে মত্ত কর মোহে ॥

দাস গদাধর মোরে রাখহ চরণে ।

না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাজ জীবনে মরণে ॥

গোবিন্দ গুরুড় কবিচন্দ্র কানীশ্বর ।

মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর ॥

বিশ্বরূপ শ্রীমুত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু ।

দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু ॥

গৌরীদাস আচার্য্য নন্দন বনমালী ।

এ দুঃখীয়ে কর নিজ নাচের কাজালী ॥

বিজ্ঞানিষি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন ।

বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেম-ধন ॥

মুরারি গোবিন্দ ওহে মুকুন্দ বাসু রোষ ।

চরণে ধরিত্তা বলি ক্রম মোর দোষ ॥

৬

সাধক-কণ্ঠহার

অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী ।
 রাখাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত কর কৃপা করি ॥
 কেশব ভারতী কৃপা কর এইবার ।
 বিশ্বস্তরের লীলা যেন না ছাড়িয়ে আর ॥
 বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর ।
 জ্ঞান কর ফুকারয়ে এ দীন পামর ॥
 দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন ।
 নিজ-গুণে দেহ শুদ্ধ-ভকতি লক্ষণ ॥
 ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীআচার্য্য সিংহেশ্বর ।
 ঘুচাও কুবুদ্ধি হোক বিশুদ্ধ অন্তর ॥
 ওহে গোপীনাথ পট্টনায়ক এইবার ।
 কৃপা কর মো' সম অধম নাহি আর ॥
 ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময় ।
 এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ॥

গৌর-প্রিয়-প্রাণ ওহে রূপ সনাতন ।
 দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র বর্ণন ॥
 শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ।
 দস্তে তুণ ধরি কুহি কর আত্মসাথ ॥
 চিরঞ্জীব সুবুদ্ধি মিশ্র রাঘব কংসারি ।
 কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি ॥
 ওহে গৌর-প্রিয় শুন শ্রীধর ঠাকুর ।
 লাক্ষ্য ত্যজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর ॥
 শ্রীবংশীবন্দন বক্রেশ্বর শিবানন্দ ।
 দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥
 শ্রীমধু পণ্ডিত কালী মিশ্র গজাদাস ।
 ও পদ ভরসা মোর না কর নৈরাশ ॥
 কালীনাথ হরিভট্ট বনু রামানন্দ ।
 দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ-বন্দ ॥

৮

সাধক-কণ্ঠহার

ওহে কবি কর্ণপুর বলিয়ে তোমায় ।
 নিরন্তর যগ্ন কর গৌরাজ-লীলায় ॥
 কমলাকর পিপ্লাই শুন হে মহেশ ।
 মো পাগীরে জাগো যশ যুগ্ম অশেষ ॥
 শ্রীকান্ত কমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয় ।
 বৈষ্ণব-চরণায়ুতে যেন নিষ্ঠা হয় ॥
 ওহে বড়ুদাস ইহা পুনঃপুনঃ বলি ।
 হোক সর্বস্ব মোর বৈষ্ণব পদ-ধূলি ॥
 ওহে কাসিদাস মোর এই বড় আশ ।
 বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়িয়ে বিশ্বাস ॥
 শ্রীজগদানন্দ কীর্তনীয়া যতীবর ।
 গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর ॥
 প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস ।
 নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস ॥

সপার্বদ-শ্রীগৌরাদ-বন্দনা

৯

বিজয় দাস অনুপম কর এই মেন ।
 গৌর-পাদপদ্ম যুগি না ছাড়িয়ে যেন ॥
 ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরী ।
 ভক্তি-পথে সন্তত রাখহ চুলে ধরি ॥
 জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর ।
 অনেক জনের পাপ ক্ষণেকে সংহার ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাখ্যায় ।
 এই কর সুসিদ্ধান্ত স্মরুক হিয়ার ॥
 ওহে শিখি মাহিতি কর মোর হিত ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথে বহু প্রীত ॥
 শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কাল কৃষ্ণদাস ।
 মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ ॥
 সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার ।
 সংসার বাতনা হাতে করহ নিস্তার ॥

ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয় ।
 কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য় ॥
 ওহে বৃন্দাবন নারায়ণীর কুমার ।
 তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার ॥
 উদ্বাহ মদুনাথ ঠাকুর মুরারি ।
 বিষন্ন-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি ॥
 ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার ।
 কাম ক্রোধ আদি দুর্কে করহ সংহার ॥
 শুন হে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ ।
 নিত্যানন্দাধৈত-গৌর-গুণে রহ মন ॥
 এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি ।
 শ্রীগৌরমুন্দর মোর হোক প্রাণপতি ।
 হৃদয়চৈতন্য পূর্ণ কর মোর আশ ।
 গৌরানন্দ-গুণ কহে যে তার হও দাস ॥

সপার্ষদ-শ্রীগৌরানন্দ-বন্দনা

১১

এই কর ভগবান্ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি ।
 গৌরানন্দের ব্রজলীলা বুঝি নিরবধি ॥
 ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ নিবেদি তোমায়ে ।
 গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমায়ে ॥
 জগদীশ-শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন ।
 মোরে কেন ছাড় হঞা পতিত-পাবন ॥
 দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম ।
 জগৎ উদ্ধার কর মোরে কেন বাম ॥
 গৌর-প্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস ।
 মোরে দণ্ড করি অপরাধ কর নাশ ॥
 ওহে অভিরাম এই कहিয়ে তোমায়ে ।
 পাবন্তী অন্তর হ'তে রক্ষা কর মোয়ে ॥
 ওহে রামানন্দ রায় রসের সাগর ।
 রসিক ভকত সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥

সাধক-কঠহার

ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তি-রাশি ।
 গৌর-পাদপদ্ম-সেবা দেহ দিবানিশি ।
 গৌর-পদে উপাখান ঠাকুর শঙ্কর ।
 গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥
 প্রিয় শুক্লাক্ষর ওহে নদীয়া নিবাসী ।
 মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি ॥
 নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন ।
 গৌরাঙ্গ-গুণেতে যেন ডুবে মোর মন ॥
 ওহে উৎসবানন্দ বলি ভূমিতে লুটায় ।
 দেশে দেশে কিরি যেন গৌর-গুণ গেয়ে ॥
 শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই ।
 গৌর-গুণে মত্ত হয়ে নাচিয়ে বেড়াই ॥
 ঠাকুর মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায় ।
 গৌর-কথা যথা তথা থাকি দীন-প্রায় ॥

ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস দেহ এই বর ।

গৌর-গুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥

অনন্ত আচার্য্য বহু গাঙ্গুলী মঙ্গল ।

যুচাও যতেক আমার আছে অমঙ্গল ॥

শিশু কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।

রক্ষা কর এইবার করিষু দুই কাজ ॥

ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র ।

গণ সহ কর দয়া মুক্তি অতি মন্দ ॥

কি বলিব ওহে গৌর-প্রিয় পরিবার ।

নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর ॥

আত্ম-নিবেদন এই করি মুক্তি স্তুতি ।

দিনে দিনে ক্ষুরে যেন সংপ্রার্থনা ইতি ॥

ইতি শ্রীল নরহরি দাস বিরচিত সপার্বদ-শ্রীগৌরাজ-বন্দনা

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর ।

কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপাল বনমালী ।

শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারি ।

হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে ।

বিকলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে ॥

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে ।

না ভজিলু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইলু ।

মিছে যায়ার বন্ধ হ'য়ে বৃদ্ধ সম হৈলু ॥

কলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাজি পড়ে ।

কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

১৫

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে ।
 মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
 বসুদেব রাখিল আইল নন্দের মন্দিরে ।
 নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
 শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন ।
 যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন ॥
 উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল ।
 ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥
 সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই ।
 শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই ॥
 ননীচোর্য্য নাম রাখে যতেক গোপিনী ।
 কালসোণা নাম রাখে রাখাবিনোদিনী ॥
 চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশী-ধারী ।
 কুন্ডা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি ॥

সাধক-কণ্ঠহার

অনন্ত রাখিল নাম অনন্ত না পাইরা ।
 কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেন্তে জানিরা ।
 কণ্ঠমুনি রাখে নাম দেবচক্রপাণি ।
 বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ।
 গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন ।
 অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥
 পূরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ ।
 জ্যোপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু ॥
 সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্যভঞ্জন ।
 ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥
 দর্পহারী নাম রাখে অর্জুন সুধীর ।
 প্রশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥
 যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যজ্ঞবর ।
 বিহুর রাখিল নাম কাশ্মীরের ঠাকুর ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

বামুণী রাখিল নাম দেব সৃষ্টি-স্থিতি ।
 ঋবলোকে নাম রাখে ঋবের সারথি ॥
 নারদ রাখিল নাম ভক্ত প্রাণধন ।
 ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
 সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি ।
 জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥
 বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার ।
 অহল্যা রাখিল নাম পাবাণ-উদ্ধার ॥
 ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি ।
 পঞ্চমুখে নাম গান ত্রিপুরারি ॥
 কুঞ্জকেনী নাম রাখে বলী সদাচারী ।
 প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহমুরারি ॥
 দৈভ্যারি দারকানাথ দারিদ্র্যশুদ্ধন ।
 দয়াময় দ্রোণদীর লজ্জা নিবারণ ॥

সাধক-কণ্ঠহার

স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেষু স্থিতি ।

বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি ॥

বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্বু্যহ সহ ।

মহৈশ্বর্য্য পূর্ণ হয়ে বিহার করহ ॥

অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন ।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারগণ ॥

কীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী ।

কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥

বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ ।

সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ ॥

পুতনাবিনাশকারী শকট-ভঞ্জন ।

ভৃগাবর্ত্ত, বক, কেশী, ধেনুক মর্দন ॥

অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন ।

গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্দ্ধচন্দ্র-ভঞ্জন ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

১৯

কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী ।
 গোপীকুলবজ্রহারী শ্রীরাসবিহারী ॥
 ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুজা-মনোহারী ।
 চানুর কংসাধিনাশী অক্রুরনিস্তারী ॥
 নবীন-নীরদ-কাণ্ডি শিশুগোপবেশ ।
 শিখিগুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ ॥
 গীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।
 গোপগোপীপরিবৃত কমলনয়ন ॥
 বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন ।
 মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ॥
 সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণী-রমণ ।
 প্রহ্লাদ-জনক শিশুপালাদি-দমন ॥
 উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি ।
 ত্রিভুবনপরিব্রাতা অধিলের গতি ॥

সাধক-কণ্ঠহার

শাস্ত্র-দল্লভক্রমালী মহিষীবিলাসী ।

সাধুজনপ্রাণকর্তা ভূতারবিনালী ॥

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু ।

ভীষ্মের উপাস্তদেব ভুবনের বিধু ॥

দেবের আরাধ্য দেব মুনিজন-গতি ।

যোগিধোয়পাদপদ্ম রাধিকার পতি ॥

রসময় রসিক নাগর অনুপাম ।

নিকুঞ্জ-বিহারী হরি নবধনশ্যাম ॥

শালগ্রাম দামোদর ত্রীপতি ত্রীধর ।

তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥

কল্লভরু কমললোচন হৃষীকেশ ।

পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ ॥

চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্রপাণি ।

দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা ।
 নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥
 নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার ।
 অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
 শতভার সুবর্ণ গো কোটি কণা দান ।
 তথাপি না হয় কৃষ্ণ-নামের সমান ॥
 যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি ।
 নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥
 শুন শুন ওরে ভাই নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 যে নাম শ্রবণে হয় পাপবিমোচন ॥
 কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে ।
 পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
 কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর ।
 যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর ॥

সাধক-কণ্ঠহার

ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরৈ ধ্যানে নাহি পায় ।

সে হরি বঞ্চিত হইলে কি হবে উপায় ॥

হিরণ্যকশিপুৰ উদর বিদারণ ।

প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেবনারায়ণ ॥

বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন ।

দ্রোণদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥

অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন ।

অনায়াসে পায় রাখাক্ষের চরণ ॥

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন ।

মথুরায় কংস ধ্বংস লক্ষ্মীর রাবণ ॥

বকাসুর বধ আদি কালীয়াদমন ।

দ্বিজ হরি কহে এই নাম-সুকীৰ্ত্তন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গের অষ্টোত্তর- শতনাম

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন ।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বস্তর পতিভ-পাবন ॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময় ।
অধমতারণ নাথ ভকত আশ্রয় ॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর ।
জগন্নাথমিশ্র-সুত গৌরঙ্গমুন্দর ॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু ।
শ্রীগৌরগোপালদেব বাহ্যাকল্পতরু ॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা ।
সর্বভীষণপূর্ণকারী সর্বচিন্তাজ্ঞাতা ॥

সাদক-কণ্ঠহার

শ্রীগদাধরের প্রাণ অধিলের পতি ।
 লক্ষ্মীর সর্বস্ব ধন অগতির গতি ॥
 শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়র নাথ নিত্যানন্দ ময় ।
 সর্বগুণনিধি সর্ববরসের আলয় ॥
 জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র ।
 অবৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র ॥
 বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর ।
 ভুবনবিজয়ী সর্বজনমুগ্ধকর ॥
 রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রসিক স্রষ্টাম্ ।
 ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্বানন্দধাম ॥
 স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন ।
 শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন ॥
 শ্রীজীব-বৎসল প্রভু ভকতবৎসল ।
 ভট্ট গোসাঞির প্রিয় দুর্বলের বল ॥

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম

.শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস ।
 ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত প্রকাশ ॥
 লোকনাথ লোকাশ্রয় ভক্ততরঙ্গন ।
 শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন ।
 অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্বপাতা ।
 চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা ॥
 পরমেশ পরাংপর দুঃখ-বিমোচন ।
 জগাই মাখাই আদি পাপী উদ্ধারণ ॥
 রসরাসমুর্ত্তি রামানন্দবিমোহন ।
 সার্বভৌম পণ্ডিতের গর্ববিনাশন ॥
 অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জয়দলন ।
 পূর্বকাম নির্মলাঙ্গা লজ্জা-নিবারণ ॥
 পরমাত্মা সারাংসার বৈষ্ণবজীবন ।
 সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন ॥

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন ।

শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিন্তামুরঞ্জন ॥

নয়নের অভিরাম ভাবুক মরণ ।

ভক্তচিন্তা-চোর ভক্তচিন্তা বিনোদন ॥

নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন ।

বিজকুলচন্দ্র বিজকুল-পূজ্যতম ॥

সুখবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়নরঞ্জন ।

বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥

ভাবুক সম্যাসী সর্বজীবনিস্তারক ।

ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক ॥

প্রতাপরত্নের অভিলাষ পূর্ণকারী ।

স্বরূপাদি ভক্তের সদা আশ্রয়কারী ॥

সর্ব অবতার সার করুণানিধান ।

পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম

২৭

অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা ।
 অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
 গোরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার ।
 যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
 যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয় ।
 নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
 গোরা-নাম হরি-নাম একই যে হয় ।
 ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
 কর কর ওরে মন নাম সংকীৰ্ত্তন ।
 পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥
 গোরা-নাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর ।
 সদা আত্মদরে যেই সে বড় চতুর ॥
 শিব আদি যেই নাম সদা করে গান ।
 সে নামে বঞ্চিত হ'লে কিসে হবে ত্রাণ ।

এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন ।
 অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
 শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ ।
 তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর বন্দন ॥
 শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
 শত অষ্ট নাম গায় এ শচীমন্দন ॥ ১ ॥
 ইতি শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের অষ্টোত্তরশতনাম সমাপ্ত ।

বৈষ্ণবগণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ ।
 প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
 নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ ।
 ভূমেতে পড়িয়া বন্দেঁ সবার চরণ ॥

বৈষ্ণবশরণ

নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভু-ভক্ত ।

সবার চরণ বন্দেঁ। হঞা অনুরক্ত ॥

মহাপ্রভু ভক্ত যত গোড়দেশে স্থিতি ।

সবার চরণ-বন্দেঁ। করিয়া প্রণতি ॥

যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাজের গণ ।

উর্দ্ধবাহিঁ করি বন্দেঁ। সবার চরণ ॥

হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস ।

সবার চরণ বন্দেঁ। দস্তে করি দাস ॥

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ।

এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥

মহাপ্রভুর গণ সব পতিত-পাবন ।

তাই লোভে মুক্তি পাপী লইলু শরণ ॥

বন্দনা করিতে মুক্তি কত শক্তি যদি ।

তমো-বুদ্ধি-দোষে মুক্তি দস্ত মাত্র করি ॥

সাধক-কণ্ঠহার

তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস ।
 দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস ॥
 সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে ।
 জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমখন লুটে ।
 মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয় ।
 দেবকীন্দনদাস এই লোভে কর ॥ ১ ॥

ইতি শ্রী দেবকীন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবশরণ সমাপ্ত

হাটপত্তন

“বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশচ
 শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরবুনাধাষিতং তং সজীবম্ ।
 সাধৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্তদেবং
 শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদনু সহগণললিতানু শ্রীবিধাধাষিতাংশচ ॥
 প্রণমিহ কলিযুগ সর্বযুগসার ।
 হরিনাম-সঙ্গীর্জন বাহাতে প্রচার ॥

কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময় ।
 পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহার ॥
 শচীগর্ভসিদ্ধুমাবে চন্দ্রের প্রকাশ ।
 পাপ তার দূরে গেল তিমির বিনাশ ॥
 ভকত চকোর তার, মধুপান কৈল ।
 অমিয় মাখিয়া তাহা বিস্তার করিল ॥
 পূর্ণকুন্ত-নিত্যানন্দ অবধৌত রায় ।
 ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহার ॥
 ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন ।
 প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন ॥
 নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাই ।
 প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্যগৌসাক্ষি ॥
 পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃতধারা ।
 হরিদাস পাতিল তাহে নাম-নোকা পারা ॥

সঙ্গীর্জন চেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল ।
 ভকত-মকর তাতে ডুবিলে রহিল ॥
 তৃণরূপী ভাসে যত পাষাণীর গণে ।
 ফাঁপরে পড়িয়া তার! ভাবে মনে মনে ॥
 হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল ।
 ঝাড় খরি হরিদাস বাহিয়া চলিল ॥
 প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে ।
 কুল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে
 চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন ।
 হাটের পশুন নিতাই রটিল তখন ॥
 ঘাটের উপরে হাট ধান বসাইল ।
 পাষাণদলন নাম নিশান গাড়িল ॥
 চারিদিকে চারি রস কুঠরি পুরিয়া ।
 হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া ॥

চৌকীদার হরিদাস ফুকারে মনে মন ।
 হাট করি বেচ কিন যার যেই মন ॥
 হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ ।
 মুচ্ছুদি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ ॥
 ভাগুরী চৈতন্য ভেল আর গদাধর ।
 অধৈত মুনসী ভেল পরুখাই দামোদর ॥
 প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি ।
 চৈতন্যের হাটে কিরে লইয়া গাগরী ॥
 ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া ।
 কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা কিরেন গর্ভিজয়া ॥
 আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া ।
 হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হঞা ॥
 দাড়ী ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ।
 তোল করি কিরেন প্রেম যার যত দূর ॥

শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন ।
 এই মত প্রেমসিদ্ধ হাটের পত্তন ॥
 সঙ্কীর্ণনরূপ মদ হাটে বিকাইল ।
 রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল ॥
 পান করি মত্ত সবে হইল বিভোর ।
 নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল ॥
 দীন দীন দুরাচার কিছু নাহি মানে ।
 অঙ্গার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে ॥
 এইমত গোড়দেশে হাট বসাইয়া
 নীলাচলে বাস কৈল সম্যাস করিয়া ॥
 তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর ।
 সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দর্প কৈলা চুর ॥
 প্রতাপরুদ্রেণে কৃপা কৈল গৌরহরি ।
 রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী ॥

হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া ।

রামানন্দের কণ্ঠে ধুইলা ভাঙার পুরিয়া ॥

সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল ।

ভাঙার স্মৃতি রূপ মোহর করিল ॥

মোহর লইয়া রূপ করিল গমন ।

প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবন্দাবন ॥

তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন ।

কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ ॥

কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল ।

ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল ॥

সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া ।

গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥

পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে ধুইলা ।

শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা ॥

ধরে ধরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল ।
 সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল ॥
 নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস ।
 অলঙ্কার বাণাইয়া করিলা প্রকাশ ॥
 এই সব রস দেখি সর্বশাস্ত্রে কর ।
 লোভ অনুসারে মিলে রূপের কুপায় ॥
 শ্রীগুরু-কুপায় ইহা মিলিবে সর্ববধা ।
 সজ্জেকপে কহিল কিছু এই সব কথা ॥
 প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের ভরজ ।
 প্রেমায়ীন গৌরচন্দ্র পূর্ব লীলারঙ্গ ।
 প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল ।
 ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক করিল ॥
 যুগ্ম অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ হার ।
 কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার ॥

শ্রীশ্রুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি ।

চৈতন্যের হাটে নিত্য বাড়ুগিরি করি ॥

করুণাসাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ ।

দাস বরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ ॥

ইতি শ্রীশ্রীহাটপদ্মন সমাপ্ত

—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে না জানিয়া ।

নিদ্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া ॥

সেই অপরাধে মুক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হৈলু ।

মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈলু ॥

নিমাই করিল কত পতকী উদ্ধার ।

পরিণামে কেন মোর না কৈল মিস্তার ॥

নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া ।
 শাস্তিপূর বান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
 সেই কালে দস্তে তুণ ধরি দূর হৈতে ।
 নিবেদিলু গৌরাজের চরণ-গদ্যেতে ॥
 পণ্ডিত-পাवन-অবতার নাম সে তোমার ।
 জগাই-মাধাই আদি করিলে উদ্ধার ॥
 তাহা হইতে কোটিগুণে অপরাধী আমি ।
 অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী ॥
 প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে ।
 অপরাধ হরেছে তোমার তার পড়হ চরণে ॥
 প্রভুর আজ্ঞার শ্রীবাসের চরণে পড়িলু ।
 শ্রীবাস-আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিলু ॥
 অপরাধ ক্ষমা সে আজ্ঞা দিলা মোরে ।
 'পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া যবে ॥

বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি ।

বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥

প্রভু-পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া ।

বাড়িল আরতি চিন্তে উল্লসিত হিয়া ॥

বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ ।

নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুক্তি করিণু গমন ॥

যথা যথা যাঁর নাম শুনিণু শ্রবণে ।

যাঁর যাঁর পাদ-পদ্ম দেখিণু নয়নে ॥

শান্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিণু শুনিণু ।

সর্ব ভক্তের নাম-মালা গ্রহণ করিণু ॥

ইথে অত্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা ।

ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা ॥

এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন ।

তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া বসন ॥

জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে ।
 দেবতা অনুর ঋষি সকলি সমানে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মানুষ আদি করি ।
 ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে ঐশ্বর্য্য করি ॥
 গঙ্গাপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত ।
 বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত ॥
 পুলিন্দ পুরুষ ভীল কিরাত যবনে ।
 আতীর কক্ক আদি করি সকলি সমানে ॥
 মুভোগ শবর স্নেহ আদি করি যত ।
 ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য ॥
 যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব ।
 সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্লভ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময় ।
 সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্তজনাত্ময় ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

৪১

আভীর রাগ ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ ।

জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে ।

নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-অবতারে ।

যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥

বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শক্তি ।

মুণ্ডি কোন্ ছার হও শিশু অল্পমতি ॥

দ্বিহবার আরতি আর মনের বাসনা ।

তেঞি' সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা ॥

যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে ।

ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥

বন্দেঁ। শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ।
 স্বাহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বস্তর ॥
 বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য ।
 চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য ॥
 বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
 পণ্ডিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥
 বন্দেঁ। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া ।
 গদাধর পণ্ডিত গৌসাত্ত্বিক বন্দনা করিয়া ।
 বন্দেঁ। পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত ।
 স্বীয় পুত্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরিত ॥
 দয়ার ঠাকুর বন্দেঁ। প্রভু নিত্যানন্দ ।
 স্বাহা হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ ॥
 বহুধা জাহ্নবী বন্দেঁ। দুই ঠাকুরাণী ।
 স্বীয় পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

৪৩

বীরভদ্র গৌসাত্ত্বিক বন্দিব সাবধানে ।
 সকল ভুবন বশ যার আচরণে ॥
 জাহ্নবীর প্রিয় বন্দেঁ। রামাই গৌসাত্ত্বিক ।
 যে আনিল গোড়দেশে কানাই বলাই ॥
 যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই ।
 জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই ॥
 শ্রীগোপীজন-বল্লভ বন্দিব যতনে ।
 অদ্ভুত চরিত্র যার না যার বর্ণনে ॥
 গৌসাত্ত্বিক শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে ।
 জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে ॥
 গৌসাই শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দেঁ। এক মনে ।
 যাহার অশেষ গুণ জগতে বাধানে ॥
 নিত্যানন্দ-সুতা বন্দেঁ। গঙ্গা ঠাকুরাণী ।
 ভুবন ভরিয়া যার সুষম বাধানি ॥

সাধক-কণ্ঠহার

দয়ার ঠাকুর বন্দে। যথেক বৈষ্ণব ।

যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা সাধব ॥

ভাটিয়ারী রাগ ৬

কণ্ঠ অবতার গোরা হাসিচূড়ামণি ।

এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ ধ্রু ॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ।

বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরী ॥

আচার্য গোঁসাই বন্দে। অধৈত ঈশ্বর ।

যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর ॥

সীতা ঠাকুরাণী বন্দে। হঞা এক-মন ।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দে। তাঁহার নন্দন ॥

বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত ।

নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পুঞ্জিত ॥

ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী ।
 শ্রীমুখে গৌরাজ ঝাঁরে বলিলা জননী ॥
 শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে ।
 আলবাটী প্রভু ঝাঁরে বলিলা আপনে ॥
 হরিদাস ঠাকুর বন্দেঁ। বিরক্ত প্রধান ।
 দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥
 গোপীনাথ ঠাকুর বন্দেঁ। জগত-বিখ্যাত ।
 প্রভুর স্তুতি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত ॥
 বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত ।
 পূর্ব অবতারে ঝাঁর নাম হনুমন্ত ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দেঁ। চন্দ্র সুশীতল ।
 আচর্য্যরত্ন ঝাঁর খ্যাতি নিরমল ॥
 গোবিন্দ গরুড় বন্দেঁ। মহিমা অপার ।
 গৌর-পদে ভক্তিধারে ঝাঁর অধিকার ॥

বন্দিব অশ্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত ।
 গন্ধর্ব্ব জিনিয়া য়ার গানের মহত্ব ॥
 বামুদেব দত্ত বন্দেঁ। বড় শুদ্ধভাবে ।
 উৎকলে য়াহারে প্রভু রাখিলা সঙ্গীপে ॥
 বন্দেঁ। মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর ।
 পীতাম্বর বন্দেঁ। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
 বন্দেঁ। শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ ।
 বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥
 বন্দেঁ। মহাশয় চক্রবর্তী নীলাম্বর ।
 প্রভুর ভবিষ্য বিহ কহিলা সত্ত্বর ॥
 শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দেঁ। গুপ্ত নারায়ণ ।
 বন্দেঁ। গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
 বন্দেঁ। সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি ।
 বুদ্ধিমন্ত খান বন্দেঁ। আর বিজ্ঞানিধি ॥

বন্দিব শাস্ত্রিক ব্রহ্মচারী শুক্লাশ্বর ।
 প্রভু ঘাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর ॥
 বন্দন আচার্য বন্দে। লেখক বিজয় ।
 বন্দে। রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয় ॥
 বন্দে। ঝোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর ।
 প্রভু-সঙ্গে-বার নিত্য কোতুক কোন্দল ॥
 বন্দে। ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে ।
 প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে ॥
 হলায়ুধ ঠাকুর বন্দে। করিয়া আদর ।
 বন্দন। করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর ॥
 বন্দিব ঈশ্বর দাস কর ঘোড় করি ।
 শচী-ঠাকুরাণী ঘাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি ॥
 বন্দে। জগদীশ আর শ্রীমান্ সঙ্কর ।
 শরুড় কালীশ্বর বন্দে। করিয়া বিনয় ॥

সাধক-কণ্ঠহার

বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ ।
 শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দেঁ। করিয়া আনন্দ ॥
 বল্লভ আচার্য্য বন্দেঁ। জগ-জনে জানি ।
 যাঁর কথা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
 সনতান মিত্র বন্দেঁ। আনন্দিত হৈয়া ।
 যাঁর কথা ধ্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
 আচার্য্য বনমালী বন্দেঁ। দ্বিজ কানীনাথ ।
 প্রভুর বিবাহে সিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ ॥
 প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল বত জন ।
 তাঁ সবার পাদ-পদ্ম বন্দি সর্ববক্ষণ ॥

সুহৃৎ-রাগ

ভাল অবতার শ্রীগৌরানন্দ অবতার ।
 এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর ॥ ৫ ॥

গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দে। সাবধানে ।

লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈল যার স্থানে ॥

• কেশব ভারতী বন্দে। সান্দীপনী মুনি ।

• প্রভু যারে শ্রীসিগুরু করিলা আপনি ॥

বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ ।

প্রভু যারে কহিলেন শ্রীরামের গণ ॥

পরমানন্দপুরী বন্দে। উদ্ধব-স্বভাব ।

দামোদরপুরী বন্দে। সত্যভামার ভাব ॥

নরসিংহ তীর্থ বন্দে। পুরী সুধানন্দ ।

শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দে। পুরী ব্রহ্মানন্দ ॥

নৃসিংহ পুরী বন্দে। সত্যানন্দ ভারতী ।

বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি ॥

• বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দে। করিলা যতন ।

বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী যাহার গ্রন্থন ॥

সাধক-কঠোর

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দে। বড় ভক্তি করি ।

কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দে। শ্রীরাধবপুরী ॥

বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দে। বিশ্বপরকাশ ।

মহাপ্রভু-পদে যার বিশেষ বিশ্বাস ॥

শ্রীকেশবপুরী বন্দে। অনুভবানন্দ ।

বন্দিব ভারতী শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥

শ্রীবংশীবদন বন্দে। যুড়ি দুই কর ।

যারে বংশী অবতার কৈলা গদাধর ॥

গোঁরাজের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন ।

যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য চরণ ॥

বন্দে। রূপ সনাতন দুই মহাশয় ।

বৃন্দাবন ভূমি হুঁহে করিলা নির্গর ॥

শ্রীজীব গোসাঞি বন্দে। সবার সম্মত ।

সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব ॥

রঘুনাথ দাস বন্দেঁ। রাধাকুণ্ডবাসী ।
 রাধব গোসাঞি বন্দে। গোবর্দ্ধনবিলাসী ॥
 বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে ।
 সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে ॥
 রঘুনাথ ভট্ট বন্দেঁ। প্রভুর আজ্ঞাতে ।
 বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে ॥
 কানীশ্বর গোসাঞি বন্দেঁ। হঞা একমতি ।
 মথুরা মণ্ডলে যার বিশেষ খ্যাতি ॥
 শুদ্ধ সংস্রবী বন্দেঁ। বড় শুদ্ধমতী ।
 প্রভুর চরণে যার বিশুদ্ধ ভক্তি ॥
 প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে ।
 কে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥
 লোকনাথ গোসাঞি বন্দেঁ। ভূগর্ভ ঠাকুর ।
 দীন হীন লাগি যার করুণা প্রচুর ॥

সাধক-কণ্ঠহার

জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দে। সাক্ষাৎ সরস্বতী।

প্রভু বাঁরে করিলেন পরম পিরীতি ॥

মহা অনুভব বন্দে। পণ্ডিত রাঘব।

পানিহাটি গ্রামে বাঁর প্রকাশ বৈভব ॥

পূরন্দর পণ্ডিত বন্দে। অঙ্গদ বিক্রম।

সপরিবারে লাকুল বাঁর দেখিলা আশ্রম ॥

কাশী মিশ্র বন্দে। প্রভু বাঁহার আশ্রমে।

বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্রমে ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মিশ্র বন্দে। রায় ভবানন্দ।

কলানিধি মুখানিধি গোপীনাথ বন্দে। ॥

রায় রামানন্দ বন্দে। বড় অধিকারী।

প্রভু বাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি ॥

বজ্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দে। দিব্য শরীর।

অভ্যন্তরে কৃষ্ণভেদ গোবিন্দ বাহির ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

৫৩

বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ ।

প্রভু লাগি মানসিক যার সেতুবন্ধ ॥

• সম্রমে বন্দিব আজ গদাধর দাস ।

• বৃন্দাবনে অতিশয় বাঁহার প্রকাশ ॥

সদাশিব কবিরাজ বন্দেঁ। এক মনে ।

সকল বৈষ্ণব বশ যার প্রেমগুণে ॥

প্রেমময় ভগ্নু বন্দেঁ। সেন শিবানন্দ ।

জাতি, প্রাণ, ধন যার গৌরাঙ্গদত্ত ॥

• চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর ।

শিবানন্দের তিনপুত্র বন্দিব প্রচুর ॥

• বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাবে শুদ্ধ-চিত্ত ।

• ময়ুরের পাখা দেখি হইল মুর্ছিত ॥

• প্রেমের আলয় বন্দেঁ। নরহরি দাস ।

• নিরন্তর যার চিত্তে গৌরান্ধ-বিলাস ॥

সাধক-কণ্ঠহার

মধুর-চরিত্র বন্দেঁ। শ্রীরঘুনন্দন ।

আকৃতি প্রকৃতি ষাঁর ভুবনমোহন ॥

সফল মহাস্ত-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন ।

নিতাই দিলেন ষাঁরে সুমাল্য চন্দন ॥

প্রেমসুখময় বন্দেঁ। কানাই ঠাকুর ।

মহাপ্রভু দয়া ষাঁরে করিলা প্রচুর ॥

রঘুনাথ দাস বন্দেঁ। প্রেমসুখাময় ।

ষাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয় ॥

আচার্য্য পুরন্দর বন্দেঁ। পণ্ডিত দেবানন্দ ।

গৌরপ্রেমময় বন্দেঁ। শ্রীআচার্য্যচন্দ্র ॥

আকাইহাটের বন্দেঁ। কৃষ্ণদাস ঠাকুর ।

পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দেঁ। সতীর্থ প্রভুর ॥

গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দেঁ। সাবধানে ।

ষাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে ॥

- বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান ।
 প্রভু ঘাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান ॥
- শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে ।
 গৌরগুণ বিনা সেই অশ্রু নাহি জানে ॥
- ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে ।
 ষোলসাঁজের কাষ্ঠ য়েহো বংশী করে ধরে ॥
- সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে ।
 ফুটালো কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে ॥
- পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দেঁ সাবধানে ।
 শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্্তন-স্থানে ॥
- ইন্দ্ৰদেব বন্দেঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম ।
 কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুগাম ॥
- সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে ।
 আপনার সহজ-করণা শক্তি-বলে ॥

সাধক-কণ্ঠহার

সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উদ্গাদ ।

ভুবনমোহন নৃত্য শক্তি অগাধ ॥

গৌরীদাস কীৰ্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া ।

নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥

গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ।

যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সম্ভোষ ॥

যাঁর অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গাজলে ।

অভিষেক সর্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥

করবার মঙ্গুরী আছিল যাঁর কালে ।

পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সব বিজ্ঞমানে ॥

যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল ।

মূর্ত্তিমন্ত প্রেমমুখ যাঁর কলেবর ॥

কালী কৃষ্ণদাস বন্দে। বড় ভক্তি করি ।

দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণভেজোথারী ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-বন্দনা

কমলার পিপ্লাই বন্দেঁ। ভাবাবলাসী ।
 যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥
 রত্নাকরমুত বন্দেঁ। শ্রীপুরুষোত্তম নাম ।
 নদীয়া বসন্তি যার দিব্য ভেজোখাম ॥
 উদ্ধারণ দন্ত বন্দেঁ। হঞা সাবহিত ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্ববীর্ষ ॥
 গোবীন্দাস পণ্ডিত বন্দেঁ। প্রভুর আজ্ঞাকারী ।
 আচার্য্য গোসাঞি নিল উৎকলনগরী ॥
 পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দেঁ। বিলাসী সুজন ।
 প্রভু যারে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান ॥
 বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমনে ।
 মুকরধ্বজ কর বন্দেঁ। প্রভুর গায়নে ॥
 রুদ্রারি কবিরাজ বন্দেঁ। ভাগবতাচার্য্য ।
 শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দেঁ। অনন্ত আচার্য্য ॥

গোবিন্দ আচার্য বন্দেঁ। সর্বগুণশালী ।
 যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র খামালী ॥
 সার্বভৌম বন্দেঁ। বৃহস্পতির চরিত্র ।
 প্রভুর প্রকাশে ঘাঁর অদ্ভুত কবিত্ব ॥
 বন্দিব প্রতাপরত্ন ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি ।
 প্রকাশিলা প্রভু ঘাঁরে বড় ভুজ আকৃতি ॥
 দ্বিজ রঘুনাথ বন্দেঁ। উড়িয়া বিপ্রদাস ।
 অভিন্ন অচ্যুত বন্দেঁ। আচার্য শ্যামদাস ॥
 দ্বিজ হরিদাস বন্দেঁ। বৈষ্ণব বিষ্ণুদাস ।
 ঘাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস ॥
 কানাই খুটিয়া বন্দেঁ। বিশ্ব পরচার ।
 জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার ॥
 বন্দেঁ। উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয় ।
 জগন্নাথ বলরাম ঘাঁর বশ হয় ॥

জগন্নাথ দাস বন্দে। সজীত-পণ্ডিত ।

যাঁর গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত ॥

বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কালীশ্বর ।

বন্দিব চন্দ্রনেশ্বর আর সিংহেশ্বর ॥

বন্দির সুবুদ্ধি মিশ্র, মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ ।

তুলসী মিশ্র বন্দে। মাহিতী কালীনাথ ॥

শ্রীহরিভট্ট বন্দে। মাহিতী বলরাম ।

বন্দে। পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম ॥

বঙ্গবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে ।

যাঁর বংশে গৌর বিনা অণু নাহি জানে ॥

বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী ।

শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দে। বড় অধিকারী ॥

শ্রীকর পণ্ডিত বন্দে। বিজয় রামচন্দ্র ।

সর্বকৃষ্ণময় বন্দে। যদু কাবচন্দ্র ॥

বিলাসী বৈরাগী বন্দেঁ। পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
 সর্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥
 জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দেঁ। আচার্য্য লক্ষণ ।
 শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দেঁ। হরে শুদ্ধ মন ॥
 সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দেঁ। বিখ্যাত সংসারে ।
 ব্রহ্মা জাহ্নবী দুই কণ্ঠা বীর ধরে ॥
 মুরারী চৈতন্যদাস বন্দেঁ। সাবধানে ।
 আশ্চর্য্য চরিত্র বীর প্রহ্লাদ-সমানে ॥
 পরমানন্দ গুপ্ত বন্দেঁ। সেন জগন্নাথ ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ ॥
 শ্রীকংসারি সেন বন্দেঁ। সেন শ্রীবল্লভ ।
 ভাস্কর ঠাকুর বন্দেঁ। বিশ্বকর্মা অনুভব ॥
 সঙ্গীতরচক বন্দেঁ। বলরাম দাস ।
 নিত্যানন্দ-চন্দ্রে বীর হৃদয় বিশ্বাস ॥

মহেশ পণ্ডিত বন্দে। বড়ই উন্মাদী ।
 জগদীশ পণ্ডিত বন্দে। নৃত্যবিনোদী ॥
 নারায়ণীমুখ বন্দে। বৃন্দাবন দাস ।
 বাঁহার কবিগুণ গীত জগতে প্রকাশ ॥
 বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস ।
 প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে বাঁহার বিশ্বাস ॥
 পরমানন্দ অবধৌত বন্দে। এক মনে ।
 সর্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহু নাহি জানে ॥
 বন্দিব সে অনাদি গজাদাস পণ্ডিত ।
 যদুনাথ দাস বন্দে। যধুর চরিত ॥
 পুরুষোত্তম পুরী বন্দে। তীর্থ জগন্নাথ ।
 শ্রীরাঘ তীর্থ বন্দে। পুরী রঘুনাথ ॥
 বসুদেবতীর্থ বন্দে। আশ্রমী উপেন্দ্র ।
 বন্দিব অনন্তপুরী হরিহরানন্দ ॥

মুকুন্দ কবিরাজ বন্দেঁ। নির্মলচরিত ।
 বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত ॥
 বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম ।
 প্রভুর পালনে যার দিব্যভোজোদ্যম ॥
 মাধব আচার্য বন্দেঁ। কবির নীতল ।
 বাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
 গোবিন্দদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস ।
 বন্দিব নৃসিংহ ভট্ট আর শ্রীচৈতন্য দাস ॥
 রঘুনাথ ভট্ট বন্দেঁ। করিয়া বিশ্বাস ।
 বন্দেঁ। দিব্যালোচন শ্রীরামচন্দ্রদাস ॥
 শ্রীশঙ্কর বন্দেঁ। বড় অকিঞ্চন-রীতি ।
 ডম্ফের বাজেতে যে প্রভুর কৈল শ্রীতি ॥
 প্রেমানন্দময় বন্দেঁ। আচার্য মাধব ।
 ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বনভ ॥

নারায়ণ পৈড়ারি বন্দে। চক্রবর্তী, শিবানন্দ ।

বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥

এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব ।

কহেন না যায় সবার অনন্ত বৈষ্ণব ॥

অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা ।

হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥

বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি ।

বেদেহ জানিতেন শুারে বৈষ্ণবের দ্বি ॥

সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর ।

শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর ॥

শরণ লইয়া ভক্ত বৈষ্ণব-চরণে ।

সঙ্কেতপে কহিল। কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥

বৈষ্ণব-বন্দনা পরে শুনে যেই জন ।

অস্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা ।

কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥

দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে ।

দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

শ্রী দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

সমাপ্ত

শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।

জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

জয় জয় শচীমুখ গৌরাজ সুন্দার

জয় নিত্যানন্দ পদ্মার কোণ্ডর ॥

জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাত্মি ।
 বাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
 জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর ।
 গৌরাজের প্রিয়োক্তম পণ্ডিত প্রবর ॥
 শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োক্তম ।
 শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ ॥
 সবাকার পদরেণু শিরে রহ্ন মোর ।
 বাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাধোর ॥
 জয় জয় গুরু গোঁসাত্মি শরণ তৌহার ।
 বাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার ॥
 জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ গোঁসাত্মি ।
 প্রভুর নিকটে বাঁর অত্যন্ত বড়াই ॥
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ ।

মো পাপীয়ে কৃপা করি বর আশ্রসাৎ ॥

জয় ত্রীগোপালদেব ভকত বৎসল ।

নবধন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল ॥

জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর ।

পুরি গোসাঞি লাগি বাঁধ নাম ক্ষীরচোর ॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ।

জয় জয় ত্রীরাস-মণ্ডল সর্বোত্তম ॥

ত্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল ।

জয় জয় মোহন ত্রীমদনগোপাল ॥

জয় জয় বংশীবট জয় ত্রীপুলিনা ।

জয় জয় ত্রীকালিন্দী জয় ত্রীধমুনা ॥

জয় রে দ্বাদশ-বন কৃষ্ণলীলা স্থান ।

ভালুবন খাজুরবন ভাণ্ডীরবন নাম ॥

শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন

৬৭.

জয় জয় বেলবন খদির বহলা ।
 জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা ॥
 জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্য স্থান ।
 জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম ॥
 জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড ।
 জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
 জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন ।
 জয় জয় দানঘাট লীলা সর্বোত্তম ॥
 জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম ।
 বধায় সঙ্কত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান ॥
 জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর ।
 জয় জয় কৃষ্ণকৈলি পাবন-সরোবর ॥
 জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম ।
 জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥

জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান ।
 যীহার মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥
 জয় জয় রামঘাট পরম নির্জজন ।
 যীহার রাসলীলা কৈলা রোহিণী নন্দন ॥
 জয় জয় নন্দনঘাট জয়াকর বট ।
 জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট ॥
 জয় জয় বুধভানু অভিমন্যু জয় ।
 কৃষ্ণ প্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥
 জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া ।
 রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা কারা আচ্ছাদিয়া ॥
 জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী ।
 কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী ॥
 জয় জয় ললিতাদি সর্ব সখীগণ ।
 যী সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥

শ্রীনাথ-সঙ্গীত

৬৯

জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম ।
 রাখাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম ॥
 জয় জয় ব্রজগোপ শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ ।
 জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপামাঝ ॥
 জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন ।
 বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥
 জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন ।
 জয় জয় রাখাকৃষ্ণ সজে সখীগণ ॥
 শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা ।
 ব্রজে রাখাকৃষ্ণ লীলা করহ ভাবনা ॥
 এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ ।
 শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
 আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন ।
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে মজাইরা মন ॥

৭০.

সাধক-কণ্ঠহার

শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ ।
 নাম-সংকীৰ্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥ ১ ॥
 জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ।
 শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
 শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন ।
 কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন ॥
 কেশীঘাট বংশীঘাট দ্বাদশ কানন ।
 বাঁরা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥
 শ্রীনন্দ যশোদা জয়, জয় গোপগণ ।
 শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসধন ॥
 জয় বৃষভানু, জয় কীৰ্ত্তিদামুন্দরী ।
 জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনগরী ॥
 জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবনমাব ।
 জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥

শ্রীনাথ-সংকীৰ্ত্তন

৭১

জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন ।

জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥

জয় বিজপত্তী জয় নাগকন্যাগণ ।

ভক্তিতে বাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ ॥

শ্রীরাসনগুণ জয় জয় রাধাশ্যাম ।

জয় জয় রাসলীলা সর্ব মনোরম ॥

জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব-রস-সার ।

পরকীয়া ভাবে বাহা অজ্ঞেতে প্রচার ॥

শ্রীজাহ্নবী-পাদপদ্ম করিয়া শরণ ।

দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সংকীৰ্ত্তন ॥ ২ ॥

বাণল নদীয়া লোক গৌরাজ দেখিতে ।

আনন্দে আকুল চিত্ত না পারে চলিতে ॥

চিরদিনের গৌরাট্টদ-বদন হেরিয়া ।

দুঃখিত চকোর আঁখি রহিল মাতিয়া ॥

হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর ।
 জননী পাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড় ॥
 মরণ শরীর যেন পাইল পরাণ ।
 গৌরাজ নদীরাপুরে বাস্তুর্ষোষ.গান ॥ ৩ ॥
 হরি হে দয়াল মোর জয় রাখানাথ ।
 বার বার এইবার লহ নিজ সাধ ॥
 বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইলু শরণ ।
 নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
 জগতকারণ তুমি জগতজীবন ।
 তোমা ছাড়া কিছু নহে হে রাখারমণ ॥
 ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ।
 তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥
 ভাবিয়া দেখিয়া এই জগত মাঝারে ।
 তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে ॥৪॥

শ্রীনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন

৭৩

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ ষাদবায় নামঃ ।

ষাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।

গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা ।

হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।

যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অতীতপূরণ ॥

এই ছয় গোসাঞি যার, মুই তার দাস ।

তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥

তাঁদের চরণসেবি ভক্তসনে বাস ।

জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

এই ছয় গোসাঞি যবে ত্রেজে কৈলা বাস ।
 রাধা-কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
 আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন ।
 শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন-॥
 শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ ।
 নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা

অজ্ঞান-ভিমিরাক্ত জ্ঞানান্ধন শলাকরা ।

চক্ষুরঙ্গীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ১ ॥

তন্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ । শ্রীগুরুভক্তি মন ননো-
 হন্ত । কিন্তু তার—যেন গুরুণা মন চক্ষুঃ—নেত্রং

শ্রীচৈতন্যমনোভীষং স্থাপিতং যেন ভূতগে ।

সোহয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদাস্তিকং ॥ ২ ॥

উন্নীলিতং । মম কিন্তুুতন্ত—অজ্ঞান-তিমিরাক্ত—অজ্ঞান-
যেব তিমিরমক্ষিরোপ্তেনাক্ত—দৃষ্টিশক্তিরহিতস্ত, কিম্বা
অজ্ঞানমবিত্তা তদেব তিমিরমন্ধকার স্তেনাক্ত । অজ্ঞান-
তমসো নাম কৈতবং যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অজ্ঞান ভ্রমের নাম কহিয়ে কৈতব ।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাহ্য এই সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাহ্য কৈতব প্রধান ।

বাহ্য হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥

কৃষ্ণ ভক্তিবাধক যত শুভাশুভ কর্ম ।

সেহো এক জীবের অজ্ঞান তমোবর্ষ ।

করা উন্নীলিতং জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া—“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ

অজ্ঞানরূপ তিমিরে আমি অন্ধ হইরাছিলাম, শ্রীকৃষ্ণে
ভগবন্তাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানশলাকা দ্বারা যিনি আমার নেত্র উন্নী-
লিত করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি ॥১॥

শ্রীশ্রু চরণপদ্ম,

কেবল ভকতি সন্ন্যাসী, ১

২ বন্দ মুই ৩ সাবধান সনে ।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সৰ্বকারণকারণ-
মিত্যেনে "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিত্যেনে" চ কৃষ্ণভগবত্তা-
জ্ঞানমোক্ষজননশলাকা বয়া । "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সচ্চিদেব
সার" ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তেঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ নোভীষ্টং মনোহৃতিগবিতং শ্রীমন্তগ-
বত্তক্তিঃ স শাস্ত্রং ভূতলে বেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতং ।
লোহরং রূপঃ স্বপদাস্তিকং নিম্নচরণনিকটং কদা ভাগ্যবশেনঃ
মহং দদাতি । শ্রীরূপস্ত রূপয়া নিজাত্মচরণেণ তৎসেবনকর্ম
করবানীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অর্থাৎ ভগবত্তক্তিঃ স শাস্ত্র
ভূতলে বৎকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন, সেই শ্রীরূপ গোষ্ঠী
কবে স্বয়ং আপনার চরণ-নিকটে আমার স্থান দিবেন ॥ ২ ॥

১। সন্ন্যাস—সদন ।

২। পাঠান্তর বন্দ মুক্তি সাবধান সনে ।

৩। সাবধান সনে—সাবধানের সহ—সাবধানের সহিত ।
সাবধান শব্দের উত্তর ভাবার্থ ক প্রত্যয় করিলে সাবধান

যাহার প্রসাদে ভাই, ১ এ ভব তরিয়া যাই,
 ২ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় বাহা হইতে* ॥ ৩ ॥
 গুরু মুখপদ্ম বাক্য ৩, ছদি করি মহা শক্য ৪,
 আর না করিহ মনে আশা।

এই পদই হয়—কোন কোন মুদ্রিত ও আধুনিক হস্তলিখিত
 পুস্তকে “সাবধান মনে” এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু
 সাবধান মনে এই পাঠই সমীচীন। সুতরাং সাবধান মনে ইহার
 অর্থ এই যে—সাবধানতার সহিত অর্থাৎ বাহাকে কোন-
 প্রকারে অপরাধ না হয়, এইরূপ ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা
 করি।

- ১। ভাই—হে ভ্রাতঃ! মনঃ!
- ২। পাঠান্তর—কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় বাহা হইতে।
- ৩। বাক্য—কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরস-তত্ত্বোপদেশরূপবাক্য।
- ৪। মহা শক্য—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপণশক্তি যোগ্য।

* বাহা হইতে—বাহা হইতে। প্রাচীনকালে রাজসাহী
 এবং অন্ত অন্ত পূর্ববঙ্গ প্রদেশে “হইতে” এই শব্দের পরিবর্তে
 “হুনে” ব্যবহৃত হইত।

শ্রীশুরুচরণে রতি,

এই যে উত্তম গতি১,

২যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥ ৪ ॥

চক্ষুদান দিল যেই

জন্মে জন্মে প্রভু সেই,

৪ দিব্যজ্ঞান হুদে প্রকাশিত ।

১। উত্তমগতি—উত্তমা চানৌ গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ ॥
যথা উত্তমগতি প্রাপ্যবস্তনাং শ্রেষ্ঠং শ্রীরাধ-প্রাণবন্ধোচ্চরণ-
কমলরোঃ পাদসদ্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা ।

২। যে প্রসাদে ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনে মণিময় নিকুঞ্জ-
মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ স্চামরব্যজন-পাদসদ্বাহনাদিরূপা-আশা
যন্ত প্রসাদেন পূর্ণাশ্রাৎ ।*

৩। চক্ষুদান ইত্যাদি—সংসারার্ণব তারণপূর্বকং চন্দ্র-
চক্ষুর্মোচয়িত্বা পরভ্রুবলোকনযোগ্য দিব্যচক্ষু যেন দত্তং ।

৪। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি—কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণরূপং দিব্য-
জ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যৎপ্রসাদাদিতি শেবঃ ।

* “যন্ত প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যদপ্রসাদান্নগতিঃ
কুতোপি” ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিজ্ঞানান রহিতাছে ।

শ্রীশ্রীমত্তত্ত্বচন্দ্রিকা

৭২

শ্রীমত্তত্ত্ব বাহা হৈতেঃ, অবিজ্ঞা বিনাশ যাতে;

১ বেদে গায় যাহার চরিত ॥ ৫ ॥

১৭ বেদে গায় ইত্যাদি—বেদ কর্তৃক তত্ত্বচন্দ্রিকা গান।
যথা সর্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে—‘আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীরা-
দিতি’। ‘আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাदि’। আচার্য্যো-
দেবো ভবেদিত্যাদ্যাদি শ্রুতৌচ।

* বাহা দ্বারা অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিতে শুচি-
বুদ্ধি এবং মিথ্যাবস্তুতে সত্য বুদ্ধি হয়, পরমেশ্বরের সেই
অবটনঅবটনপটীয়াসী বহিরঙ্গা শক্তির নাম অবিজ্ঞা। সেই
অবিজ্ঞাভিত্তিকারে বাহার চক্ষু (পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি)
নষ্ট হইরাছে, তাহার সেই চক্ষু যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন,
তিনি অন্নে অন্নে প্রভু এবং যে ব্যক্তি চক্ষু লাভ করিয়াছে,
সে তাঁহার অন্নে অন্নে দাস অর্থাৎ—দাসবৎ সেবক ও আজ্ঞা-
বহ। শ্লেষে শ্রীশ্রীমত্তত্ত্ব উপরি উক্ত ত্রিপদী দ্বারা এবং
পরের ত্রিপদী দ্বারা শ্রীশ্রীমত্তত্ত্বের রূপায় নিজে যে উপকার

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু,

অধম জনের বন্ধু,

লোকনাথ * লোকের জীবন।

পাইয়াছেন, তাহা কহিলেন। অর্থাৎ—শ্রীগুরুকৃপার দিব্য-
 চক্ষু লাভ এবং হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে।
 শ্রীগুরুদেবের দ্বারা যে উপকার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে
 জন্মে জন্মে শ্রীগুরুদেবের দাস হইয়া আজ্ঞা বহন ও কার্যমনে
 সেবন করিলেও সে উপকারের পরিশোধ হয় না, ইহাও
 শ্রীমদেব কথিত হইল। ফলতঃ বাহারা প্রেমভক্তিপ্ররাসী,
 তাহাদের সর্বতোভাবে শ্রীগুরুসেবন ও তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত
 আজ্ঞা প্রতিপালন করা নিতান্ত কর্তব্য। যথা “যন্ত দেবে
 পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ” ইতি। “নৃং সেবা
 গুরুসেবা চ দেবতাবেন চেষ্টবেৎ। তদৈব ভগবন্ত্তি
 লভ্যতে নান্তথা কচিদ্ভিত্তি” ॥ প্রমেরদ্রাবলী।

* এই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী গ্রন্থকর্তা শ্রীনরোত্তম
 ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্রদাতা।

শ্রীশ্রীগণেশচন্দ্রিকা

৮১

হা হা ! প্রভু ! কর দয়া, দেহ যোরে পদছায়া,
এবে যশঃ ঘুঘুক ত্রিভুবন ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তুমি,
যাহা হইতে অনুভব হয় ।

১। বাহা হইতে—যন্মাৎ বৈষ্ণবচরণরেণুভূষণাৎ ।

শ্রীশুকদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীগণেশচন্দ্রিকা-
মহাপ্রভুর পার্শ্বদ । বনোহর জেলার অন্তর্গত তালখাড়ী গ্রামে
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতা শ্রীগয়নাথ চক্রবর্তী
শ্রীশ্রীমদৈত-প্রভুর শিষ্য ছিলেন ।

• শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ও গাত্রে ভূষণ করিলে,
সর্বপ্রকার সাধনে বাহা লাভ না হয়, সেই ফল অনারামে
লাভ হয় । ইহা শ্রীবৃন্দাগবতামৃতে বিবৃত আছে । শ্রীবৈষ্ণব
চরণরেণুর মহাবল জানিয়া মহিমা কীর্তন করিতেছেন যে,
বৈষ্ণব চরণরেণুর দ্বারা ভূষিত হইলে শ্রীশুকমহিমা অনুভব
হয়, এবং অমুক্ষণ সাধু-সঙ্গ হয়, তদ্বারা ভজন মার্জিত হয়,

৮২

সাধক-কঠোর

মার্কজন হয় ভজন,

সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ.

১ অজ্ঞান অবিজ্ঞা পরাজয় ॥ ৭ ॥

২ জয় সমাভন রূপ,

৩ প্রেমভক্তি রসকূপ,

যুগল উজ্জলময় তনু।

১। অজ্ঞান অবিজ্ঞা—চতুর্সর্গবাহা তজ্জপাবিজ্ঞা।

২। জয়—শাস্তদান্তসখ্যাবৎসল্যভক্তেভ্যঃ সর্বোভ্যঃ
উৎকর্ষণে বর্ততে। কাব্যপ্রকাশে জয়ত্যাধে নমস্কার
আক্ষিপ্যতে। জয় তৌ প্রতি মম নমোহস্তিত্যর্থঃ।

৩। প্রেমভক্তিরেব রস স্তস্য কূপরূপঃ।

তাহার পর চতুর্সর্গবাহা-প্রসূতি যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান-
রূপিনী অবিজ্ঞার পরাজয় হয়। অর্থাৎ ছদ্মরে চতুর্সর্গ
বাহা আর থাকে না। এতদ্বারা—শ্রীপ্রেমভক্তি-প্রাণিগণের
বৈকব-চরণগুলার বিভূষিত হওয়া এবং বৈকবসদ, প্রধান
সাধন, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল।

১ বাহার প্রসাদে লোক, পাশরিল দুঃখ শোক,
 প্রকট কর্ত্তর জন্ম ॥ ৮ ॥
 প্রেমভক্তি রীতি বত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত,
 লিখিয়াছে ২ দুই মহাশয় ॥

১। পাঠান্তর—

দৌহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সব শোক,
 প্রকট কর্ত্তর-জন্ম ॥
 প্রেমভক্তি-রীতি বত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত
 করিয়াছেন দুই মহাশয় ॥

২। দাভ্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীকৃষ্ণনাতনাভ্যাং সর্ব-
 প্রেমভক্তিরীতিব্যক্তং যথাস্তান্তথা নিজগ্রন্থে লিখিতা ॥

অতাপিও শ্রীকৃষ্ণনাতনের করুণার তাঁহাদের শ্রীগ্রন্থ
 আশ্বাদন করিয়া, লোক দুঃখ শোক মুক্ত হইয়া শ্রীরাধা-
 মাধবের ভজন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এ কারণ
 শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা ঠাকুরমহাশয় তাঁহাদের দুই ভাতার জন্ম
 দিতেছেন ॥ ৮ ॥

† শ্রীসনাতনগোস্বামীকৃত শ্রীবৃন্দাগবতামৃত প্রভৃতি এবং

১ বাহার অবণ হৈতে ২, প্রেমানন্দে ভাসে চিত্তে,
 সুগল মধুর রসাত্মর ॥ ৯ ॥

১। পাঠান্তর—

বাহার অবণ হৈতে, প্রেমানন্দ হয় চিত্তে
 সুগল-মধুর-রসাত্মর ॥

সুগল-কিশোর-প্রেম, লক্ষবান বিনি হেম,
 হেন ধন প্রকাশিলা বারা ৷

২। ১৭ অবণাৎ উক্তানাৎ চিত্তং প্রেমানন্দরূপমবুজ্ঞে
 যুতং ন্যাৎ ।

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জলনীলমণি,
 শ্রীবিদ্যমুখমাধবনাটক, শ্রীললিতমাধবনাটক, শ্রীদ্বানকেনিকৌমুদী
 ও শ্রীসুখমালা প্রভৃতি সকল গ্রন্থই প্রেমভক্তিময় । এই সকল
 গ্রন্থামূল্যে প্রেমভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে বৃষ্টিতে পারা যায়
 এবং তাহার দ্বারাই শ্রীরাধামাধবের মধুর রসাত্মর প্রাপ্ত
 হওয়া যায় । ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীপাদ
 গোবিন্দাদিগের গ্রন্থে অবগাহন ব্যতীত সম্যকরূপে শ্রীরাধা-
 মাধবের উজ্জল রসাত্মর হয় না ॥৯॥

ଜୀବମଣ୍ଡଳଚକ୍ରିକା

64

যুগল-কিশোর প্রেম,

লক্ষ্যবান যেন হোম,

হেন ধন্য প্রকাশিল যারা ।

‘জয় রূপ ! সনাতন !

দেহ যোরে প্রেমধন,

সে দ্বিতন যোৱা গলে হাৱা ২ ॥ ১০ ॥

ভাগবত শাস্ত্র মৰ্ম,

নববিধ ভক্তি ধর্ম

• সদাই କରିব সুসেବন # ।

১। শ্রীগোরাঙ্গপ্রেমসমুদ্ভবগাহ তস্মাৎ প্রেমরত্নবন
বুদ্ধত্য যুবাং প্রকাশিতবন্তে ।

২।° সে রতন মোর গলে হারা—তেন প্রেমরত্নে কট
হারং করবাণীতি ভাবঃ ।

* শ্রীভাগবত শাস্ত্রের মর্ম শ্রীগোবিন্দবিগ্ণ নিম্নকৃত টীকা
বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীভাগবতশাস্ত্রমর্ম সুসেবন করি
ইহার অর্থ শ্রীগোবিন্দবিগ্ণের টীকার অর্থাৎ শ্রীবৈক
তোষণী এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিবৃত যে শ্রীভাগবতার্থ আ
তাহাই সদা আলোচনা করিব এবং তাঁহাদের অনু

১ অন্মদেবাত্মন নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১১ ॥

* সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে ॥

১। অন্ম দেব—ব্রহ্মরূপাদয়ঃ ।

ত্রিবিধনাথ চক্রবর্তী মহাশয় এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাত্ত্বরণ মহাশয়
প্রভৃতির টীকারও আলোচনা করিব ॥ ১১ ॥

* “গুরুমুখপদ্যবাক্য হৃদি করি মহাশক্য” এই কথা দ্বারা
শ্রীগুরুবাক্যই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করা উচিত, ইহা পূর্বে
বলা হইয়াছে কিন্তু শ্রীগুরুদেব যদি অন্মায় আত্মা করেন,
তবে তাহা প্রতিপালন করিতে নাই। এক্ষণ অন্যান্য আদেশ
দ্বারা শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন, জানিতে হইবে।
এ কারণ শ্রীগুরুবাক্যের সহিত যদি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির
সাধনভূত শাস্ত্রের ঐক্য হয়, তবেই তাহা প্রতিপালন করা

শ্রীশ্রীমতস্তিচন্দ্রিকা

৮৭

*কর্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তব গাজে ॥ ১২ ॥

কর্তব্য। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নানা শাস্ত্রে নানা-
প্রকার কীর্তিত আছে সেই সকল এক জনের অবলম্বন করা
সম্ভবে না, একারণ স্বসম্প্রদায়ী এবং শাস্ত্রোক্ত আকারসম্পন্ন
সাধুগণ বাহা বলেন, তাহার সহিত শ্রীগুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য
বদি ঐক্য হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য। শ্রীগুরুদেব বাহা আজ্ঞা
করেন, তাহা যদি শাস্ত্র ও স্বসম্প্রদায়ী-সাধুগণের অনুমোদিত
হয়, তবেই তাহা স্বীকার্য। আবার সেই শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য,
বাহা শ্রীগুরুদেব ও স্বসম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত, কেবল
সাধুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য বা শ্রীগুরুবাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে
না। সাধুবাক্য শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য পরস্পর ঐক্য
হইলেই গ্রাহ্য। এইরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত
হইলে পরিণামে আর বিপন্ন হইতে হয় না।

* কর্মী ও জ্ঞানীদিগকে বাছিয়া দল হইতে পৃথক
করিব, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে ভিন্নপ্রকৃতিনিবন্ধন

সাধক-কঠোর

শ্রীমদ্ভগবৎগোষাধিপাদেনোক্তম্—

“অত্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাগ্গনাবৃতম্।

আত্মকুল্যেন কৃষ্ণাত্মশীলনং ভক্তিরস্তুমা” ॥

- ১ অত্যাভিলাষ ছাড়ি, ২ জ্ঞানকর্ম পরিহারি,
৩ কার্যমনে করিব ভজন ।

১। “অত্যাভিলাষিতা শূন্যং” শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধির এই শ্লোকের টীকার শ্রীজীবগোষাধি-পাদ যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই দুই ত্রিপদী তাহার সারাংশ ।

২। জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান । কর্ম বলিতে সাম্য ও নিবিদ্য প্রভৃতি কর্ম জানিতে হইবে । কিন্তু শ্রীভগ-
বৎসাক্ষরানলক্ষণ যে জ্ঞান এবং শ্রীভগবৎ পরিচর্যাস্বক যে
কর্ম, তাহা উক্ত জ্ঞান, এবং কর্মের মধ্যে পরিগণিত নহে ।

৩। মনে শ্রীভগবৎস্বরের আত্মশীলন করিব ও কার্যদ্বারা
শ্রীভগবানের পরিচর্যা করিব, ইহাই ইহার তাৎপর্য ॥ ৩ ॥

মরে মরে প্রাণে বড়ই বেদনা পাইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে

শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৮৯

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা,

না পুজিব অন্যদেবা,

এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৩ ॥

১ মহাজনের যেই পথ,

তাতে হব অনুরত,

পূর্বাগ্র করিয়া বিচার ।

১। দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়ো বৃহৎবাননোক্তশ্চ তন্নশ্চ চন্দ্র-
কান্তি-অন্নদেব-বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস বিষ্ণুমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব
মহাজনাঃ । বড় গোস্বামিনঃ পরমহাজনাঃ ।

কিছু বলিলেও ঐক্যতাপ্রযুক্ত অপরাধ হয়, এ কারণ তাঁহা-
দিগের নিকট হইতে পৃথক হইব। বিশেষতঃ কর্মী ও
জ্ঞানীগণ ভক্তির উপরে কর্ম ও জ্ঞানের কীর্তন করিয়া
ভক্তিকে ধর্ম করেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট হইতে
পৃথক হওয়াই সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

সাধক-কঠোর

সাধন-স্বরূপ-লীলা, ইহাতে না কর'হেলা,
 ১ কায়মনে করিয়া স্মার # ১৪৥
 ২ অসৎ সঙ্গতি সঙ্গ, ত্যাগ কর অস্ত্র গীতা,
 ৩ কর্মী, জ্ঞানী, পরিহরি দূরে ।

* স্মার—স্মিদ্ধ ।

১। কায়মনে স্মিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ মনে নিজ সিদ্ধদেহ
 ভাবন করিয়া লীলাস্বরূপই সাধন ।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥ ১৪ ॥

২। পাঠান্তর—অসৎ সঙ্গ সঙ্গ ত্যাগ, ছাড় অস্ত্র গীত
 ত্যাগ, কর্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে ॥

৩। বারম্বার কর্মীজ্ঞানীদিগকে দূরে ত্যাগ করিতে
 লিবার তাৎপর্য এই যে, সম্ভাব্যসিদ্ধ শ্রীগুরুপায় শ্রীকৃষ্ণ
 স্নান করিয়াও বাহ্যের কর্মে ও জ্ঞানে আসক্তি থাকে,
 তাহাদিগকেও দূরে ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু ভক্তিপ্রাধান্য

শ্রীশ্রীমদভক্তিচন্দ্রিকা

৯১

কেবল ভক্ত সজ, প্রেমভক্তি রসরজ,

১ লীলাকথা ব্রজ রসপুরে ॥ ১৫ ॥

যোগী ২৩৪সী ৩কর্মীজ্ঞানী, অল্প দেবক পূজক ধ্যানীঃ
ইহলোক দূরে পরিহরি ।

ত্যাগ না করিয়া, তদ্ অধিরোধে লোক-সংগ্রহার্থ বে প্রতিষ্ঠিত
ব্যক্তিগণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা
ত্যাগ্য নহেন । যথা—

প্রতিষ্ঠিতস্বরেণ কর্মভক্তিপ্রাধান্তমভ্যজন্ ইত্যাদি ॥১৫॥

১। লীলাকথা ব্রজরসপুরে—ব্রজধাম বাহার অন্তর্নিবিষ্ট
তাদৃশ লীলাকথাই আশ্রয় ।

২। ৩৪। বাঁহারা বম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি অভ্যাস
করেন, তাঁহারা যোগী । বাঁহারা মদ্রে মাতৃকা প্রভৃতি ভাস
করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাসী । বাঁহারা নির্বিশেষ ব্রজ
চিন্তা করেন, তাঁহারা ধ্যানী ।

* বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীমদ্রাদি অল্প দেবতার

ধর্ম, কর্ম, দ্বন্দ্ব, শোক, যেবা থাকে অল্প যোগ, ১

ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥১৬॥

* তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
২ সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

১। অল্প যোগ—দ্বীপুত্রবিষয়াসক্তিঃ

২। সর্বসিদ্ধি—সর্বোবাং তীর্থযাত্রাদি পুণ্যকর্মণাং সিদ্ধিঃ।

পৃথক্ পরমেশ্বর স্বীকার করিয়া পৃথক্ পূজা করেন, তাঁহারা
অল্প দেবপূজক; কিন্তু বাহারা ত্রীকৃষ্ণ পরিকর-বুদ্ধিতে
ত্রীকৃষ্ণের প্রসাদ-নির্মাণ্য দ্বারা রুদ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া
থাকেন, তাঁহারা অল্প দেবপূজক নহেন। কারণ এই প্রকার
পূজাই ভগবৎ পূজার অন্তর্নিবিষ্ট ও ত্রীকৃষ্ণাদি দেবতারূপের
সন্তোষের হেতু ভক্তিশাস্ত্রবিহিত। যথা—

বিকোনিবেদিতায়েন যষ্টব্যং দেবতাস্তবং।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদেয়ং তেনানন্ত্যায় কল্পতে ॥

* তীর্থ বলিতে ত্রীমধুরা, ত্রীদ্বারাবতী, ত্রীমযোধ্যা,

শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিকল্পিকা

৯৩

স্বদৃঢ় বিশ্বাস করি, মদ্য মাৎস্যসর্গ্য পরিহারি,
সদা কর অনন্ত ভজন ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণ ভক্ত অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি,
প্রদীপিত প্রবণ কীর্তনঃ ।

-
- ১। মদ—বিবেকহারী উন্মাদঃ ।
 - ২। মাৎস্যসর্গ্য—পরোৎকর্ষাৎসহনঃ ।
 - ৩। নামলীলাগুণাদিনাং কৃতিঃ প্রবণঃ
 - ৪। নাম-লীলাগুণাদিনাং মুখেন ভাবণঃ কীর্তনঃ ।
-

শ্রীশ্রীনাট্যলক্ষ্যে প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ভাস্ত্রম সকল নহে ।
বলরূপ, কামরূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে ।

৯৪ .

সাধক-কর্ত্তহার

অর্চন ১ স্মরণ ২ ধ্যান ৩, নব ভক্তি মংগলান,
এই ভক্তি পরম কারণ # ॥ ১৮ ॥

১। শুদ্ধিভাঙ্গাদিগুরুকোপচারণাং - মন্ত্ৰেনোপপাদনং
অর্চনং ।

২। যথা কথঞ্চিদ্ভ্যাসঃ সততঃ স্মরণং । *

৩। স্মরণভেদ-বিশেষ ধ্যানং ।

প্রদ্বাষিত ইতি সর্বভাষয়ঃ ।

অর্চন দুই প্রকার, যথা—প্রথম অপসিদ্ধির নিমিত্ত, দ্বিতীয়
ভক্তির অঙ্গ ।

অপসিদ্ধির নিমিত্ত অর্চন ভাসমুদ্রাদিবুক্ত ।

ভক্তির অঙ্গ অর্চন তদ্বিহীন ।

স্মরণ পাঁচ প্রকার যথা,—স্মরণ, ধারণা, 'ধ্যান, ক্রবাসু-

* প্রেমভক্তিপ্রয়োগাদিগের ভক্তির অঙ্গ যে অর্চন অর্থাৎ

ত্ৰিপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

৯৫

স্বতি এবং সমাধি। এই সমস্ত লক্ষণ যথা ক্রমসন্দর্ভে—

স্বরূপঃ—যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং ।

ধারণঃ—সর্বভক্তিভাবাক্ষয় সামান্ত্যাকারে মনোধারণঃ ।

ধ্যানঃ—বিশেষত্বো রূপাদিচিস্তনং ।

ঐবানুস্মৃতিঃ—অমৃতধারাবদনবিচ্ছিন্নং ।

সমাধিঃ—ধ্যায়মাত্র ক্ষুরূপং ।

যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্বরূপ ।

সর্ববস্তু হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সামান্ত্যাকারে মনকে নিয়োজিত করিবার নাম ধারণা ।

বিশেষরূপে রূপাদিচিস্তার নাম ধ্যান ।

অমৃত ধারার স্তায় অনবচ্ছিন্ন রূপাদিচিস্তার নাম ঐবানুস্মৃতি ।

ধ্যায় মাত্রের ক্ষুরূপ নাম সমাধি ।

অন্তান্ত ভক্তি অপেক্ষ যথোক্ত সেই নিম্নম অর্থাৎ ভাবের
অবিরুদ্ধ বাহা অনুষ্ঠেয় ।

* হাবীকে গোবিন্দ সেবা, না পুজিব দেবীঃ দেবাঃ
এই ত অনন্তভক্তি কথা ।

১। দেবী—পার্বত্যাশ্রয় ।

২। দেব—কৃত্ত্বাদয়ঃ ।

* হাবীকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীগোবিন্দসেবা করিব, ইহার
তাৎপর্য এই যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও বাক এই পাঁচটা
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পানু, এবং উপস্থ এই পাঁচটা
কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন, সাকল্যে একাদশ ইন্দ্রিয় ।
এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে যে ইন্দ্রিয়ের শ্রীভগবৎ সেবার
যোগ্যতা নাই সেই সেই ইন্দ্রিয় ত্যাগ্য অর্থাৎ তাহা দ্বারা
শ্রীভগবৎসেবা হইতে পারে না । যে ইন্দ্রিয়গণ সেবোপযোগী
তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । যথা চক্ষু দ্বারা শ্রীভগবৎ
বিগ্রহ দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রীভগবৎশ্রবণ, নাসিকা দ্বারা
শ্রীভগবৎসিঁদ্বাল্য জাহ্নান, জিহ্বা দ্বারা শ্রীভগবৎ প্রসাদ-
স্বাদান, এবং বগিন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবৎস্তের চরণরেণু

আর যত উপালন্ত্য

বিশেষ সকলি দন্ত,

দেখিতে লাগরে বড় ব্যথা ॥ ১৯ ॥

১। উপালন্ত্য—শ্রীকৃষ্ণকপাশ্রবণকীর্তনাদি ব্যতিরিক্তমত
জ্ঞানং দন্তমাত্রমেষ স্তাৎ ।

স্পর্শ। বাক্য দ্বারা শ্রীভগবদ্গুণ কীর্তন, হস্ত দ্বারা তাঁহার
পরিচর্যা কর্ষ, পদ দ্বারা তাঁহার স্থানে গমন। পায়ু ও উপস্থ
দ্বারা শ্রীভগবানের কোন সেবা হয় না, এইজন্য পায়ু ও উপস্থ
এই ইন্দ্রিয়দ্বয় সর্কথা শ্রীভগবৎ সেবায় অকর্মণ্য। পূর্বতন
মহাজনের মধ্যে কেহ কেহ পায়ু ও উপস্থের পরস্পরাক্রমে
শ্রীভগবৎসেবোপযোগিতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন।
তাঁহারা বলেন, মলমূত্র প্রভৃতির উৎসর্গ দ্বারা চিত্ত সুস্থ হয়,
এ কারণ পায়ু এবং উপস্থও শ্রীভগবদারাধনার সাধন।
উৎসর্গান্নমলমূত্রাদে চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ । অতোপায়ো-
রূপস্থস্ত উদারাধনসাধনং ।

১ দেহে বৈসে রিপুগণ, যতোক ইন্দ্রিয়গণ,
 কেহ কার বাধ্য নাহি হয় ।
 শুনিবে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ
 ও দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥ ২০ ॥

১। দেহে যে কামাদি রিপুগণ বাস করে এবং যে ইন্দ্রিয়গণ আছে, তাহারা কেহ কাহারও বাধ্য হয় না ।

২। প্রাণ শব্দে মন ।

৩। নিশ্চয় অর্থাৎ পরমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রাপ্তিসাধন ভক্তিতে । দঢ়াইতে অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া ধারণা করিতে পারে না । তাহার হেতু কামাদি রিপুগণের ও কণ্ঠাদি ইন্দ্রিয়গণের অবনীভূততা । অবনীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা চিন্তের বিক্ষেপ হয়, সুতরাং বিকিঞ্চুচিন্তে পরমতত্ত্ব ভগবান্ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন ভক্তিসাধনা কোন প্রকারে হইতে পারে না ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ।

আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্ত-দেবী-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা ।

মোহ ইচ্ছা লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২২ ॥

অনুধা সতত্ব কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ ।

* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য এই ছয়
রিপু অজেয় । সহস্রা ইহাদিগকে জয় করা মুকঠিন । এ কারণ
নানাদি জয়ের অতি সুগম উপায় বর্ণিত হইতেছে । যথা—
“কৃষ্ণসেবা.....করিব যথা তথা” ।

কিবা সে করিতে পারে, কাম, ক্রোধ সাধকেরে,
 * যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ ২৩ ॥

ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধভ্যাগ সদা দিবা,
 লোভ মোহ এই ত কখন ।

হয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
 ১ কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২৪ ॥

১। "নামেব যে প্রপত্তস্তে নারামেতাং তরন্তি তে" ইত্য-
 মুসারণে কৃষ্ণ স্বত্বা রিপুং বশে নয়েৎ ।

* শ্রীকৃষ্ণসদ্বাক্য ব্যতীত বাহার কল কেবল ইন্দ্রিয়ভৃষ্টি,
 তাহাই স্বতন্ত্র কাম, তাহার নাম অনর্থ বা রিপু, ইত্যাদি ।
 সর্বদা কৃষ্ণানুশীলনশীল রিপুভরী সাধুজনের সঙ্গ যদি যথা-
 কথঞ্চিৎ থাকে, তবে সেই সাধুকপাল, উপদেশে বা ভক্তে
 তখনই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কার্য্যে পরিণত হইয়া অনর্থ উৎপাদন
 করিতে পারে না ।

সকল বিপত্তি যায়, মহানন্দ সুখ পায়,

প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ ২৬ ॥

১ অসৎ ক্রিয়া কুটি-নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটি,

* অন্য দেবে না করিহ রতি ‡।

আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সভায়২ টানে,

ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৭ ॥

১। অসৎ ক্রিয়া—দুষ্ট ক্রিয়াঃ অধর্ম ত্যাগ্যঃ। ভক্তিপথে চলিতুং ন সমর্থঃ স্তাৎ।

২। সভায়—সর্বজনানু ইত্যর্থঃ।

* অন্য দেবে পূজক পরমেশ্বর জ্ঞানে রতি করিও না, যেহেতু অন্য দেব উপাসকগণ নিজ নিজ অসীষ্টদেবপ্রতি শ্রীতিবশতঃ সকলকে আকর্ষণ করেন। যে তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহার ভক্তিপথে বিগতি পড়ে অর্থাৎ সে ভক্তিপথে চলিতে পারে না।

† রতি—ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ পূজক পরমেশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তিবিশেষ করিও না।

১০৪

সাধক-কঠহার

দেব-লোক, পিতৃ-লোক,

পায় তারা মহানুগ্রহ,

১ সাধু সাধু বলে অনুগ্রহ ।

পতৌ শ্রীরামচন্দ্রেচ অভেদঃ ভেদো নাস্তি । অত্র হেতুগর্ভ-
 বিশেষনং পরমাত্মানি । তথাপি কমললোচনো রামো মম
 সর্বস্বং সকলধনঃ শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং নাভী-
 ত্যর্থঃ । অনেন স্বাতীষ্টনিষ্ঠারঃ পরকাষ্ঠা বর্ণিতা ।

১ । নৃত্যস্তি পিতরঃ সর্বেনৃত্যস্তি চ পিতামহাঃ । ২ স্বংশে
 বৈকবো জাতঃ স মে তাতা ভবিষ্যতি ।

শ্রীহুমান বলিয়াছেন,—শ্রীকমলাপতি শ্রীনারায়ণ এবং
 শ্রীসীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র উভয়ই পরমাত্মা, অর্থাৎ এক পর-
 মাত্মাই দুইরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, একারণ শ্রীনারায়ণ
 ও শ্রীরামচন্দ্রে অণুমাত্র ভেদ নাই । তথাপি কমললোচন
 শ্রীরামই আমার সর্বস্ব ।

শ্রীশ্রেনমভক্তিচন্দ্রিকা

১.৫

‘বুগল ভজয়ে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাঁহার নিছনি † ত্রিভুবন ১ ॥ ৩০ ॥

১। মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীতিভায়েন ত্রিভুবনশব্দেন ত্রিভুবন-
স্থিতা জনাঃ ।

০ বুগল ভজন—ক্রমদীপিকা এবং শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র
প্রভৃতিতে প্রোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বুগল উপাসনা। বাঁহাদিগের
এই ঐকান্তিক উপাসনা তাঁহাঁরাই প্রেমানন্দে ভাসেন। কেবল
তাঁহাদিগের সেই উপাসনা করিলেই দেবলোক ও পিতৃলোক
সুখী হইয়া সदा সাধু সাধু করেন। ইহাই এই ত্রিগদীর
ভাষণ।

† নিছনি—নির্মহন আলাই বালাই লওয়া অর্থাৎ
ত্রিভুবনস্থিত জনগণ তাঁহার নির্মহন গ্রহণ করে।

* পৃথক আবাস ভোগ, ১দুঃখময় বিষয় ভোগ,
ব্রজবাস গোবিন্দসেবন।

১। ব্রজভিন্নদেববাসো দুঃখরূপবিষয়ভোগ এব স্তাৎ,
বাসন্ত শ্রীগোবিন্দস্ত সুখময়ভজনং স্তাৎ। তদভাবে মনসা
বালোহপি তদেব স্তাৎ। কিন্তু শ্রীগোবিন্দভজনং বিনা
ব্রজভূমৌ বালোহপি সুখং নাস্তি। যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবি-
রাভোক্তো—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা,
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি,
শ্রীকৃষ্ণসেবনযুতে ন সুখং কদাপি।

অনুক্ষণং ব্রজবাসিতকৃত্ত্বনৈঃ সহ শ্রুতা কীৰ্ত্তিতা বা
কৃষ্ণকথা তৈঃ সহ শ্রুতং কীৰ্ত্তিতং বা কৃষ্ণনাম সত্যং সত্যং
ব্রজবাস স্তাৎ।

* পৃথক—পৃথক স্থানে আবাসভোগ—আবাসার্থ ভোগ
অর্থাৎ বাস করিবার জন্য মিলিত হইয়া।

শ্রীশ্রীমতস্তিচন্দ্রিকা

১০৭

কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসবাস
 ব্রজজনের সঙ্গ অনুক্ষণ ॥ ৩১ ॥
 সদা সেবা অভিনাষ, মনে করি বিশোয়াস ১,
 সর্ববধাই হইয়া নির্ভয়।
 নরোত্তম দাসে বলে, পড়িসু অসৎ ভোলে,
 পঁরিত্রাণ কর মহাশয় ২ ॥ ৩২ ॥

১। বিশোয়াস—বিশ্বাস।

২। মহাশয়—হে শ্রীকৃষ্ণ।

অর্থাৎ ব্রজভিন্ন স্থানে বাস করিলে কেবল দুঃখময় বিষয়
 ভোগ হয়, আর ব্রজে বাস করিলে সুখময় গোবিন্দভজন হয়,
 শরীর দ্বারা বাহ্যর ব্রজবাসে সামর্থ্য নাই, মনেও তিনি যদি
 ব্রজে বাস করেন, তাহা হইলে সুখময় গোবিন্দ সেবন তাঁহার
 লাভ হয়।

* যাহারা বর্ণাস্থিত দেহে বা অন্তর্নিহিত দেহে ব্রজ-
 বাস করিয়া শ্রীগোবিন্দ ভজন করিতেছেন, ব্রজজন তাঁহারা

১০৮

সাধক-কণ্ঠহার

তুমি ত দয়ার সিদ্ধ,

অধম জনার বন্ধু,

মোরে প্রভু! কর অপ্রধান।

পড়িছু অসৎ ভোলে ১, কাম তিমিঙ্গিলে ২, গিলে

ও হে নাথ! কর মোরে ত্রাণ ॥৩॥

* যাবৎ জনম মোর,

অপরাধে হৈল ভোর,

নিকপটে না ভজিছু তোমা।

ঐশ্বরের সহিত মধুর শ্রীকৃষ্ণকথা ও পবিত্র শ্রীকৃষ্ণগীতা
শ্রবণ ও কীর্তন করিলে রসধাম হয়।

১। অসৎ ভোলে—অসত্তের প্রলোভনে।

২। তিমিঙ্গিল—অলসের স্বপ্ন। তিমি নামক মৎস্য

যাহারা গিলিয়া ফেলে।

* শ্রীঠাকুর মহাশয় নরকোত্তম হইয়াও ভক্তিবিশ্বনাথে

দৈন্তবশতঃ আপনাকে অত্যন্ত হীন ও অপরাধী ভাবিয়া,

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীপ্রমত্তভক্তিপ্ররাসী-

দ্বিগুণ দৈন্তই বিভূষণ হইয়া আনাইতেছেন।

শ্রীশ্রেনমত্তচন্দ্রিকা

১০৯

তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,

আমা সম নাহিক অধমা ॥ ৩৪ ॥

পতিভ-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্রাম;

উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ।

যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,

১ সত্য সত্য যেন সতী পতি ॥ ৩৫ ॥

১। 'সত্য সত্য যেন সতী পতি'—ইহার তাৎপর্য এই যে, পতির সেবা করিতে করিতে সতী যদি কখন সেই সেবাকার্য্যে ক্রটিরূপ অপরাধ করেন, তাহা হইলে পতি তাহা ক্ষমা করিতে বাধ্য, কিন্তু সেই সতী যদি ব্যভিচার করিয়া অপরাধিনী হন, তবে পতিবর্জক তিনি পরিত্যক্তা হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানে মন রাখিয়া, সেইরূপ তৎসেবার কাহারও যদি কখন কোন অপরাধ হয়, তবে সেই জনের সেই অপরাধ শ্রীভগবান ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ পরিচর্যা কার্য্যে থাকিয়াও পরদারাদিতে ব্যভিচারিত হইলে

১১০

সাধক-কণ্ঠহার

তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা,
 শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর ।
 যদি করি অপরাধ, তথাপিও তুমি নাথ,
 সেবা দিয়া কর অনুচর ॥ ৩৬ ॥

কামে মোর হতচিত, নাহি মানে নিজ হিত,
 মনের না ঘুচে দুর্বাসনা ।

মোরে নাথ ! অঙ্গীকর, ওহে বাজ্রাকল্পতরু,
 করুণা দেখুক সর্বজনা ॥ ৩৭ ॥

মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
 'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর ।

শ্রীভগবান সে অপরাধ ক্ষমাও করিবেন না এবং সেবা-
 প্রতিগ্রহ করিবেন না ।

* দুর্বাসনা—বিষয়ভোগবাসনাকেই বুঝিতে হইবে ।

স্বপ্নক সংসারে নাম, পতিত-পাবন শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর ! ॥ ৩৮ ॥

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সঙ্গীতনে ।

অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষেপে ॥ ৩৯ ॥

আন কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ ইতি সাজে † ।

১। অন্তরায়—কামাদি-কৃত বিষয় ।

২। যত্রাত্মকথাস্তি তত্রাত্মব্যথাস্তি তত্রাহং ন গচ্ছামি ।

* 'আন কথা, আন ব্যথা'—শ্রীভগবৎ রূপ কথা ভিন্ন
যেখানে নতুন কথা আছে, সেখানেই অত ব্যথা আছে ।
যেহেতু আমার আমি না যাই এবং তোমার চরণস্থিতি আমারে
যেন সাজে অর্থাৎ শোভা পায় ।

† পাঠান্তর—মাঝে ।

১১২

সাধক-কণ্ঠহার

অবিরত অবিকল, ১

তুরা গুণ কল কল, ২

গাই যেন সতের সমাজে ॥ ৪০ ॥

৩ অশ্রুত অশ্রুদান, ৪

নাহি কর ৫ বস্তুজ্ঞান,

৬ অশ্রু সেবা অশ্রু দেবপূজা ।

• প্রকরণবলাদন্তবস্তুজ্ঞানং—কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণদাসে-
তরজ্ঞানং ।

১। অবিকল—বিকল না হইয়া অর্থাৎ অবিকলিষ্ঠচিত্ত হইয়া ।

২। কল কল—মধুর মধুর অন্তরুট রবে । এই বাক্য দ্বারা কথাকীর্তন সময়ে প্রেম প্রার্থনা করিলেন ।

৩। অশ্রুত—শ্রীএকাদশী, শ্রীমহাদ্বাদশী প্রভৃতি বৈকব্রত ভিন্ন অশ্রু দেবতার ব্রতকে বুঝায় ।

৪। অশ্রুদান—শ্রীকৃষ্ণ ও বৈকবোদ্দেশে ব্যতীত অশ্রু অপাত্রে দান ।

৫। বস্তুজ্ঞান—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অশ্রুবস্তু ঈশ্বরনিত্য ইচ্ছা করাকে অশ্রু বস্তুজ্ঞান কহে ।

৬। অশ্রুসেবা—শ্রীকৃষ্ণ ও বৈকবেশ্বর সেবা ভিন্ন অন্তের সেবা ।

শ্রীশ্রেনমভক্তিচন্দ্রিকা

১১৩

হা। হা। কৃষ্ণ! বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,

মনে মোর নাহি যেম দুজা * ॥৪১॥

জীবনে মরণে গতি, ১ রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি,

২ দৌহার পীরিতি-রস-সুখে।

দুজা—দৈবং সন্দেহ ইতি বাবৎ।

১। গতি—প্রাপ্য বস্তু।

২। দৌহার পীরিতি-রস-সুখে— অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণে যে পীরিতিরস অর্থাৎ নিজে অকৃত্রিম ভালবাসা সেই সুখে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণে অকৃত্রিম ভালবাসিয়া যে সুখ তন্নিমিত্ত।
 যাহারা যুগল সঙ্গতি অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিকটবর্তী
 তাহারাই আমার প্রাণ ও গলার হার। ইহা দ্বারা শ্রীমলিতাদি
 সখীবৃন্দে ও শ্রীরাগাদি মঙ্গলীবৃন্দে পরমাত্মরাসিকের একাধ
 করিলেন এবং যাহারা অন্তর্নিহিত দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের

১৪ সাধক-কণ্ঠহার

মল সহিত যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহ মোর বুকে ॥ ৪২ ॥

মল চরণ সেবা, যুগল চরণ ধোবা ১,
২ যুগলে মনের গীরিত্তি ।

মল কিশোররূপ, ওকাম রতিগণ ভূপ,
মনে রহ ও লীলা কিরীতি ॥ ৪৩ ॥

মস্তকে তাঁহাদের নিত্য নিকটবর্তী, সেই রাগানুগীর
ধকবুকটমণিগণের প্রতি পরমাদরাতিশয় ব্যক্ত করিলেন ।

১। ধোবা—ধ্যান করিবা।

২। যুগলে—অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনের গীরিত্তি—
তি রাধিবা ।

৩। কামরতিগণ ভূপ—কামগণের যুগল-রূপ ও রতি-
গণ ভূপ, অর্থাৎ রত্নরূপের কোটি কোটি অধিশ্বরী
রাধারূপ ও কোটি কামরূপের অধিশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপ । এতদ্বারা
লক্ষণেরও সৌন্দর্যের মহা পরাকাষ্ঠা দেখান হইল ।

শ্রীশ্রীমদভক্তিচন্দ্রিকা

১১

* দর্শনেতে তুণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরি
চরণাজ্ঞে নিবেদন করি।

অজরাজকুমার ! শ্যাম ! বৃষভানু নন্দিনী নাম

১ শ্রীরাধিকা মনোহারী । ॥ ৪৪ ॥

কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাই,

দরপ দরপ করু চুর।

১। হে শ্রীরাধিকাধীনাং রামাণাং মনোহারিন্।

শ্রীকৃষ্ণ !

২। কাই—কান্তিঃ।

* ক্ষুষ্টিপ্রাপ্ত শ্রীরাধামাধবের নিকট নিবেদন
করিতেছেন।

† দরপ দরপ করু চুর—দরপ অর্থাৎ কামের দর্প চুর

করেন। কামদর্পে দর্প কাইনজ ইত্যমরঃ।

১৬

সাধক-কঠহার

১ নটবর শেখরিণী, ২ নটিনীর শিরোমণি,

হুঁহু গুণে হুঁহু মন বুরু * ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কাস্তিধর

† ভাবভূষণ করু শোভা।

নীল পীত বাস ধর, গৌরি শ্যাম মনোহর,

অন্তরের ভাবে হুঁহু লোভা ‡ ॥ ৪৬ ॥

১। নটবরত শ্রীকৃষ্ণ শেখরিণী—শিরোভূষণরূপা।

২। ন ভাঃ শ্রীরাধারাঃ শিরোভূষণরূপঃ।

* বুরু—ভুবিয়া রহিয়াছে, ইহা দ্বারা গুণের অগাধ সমুদ্ররূপক হইল। তোর ও বুর কোন কোন পুস্তকের পাঠ।

† ভাবভূষণ—অশ্রুপুলকাভিভাবরূপ ভূষণ। ইহা বিশেষ ব্যাখ্যা রামদয়াল ঘোষ মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

‡ অন্তরের ভাবে হুঁহু লোভা—অন্তরের ভাবের উপাঙ্গনা

আভরণ মণিময়,

প্রতি অঙ্গে অভিনয়, ১

কহে দান বরোত্তম দাস ।

নিশি দিশি গুণ গাঠ,

পরম আনন্দ পাই,

মনে যোর এই অভিলাষ ॥ ৪৭ ॥

২ রাগের ভঞ্জন পথ,

কহি এবে অভিমত

* লোক-বেদ-সার এই বাণী ।

* ইয়ং বাণী লোক-বেদ-মতয়োঃ সাররূপা ।

দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লুক্ক হন । কিন্তু ভাবরহিত নানাবিধ বাহ

উপচারে লুক্ক হন না ।—

নানোপচার কৃত পূজনমাত্রাবলোকে ।

* প্রেমৈব ভক্তহৃদয়ঃ সুখবিক্রমঃ সত্যং ॥

১। অভিনয়—অভিনয়কালে নট নটিনীদিগের অঙ্গ

যেমন বড়ই মধুর হয়, এইরূপ সততই বাহাদেব প্রতি অঙ্গ

পরম মনোহর ।

৩। এ সময়ে রাগের ভঞ্জন বলিতে রাগাযুগা ভঞ্জন।

১১৮

সাধক-কণ্ঠহার

সখীর অনুগা হইয়া, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া,

সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥ ৪৮ ॥

রাধিকার সখী বত, হাহা বা কহিব কত,

মুখ্য সখী করিব গণন ।

জানিতে হইবে । যেহেতু ব্রজের নিত্যপরিকর ব্যাভীত সাধকে রাগোদয় হয় না । রাগময়ী বা রাগান্বিকা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণমগ্নরী প্রভৃতি নিত্যপরিকরগণে বিরাজিতা, সেই রাগময়ীভক্তির অনুগতরূপে সাধকের যে ভক্তি প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম রাগানুভক্তি । সিদ্ধদেহ অর্থাৎ অন্তরে চিস্তিত শ্রীরাধিকার কিকরীকৃষ্ণ গোপ-কিশোরী-শরীর । এই শরীর করিত হইলেও পরম সত্য । যেহেতু সাধনশেষে দেহাবসানে উক্ত করিত দেহই থাকিবে ।

সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ সর্বৈশ্বর সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহৃত্য ।
 তাঁহার শরীর সচ্চিদানন্দধন । সেই সর্বশক্তিমান্ আনন্দময়
 শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনী (আনন্দিনী) শক্তি
 সর্বপ্রধান । এই শক্তির সার, প্রেম নামে অভিহিত

শ্রীশ্রেনমভক্তিচন্দ্রিকা

১১২

হইয়া থাকেন। ইহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে মহাত্মা নাম
ধারণ করেন। এই মহাত্মাই শ্রীরাধার স্বরূপ বৃত্তিতে হইবে,
অর্থাৎ অত্যন্ত মহা পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমই শ্রীরাধিকাতত্ত্ব।
শ্রীললিতাদি সখীগণ, শ্রীরাধিকার কারুবাহবিশেষ।
অর্থাৎ শ্রীরাধিকাই আকৃতিস্বভাব-ভেদে শ্রীললিতাদি
সখীরূপে বিরাজিত হইতেছেন। সুতরাং শ্রীললিতাদি
সখীতত্ত্ব আর শ্রীরাধিকাতত্ত্ব উভয় প্রায়ই এক। যেমন
সাক্ষাদানন্দধন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, প্রকৃতির অতীত পদার্থ
হইয়াও পিতা, মাতা, বন্ধু, ভৃত্য এবং প্রেমসীমুন্দের সহিত
অনাদিকাল হইতে নিজ নিত্যভাবে, নিতাই মনুষ্যবৎ
ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির
সারাংশ অত্যন্ত মহা পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেম, শ্রীরাধিকারূপে,
পিতা, মাতা, দাসী, সখী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া
নিজ মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতেছেন। মানুষ ব্যবহারে
শ্রীসখীগণের স্বরূপ সাধকদিগের ভাবনার আনুকূল্যার্থ
লিখিত হইতেছে।

*ললিতা, ১ বিশাখা ২ তথা, চিত্রা, ৩ চম্পকলতা, ৪
রজদেবী, ৫ সূদেবী, ৬ কখন ॥ ৪৯ ॥

* (১) শ্রীললিতা—গোরোচনা বর্ণা। শিখিপিঙ্কাস্বরী।
বিশোক পিতা। বিশারদী মাতা।^৬ ভৈরব পতি। অস্ত্র
নাম অমুরাধা। বাম-প্রথর স্বভাবা। শ্রীরাধা হইতে
সাতাইশ দিনের বড়।

(২) শ্রীবিশাখা—বিদ্যাৎবর্ণা। তারাবলী-বসনা। সুধার
ভগিনী, পারল পিতা। অটিলার ভগ্নি-কস্তা দক্ষিণা মাতা।
বাহিক পতি। ইহার স্বভাব প্রায় শ্রীরাধিকার মত এবং
শ্রীরাধার অন্যদিনে ইহার জন্ম হয়।

(৩) শ্রীচিত্রা—কাশ্মীরবর্ণা। কাচাস্বরী। চতুর পিতা।
চাৰ্ব্বিকা মাতা। পিঠর পতি। শ্রীরাধা হইতে পঁচিশ
দিনের ছোট।

(৪) শ্রীচম্পকলতা—ফুলচম্পকবর্ণা। চাঁদ-পঙ্কিবসনা।
আরাম পিতা। বাটিকা মাতা। চণ্ডাক পতি। শ্রীরাধা
হইতে একদিনের ছোট।

শ্রীশ্রেন্তজিচন্দ্রিকা

১২১

তুঙ্গবিভা ৭ ইন্দুরেখা ৮,

এই অষ্ট সখী লেখা

এবে কাহি নন্দসখীগণ ।

(৫) শ্রীমদদেবী—পদ্মকিঙ্করবর্ণা। অবাগ্ন্যবসনা।
রঙ্গসার পিতা। ককণা মাতা। বক্রেশ্বর পতি। এই
বক্রেশ্বর ললিতার পতি, ঠৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীরাধা
হইতে তিন দিনের ছোট ।

(৬) শ্রীমদদেবী—শ্রীমদদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী। হই ভগ্নী
সমস্ত, একগণ, এক স্বভাব। রক্তেশ্বর পতি। রক্তেশ্বর
বক্রেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হই ভগ্নীরই বাসপ্রথরা
স্বভাব ।

(৭) শ্রীতুঙ্গবিভা—কপূর-চন্দন-মিশ্র-কুঙ্কুমবর্ণা। পাণ্ডু
বৃদ্ধা। দক্ষিণ প্রথরা স্বভাব। পুঙ্কর পিতা। মেধা মাতা।
শ্রীরাধা হইতে পাঁচদিনের বড় ।

(৮) শ্রীইরেখা—হরিতালবর্ণা। দাড়িমদুগ্ধাধরা ।

১২২

সাধক-কণ্ঠহার

সাধিকার সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি,
 প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ ॥ ৫০ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
 অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুগানী ।

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি সঙ্গে,
 প্রেমসেবা করি কুতূহলী ॥ ৫১ ॥

এ সব অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা ১ নিব চাইয়া,
 ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ ।

রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
 বসতি করিব সখীমাক ॥ ৫২ ॥

সাগর পিতা । বেলা মাতা । দুর্বল পতি । দামপ্রথরা ।
 শ্রীরাধা হইতে তিন দিনের ছোট ।

১ । অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত ভালবাসার সহিত যে সেবা
 তাহার নামই প্রেমসেবা ।

* বৃন্দাবনে দুইজন,

চতুর্দিকে সখীগণ,

সময় বুঝিয়া রসসুখে । ১ ।

* এই কয়েকটি ত্রিগদীর দ্বারা রাগানুগাত্তজন অত্যন্ত
 লজ্জাপে অথচ বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । শ্রীগোস্বামীপাদ-
 সম্মত রাগানুগাত্তিকিয়ারা পরমতত্ত্ব ব্রহ্মবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্র-
 নন্দন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া বার ।
 পরিপূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণস্বাদ করিয়া শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ
 করিয়াছেন, আবার শ্রীসখীবৃন্দ সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-
 স্বাদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া সমধিক সুখী । সেই
 শ্রীসখীগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে
 থাকিয়া তাঁহাদের মত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই
 রাগানুগাত্ত ভজন । এই রাগানুগাত্ত ভজন, এই মনুষ্যশরীর
 দ্বারা কদাচ নিষ্কর হওয়া সম্ভব নহে । এই অল্প মনে ননে
 শ্রীকৃষ্ণরঞ্জিত প্রভৃতি তুল্য একটা মনোমগ্ন শরীর কল্পনা

১ । রস সুখে—ইহাদের প্রতি অমরাগ নিমিত্ত সুখে ।

সখীর ইঙ্গিত হবে,

চামর ঢুলাব কবে,

তাম্রল যোগাব চাঁদমুখে ॥৫৩॥

করিতে হয়। এই কল্পিত শরীরের নাম সিদ্ধদেহ। এই সিদ্ধ-
দেহ সাধকগণের তত্ত্ব-বিজ্ঞা ত্রীশ্বরূপদ্বয়সঙ্গে লাভ হইয়া
থাকে। সিদ্ধদেহ দ্বারা ব্রহ্মভূমিতে ত্রীশবীৰ্গে বাস করিয়া
ঊর্ধ্বাধার সহিত মিলিত হইয়া ত্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ সেবা
করিতে ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরাই সমর্থ হন। একারণ
ত্রীজীবগোস্থানীপাদ সিদ্ধদেহকে অন্তর্নিহিত তৎসাক্ষাৎ-
সেবোপযোগী দেহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাধকের
সাধনার অবসান হইয়া অর্জুদেহ নাশ হইলে, সিদ্ধদেহই
ত্রীব্রহ্মধামে জন্ম লাভ করিয়া ত্রীশবী নগরু নিত্য
বাস করতঃ নিত্য ত্রীগোবিন্দসেবা লাভ দ্বারায় কৃতার্থ
হইয়া যায়। অতএব এই মনঃকল্পিত দেহই 'পরম'
সত্য ॥ ৫৩—৫৬ ॥

শ্রীশ্রীমদভক্তিচন্দ্রিকা

১২৫

বুগল চরণ সেবি,

নিরন্তর এই ভাবি,

অমুরাগী থাকিব সদায় ।

সাধনে ভাবিব তাহা,

সিদ্ধদেহে পাব তাহা,

রাগপথের এই যে উপায় ॥ ৫৪ ॥

সাধনে যে ধন চাই,

সিদ্ধদেহে তাহা পাই,

পঞ্চাপক মাত্র সে বিচার ।

পাকিলে সে প্রেমভক্তি,

অপকে সাধন গতি,

ভকতি লক্ষণ ভবসার ॥ ৫৫ ॥

নরোত্তম দাস কর,

এই যেন মোর হয়,

১৮ ব্রহ্মপুরে অমুরাগে বাস ।

সখীগণ গণনাতে,

আমারে লিখিবে তাতে,

তবহি পূরব অভিলাষ ॥ ৫৬ ॥

১ সধীনাং সজিনীকুপামাআনং বাসনাময়ীম্ ।

আজ্ঞাসেবাংপরাং তত্ত্বজ্ঞপালকারভূষিতাং * ॥ ৫৭ ॥

১। সধীনাং শ্রীললিতা শ্রীকুপমজ্ঞান্যাদীনাং সজিনীকুপাং

আআনং ব্যায়েদ্বিতি শেবঃ। কিন্তুতাং আজ্ঞাসেবাংপরাং

আজ্ঞা তানামনুয্যাত্য সেবাংপরাং শ্রীরাধামাধবরৌরিত্তি শেবঃ।

পুনঃ কিন্তুতাং তত্ত্বজ্ঞপালকারভূষিতাং। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-

মনোহররূপেণ শ্রীরাধিকা নির্মাণ্যালঙ্কারেণ চ ভূষিতাং।

নির্মাণ্য মাণ্য-বসনান্তরণাস্ত দাস্ত ইত্যুক্তেঃ পুনঃ কিন্তুতাং।

বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীং। ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমোখর-

বিত্যাধিবৎ।

* আপনাকে সধীগণের সজিনী, সধীকিণের আজ্ঞার

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাংপরা এবং তাঁহাদের নির্মাণ্য বজ্রালঙ্কারে

বিভূষিতা গোপকিশোরীরূপে চিন্তা করিবে।

শ্রীশ্রেয়সভক্তিচন্দ্রিকা

১২

১ কৃষ্ণঃ স্রগ্ন জনকান্য শ্রেষ্ঠে নিম্নসমীহিতঃ ।

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদাগং ব্রজে নদা ॥ ৫৮ ॥

১। কৃষ্ণঃ স্রগ্নিতি । স্রগ্নশ্চাত্তরাগাহুগাহাং দুখ্য
 রাগস্য মনোধর্মহাৎ । শ্রেষ্ঠে নিম্নভাবোচিতলীলাবিলাসিন
 কৃষ্ণ বৃন্দাবনাধীশ্বরঃ । অস্য কৃষ্ণস্য জনক কীদৃশঃ নিম্ন
 সমীহিতঃ স্খাভিলষণীঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতা-বিশাখা-রূপ
 মঞ্জর্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিম্নসমীহিতশ্চেহপি উজ্জ্বলস্য উজ্জ
 ভাটৈকনিষ্ঠহাৎ নিম্নসমীহিত্বাধিক্যং । ব্রজেবাসমিতি
 অসামর্থ্যে মনসাপি সাধকশরীরেণ বাসং কুর্যাত্ । সিদ্ধশরীরে
 বাসস্তত্তরল্লোকার্হতঃ প্রাপ্ত এব ।

* নিম্নভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও তদী
 তাদৃশ পরিজনকে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-ললিতা-বিশাখা
 প্রভৃতিকে 'স্রগ্ন' করিতে করিতে তাঁহাদিগের কথার র
 হইয়া বর্মহ হইলে, যথাবস্থি শরীরে, অসমর্থ হইলে অশক্তি
 শরীরে সর্বদা ব্রজে বাস করিবে ॥ ৫৮ ॥

যুগলচরণ শ্রীতি,

পরম আনন্দ ভাষি,

রতি, প্রেমময় পরবন্ধে ১।

১। পরবন্ধে—প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ ভক্তজন-
বিরচিত প্রেমময় কথারাং মম রক্তির্ভবতু।

* যুগলচরণে যেন শ্রীতি থাকে, বেহেতু তখি তথায়
অর্থাৎ যে শ্রীতিতে পরমানন্দ লাভ হয়। প্রেমময় পরবন্ধে
রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ ভক্তজন বিরচিত প্রেমময়
অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যেন রতি
থাকে। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে পড়িয়া রসধাম
শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীরাধানাম উপায় অর্থাৎ সাধন করো—
করিবে।

ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে শ্রীতি এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ-
জনবিরচিত গ্রন্থে শ্রীতি এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণনামকীর্তন রাগামৃগা-
ভক্তির মুখ্য সাধন তাহা দেখাইলেন ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণনাম রাধানাম,

উপাসনা রসানাম,

১ চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৫৯ ॥

মনের স্মরণ প্রাণ,

মধুর মধুর ধাম,

যুগলবিলাস স্মৃতিসার ।

১। চরণে—রাধানামবয়োরিতি শেবঃ ।

• মনের প্রাণ স্মরণ । দেহ যেমন প্রাণ না থাকিলে
 বুধা হয়, সেইরূপ মনও স্মরণরূপ প্রাণ না থাকিলে বুধা হয় ।
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ স্থান, মধুর হইতে সুমধুর স্থান
 অর্থে, শ্রীকৃষ্ণাবনীর নিভৃত নিকুঞ্জ, কল্লতরুতলে যনিষোগগীঠ
 প্রভৃতি অথবা ধাম বলিতে শ্রীমূর্তি অর্থাৎ মধুর হইতে
 সুমধুর শ্রীযুগলরূপ । যুগলবিলাস—পাশাধেলা, জলকেলি,
 বনভ্রমণ, উভয়ের রহঃকেলি প্রভৃতি স্মরণই স্মরণেই সার ।
 ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ স্মরণীর বস্তু কিছু নাই । এইরূপ
 স্মরণকেই মননের প্রাণ স্বরূপ কহে । ইহা সাধ্য এবং ইহাই
 সাধন ।

সাধ্য সাধন এই.

ইহা বই আর নেই,

এই তত্ত্ব সর্ববিনিধি ১ সার ॥ ৬০ ॥

জলাদ-সুন্দর-কাঁতি,

২ মধুর মধুর ভাতি,

বৈদগ্ধি অবধি সুবেশ।

গীত-বসন-ধর,

আভরণ মণিবর, *

† মধুর চন্দ্রিকা করু কেশ ॥ ৬১ ॥

১। বিধিনাং—কর্তব্যোপদেশানাং সারঃ।

স্বর্ভব্যঃ সততং বিমুঃ বিশ্বকর্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্বো বিধিনিবেধাঃ স্যুরেতরোরেষ কিঙ্করাঃ ॥

২। মধুর মধুর—মধুরাদপি মধুরম্ অতিশয়মধুরমিত্যর্থঃ।

ইহার পর আর সাধ্যও নাই এবং সাধনও নাই, সুতরাং
এই তত্ত্ব সকল বিধিগার।

* মণিবর—কোত্তর।

† হঠাৎ মহানোহন, শ্রীবৃগলরূপ ও বৃগলবিলাস স্মৃতি
হওয়ার পরমানন্দময় তন্মাবুরী বর্ণনা করিতেছেন। মধুর

মৃগমদ-চন্দন,

কুকুম-বিলেপন,

মোহন-মুরতি-ভিরিভঙ্গ ।

১ নবীন কুম্ভমাবলী,

শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,

মধুলোভে ফিরে মত্তভঙ্গ ॥ ৬২ ॥

ঈষৎ মধুর স্মিত,

বৈদগধি-লীলামৃত,

লুবধল ব্রজবধুবন্দ ।

চরণকমল পর,

মণিময় নুপুর,

নবমণি বেন বালচন্দ্র ॥ ৬৩ ॥

১। নবীন-কুম্ভমাবল্যা মধুলোভেন মত্তভঙ্গঃ যন্ত সঙ্গীপে
ব্রমতীত্যর্থঃ ।

চন্দ্রিকা কর কেশ—ধিনি কেশে ময়ূরচন্দ্রিকা করিয়াছেন
অর্থাৎ চুড়ার ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন ।

নুপুর মুরলীধ্বনি,

১ কুলবধু মরালিনী

শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে ।

হৃদয়ে বাড়য়ে রতি,

২ যেন মিলে পতি সতী,

৩ কুলের ধরম গেল দূরে ॥ ৬৪ ॥

১। “কুলবধু মরালিনী” ২। “যেন মিলে পতি সতী”

৩। “কুলের ধরম গেল দূরে” এই কয়েকটি কথাবারা

ব্রজের কুলবধুগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেরণী বলিয়া এবং
শ্রীকৃষ্ণ আপন অনন্তপুত্রা নিত্য কান্তাগণের অন্ত পতি
আছে ভাবিয়া, আপনাকে তাঁহাদের উপপতি বলিয়া ভ্রান্ত
হইরাছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ আনন্দধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী
শক্তি। তাঁহারা শক্তি ও শক্তি-মস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের “স্বীয়
প্রেরণী হইলেও অঘটনঘটন-পটীরনী যোগমায়াপ্রভাবে
নিত্যপরকীয়া রমণী-অভিমানিনী হইরাছেন এবং অস্বাহত
জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণও নিজ ব্রজদেবীগণের উপপতি বলিয়া অভিমানী

হইয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কদাচ পুরুষান্তর চক্ষু
 দিয়াও অবলোকন করেন না এবং বাঁহারা তাঁহাদের পতিস্বত্ত্ব
 তাঁহারাও তাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পান না; অথচ
 শ্রীযোগমায়ী একরূপ অনির্বচনীয় প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন,
 বাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ, বাঁহাদের সঙ্গে কোন
 সংস্বব নাই, একরূপ পুরুষে পতি বলিয়া এবং স্বকীয় পতি
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে উপপতি বলিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন
 পুরুষে পতি জানিলেও তাঁহাদের সত্যতা বার নাই এবং
 শ্রীকৃষ্ণেরও পরদারিকতা হয় নাই। ব্রজবধূগণ যোগমায়ী
 প্রভাবে আপনাদিগকে অস্ত্র গোপের পত্নী বলিয়া জানেন
 এবং তাঁহাদের বদ্ববাক্যবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাই জানেন।
 সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিতে কুলধর্ম নষ্ট হইল বলিয়া জ্ঞান হয়
 এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে পর রমণী সঙ্গী বলিয়া মনে করেন।
 এ সকলই ভ্রম, কিন্তু এই ভ্রম অনাদিকাল হইতে একই
 ভাবে থাকিবে, ইহা শ্রীযোগমায়ী-কল্পিত ভ্রম; ইহা অজ্ঞান-
 কার্য্য নহে। এই ভ্রম-দ্বারা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিত্য

১৩৪

সাধক-কণ্ঠহার

নব নবান্নমান আনন্দরাশি উপভোগ করেন। সুতরাং
এই ভ্রমও সচ্চিদানন্দময়—চিৎশক্তির বৃত্তি। যথা শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃত—

পরকীর্ত্তাভাবে অতি রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা ইহার নাহি অস্ত্র বিকাশ।

এবং

“ব্রজবঙ্গগণে এই ভাব নিরবধি”

এবং

নেষ্টা বহুদিনি রসে কবিত্তিঃ পরোচ্চা

ভগ্নোকুলাবুজদৃশাং কুলমস্তরেণ। ইতি ভরতঃ

এ বিষয়ে বিশেষ আনিতে হইলে শ্রীব্রজহৃদ-ভাষ্যকার
শ্রীবলদেব বিদ্যাতৃষণ শ্রীভবমালাভাষ্যে বাহা সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ২৪ ॥

১ গোবিন্দ শরীর সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য ২;
 বৃন্দাবন ভূমি ভেজোময় ৩।
 ত্রিভুবন শোভাসার, হেন স্থান নাহি আর,
 বাহার স্মরণে প্রেম হয় ॥ ৬৫ ॥

১। শ্রীগোবিন্দের শরীর জীবৎ জড়ীয় নহে। সচ্চিদানন্দময় শরীর। সুতরাং গোবিন্দশরীর সত্য। এ শরীরের ধ্বংস নাই। ইহার প্রাগ্ভাব নাই। নিত্যই একভাবে নিত্যধামে বিরাজ করিতেছেন। জড়ীয় শরীরে যে সকল দোষ থাকে, শ্রীগোবিন্দের সচ্চিদানন্দময় শরীরে তাহার কিছুই নাই। এ বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ প্রভৃতি অমূলীন করিতে হইবে।

২। তাঁহার সেবক নিত্য অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নিত্য লীলাস্থিত পরিকরগণ গোবিন্দবৎ নিত্য পদার্থ।

৩। বৃন্দাবনভূমি ভেজোময় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন জ্যোতির্শ্বর, শ্রীবৃন্দাবনভূমি সেইরূপ জ্যোতির্শ্বর পদার্থ।

১৩৬

সাধক-কণ্ঠহার

শীতল কিরণ-কর,

কল্পতরু গুণধর,

ভরু লতা ছর ঋতু সেবা।

গোবিন্দ আনন্দময়,

নিকটে বনিতাচর,

মধুর বিহার অতি শোভা ॥ ৬৬ ॥

† ব্রজপুর-বনিতার,

চরণ আশ্রয় সার,

কর মন একান্ত করিয়া।

* শ্রীকৃষ্ণাবনয়ন বর্ণন করিতেছেন। শীতল কিরণ-কর—শীতল কিরণ অর্থাৎ চন্দ্র, সেই চন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত তরুলতাগণ, কল্পতরু গুণ ধরে এবং এককালে ছর ঋতুই শ্রীকৃষ্ণাবনের সেবা করে।

† সাধনের সার উপদেশ করিতেছেন—হে মন ! একান্ত করিয়া ব্রজপুর বনিতার চরণাশ্রয় সার কর। ইহা ভিন্ন আর বত কথা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবধুগণের অমুগত ভজন উপদেশ ব্যতীত আর বত উপদেশ বা বত অন্ত বার্তা, সে সকলই গুণগোল, তাহার মধ্যে বাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীশ্রেনমভক্তিচন্দ্রিকা

১৬৭

অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনহ ১ উত্তরোল,
 রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া ॥ ৬৭ ॥
 † পাপ পুণ্যময় দেহ,
 সকলি অনিত্য এহ,
 ধন জন সব মিছা ধন ।

১। উত্তরোল—উত্তরলঃ ।

* উত্তরোল—উচ্ছলিত প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া রাখ
 অর্থাৎ উচ্ছলিত হইতে উপক্রান্ত হইলে বহিস্পৃশের সম্ভাব
 প্রেম প্রকাশ করিও না। সাধকগণ প্রেমাবেগ বশতই ধারণা
 করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা ততই আনন্দ লাভ করিবেন।
 দ্বিতীয়তঃ প্রেম গোপনে রাখিলে কেহ প্রেমী বলিয়া সন্দেহ
 কাছে আসিয়া ভজন ভঙ্গ করিয়া, বিরক্ত করিতে পারে না।
 বলা শ্রীশ্রেনমসম্পূটে লিখিত আছে :—

প্রেমাদ্বারো ঝসিকরোঃ স্থিতদ্বাপ এব হৃদেন্দ্রভাসরতি
 নিশ্চল এব ভাতি । দ্বারাৎ পুনর্বদনতোপি বহিষ্কৃতশ্চৈবিকীতি
 শীঘ্রমথবালঘুতানুপৈতি ।

† কেহ বলিতে পারেন যে রাগাহুগানার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ

১৩৮

সাধক-কণ্ঠহার

আলোচনাই বধন প্রয়োজন, তখন তাহা ত্যাগ করিয়া, দেহাদির অনিত্যতা আলোচনার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, দেহে ও জীপুত্রধনজন প্রভৃতিতে অসক্তি থাকিলে রাগানুগামার্গে ত্রীরাধাকৃত ভজন কোন প্রকারে হয় না, একারণ ঐহিক সকল বস্তুই অনিত্য জানিতে হইবে। যাহারা শাস্ত্রবিচার ও সংস্কারের প্রভাবে, ত্রীভগবান্ ব্যতীত সকল বস্তুই অনিত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বিবরণভোগে ও বিবর্ণিদিগের সঙ্গে শরীরে ও জীপুত্রধনজনাদিতে অসক্তি হইয়া থাকে। একারণ মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিত্য বস্তুর অত্যন্ত মিথ্যা স্বপ্নে যাহারা সর্বদাই প্রাপঞ্চিক পদার্থ মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলে অসক্তি কহিতে থাকে। বিশেষতঃ, রাগানুগার অনুৎপন্নরতি-সাধক-গণের স্মরণ হইতে মন অপমৃত হইয়া বধনই দেহাদিতে আসক্ত হইবে, তখনই তাঁহারা যদি দেহাদির অনিত্যতা স্বপ্নে সজ্জনের সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে

শ্রীশ্রমভক্তিচন্দ্রিকা

১৩৯

মরিলে বাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,

তবু নিতি কর কার্য মন্দ ॥ ৬৮ ॥

রাজার যে রাজ্য পাট, হেন নাটুয়ার নাট,

দেখিতে দেখিতে কিছু নয় ।

হেন মারা করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,

* তাঁরে মন ! সদা কর ভয় ॥ ৬৯ ॥

পাপে না করিহ মন ! অশ্রম সে পাপীজন,

তারে মুই দূরে পরিহরি ।

স্মরণে মন প্রবিষ্ট হয় । এই কারণ উপকারক বলিয়াও সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ আলোচনা রাখিয়া প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনিত্যতা আলোচনার প্রয়োজন হয়, শ্রীঠাকুরমহাপ্রভু তাহা প্রতিপন্ন করিলেন ।

* তাঁরে মন ! সদা কর ভয়—অর্থাৎ হে মন তুমি —সেই পরমঈশ্বরকে সদা ভয় কর । যদি তাঁহাকে ভয় কর তাহা হইলে পাপে মন কখন বাইবে না । যেহেতু ঈশ্বরে বাহাদের ভয় নাই, তাহারাই পাপে প্রবৃত্ত হয় ।

১ পুণ্য যে স্থলের ধাম, তার না লইহ নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥ ৭০ ॥

২ প্রেমভক্তি স্থানিষি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত কারনিষিপ্রায় ।

১। পুণ্য শব্দে পারত্রিক ও বৈবরিকস্থলোৎপাদক কর্ম বিশেষ বুঝিতে হইবে পুণ্য—বৈবরিক স্থলের ধাম। এই কারণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করাও নিষেধ, কারণ, বিষয়াবিষ্টচিত্ত বাহারা, তাহাদের প্রেমভক্তির কথা ত' দূরে থাকুক, এমন কি শ্রীকৃষ্ণাবেশও তাহাদের চিন্তে নাই। যথা,—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিকৃাবেশঃ সুদূরতঃ ।

বাক্যলী দ্বিগ্গতং বস্ত্র ব্রজরৈন্দ্রীঃ কিমাপ্নুয়াৎ ॥

২। প্রেমভক্তি ব্যতীত, কর্ম-জ্ঞান যোগ ও বিদিত্তি

পর্য্যন্ত সকলই কারনিষি অর্থাৎ লবণসমুদ্র তুল্য ।

শ্রীশ্রীমত্তত্ত্বচন্দ্রিকা

১৪১

নিরন্তর স্তব পাবে, সকল সমাপ্ত বাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥ ৭১ ॥

১ অন্তের পরশ যেন,* নাহি কদাচিত্ ২ হেন
ইহাতে হইব সাবধান ।

রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই যে পরম ধ্যান,
† আর না করিহ পরমাণ ॥ ৭২ ॥

১ । অন্তের—যোগিত্তাসিকর্ম্মিজ্ঞানি প্রভৃতীনাং ।

২ । কদাচিত্—আপত্তপি যথা স্পর্শ ন ভবেৎ তথা
সাবধানো ভবামি ।

* অন্তের পরশ যেন—যোগী, ভ্রাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী,
প্রভৃতির স্পর্শ অর্থাৎ সংস্রব বাহাতে আপৎকালেও না হয়,
হেন—সেইরূপে সাবধান হইবে ।

† আর না করিহ পরমাণ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম গান ভিন্ন
অন্ত কোন প্রমাণ আর করিও না অর্থাৎ অন্ত কোন কিছু
স্থির করিতে বাইও না ।

কর্মীজ্ঞানী মিশ্রভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,
বিশুদ্ধ ভজন কর মন ।

অজ্ঞানের বেই রীত, তাহাতে ডুবাও চিত,
এই সে পরম তত্ত্বন ॥ ৭৩ ॥

* কর্মী অর্থাৎ কাম্য-কর্মাদি অনুষ্ঠানকারী, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীভগবৎপরিচর্যা-কর্মপরায়ণ মহানুভবগণ নহেন। জ্ঞানী অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবী, কিন্তু শ্রীভগবত্ত্বানুভবিতাগবতগণ নহেন। ইহাদিগকে কর্মী ও জ্ঞানী মধ্যে গণনা করিলে ঘোর অপরাধ হয়। কর্মী জ্ঞানী মিশ্রভক্ত—ইহার অর্থ এই যে বাহারা কাম্যকর্মাদির অনুষ্ঠানশীল, সেই কর্মীগণের মধ্যে এবং বাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মানুভব করেন, সেই জ্ঞানীদিগের মধ্যে কদাচিৎ যদি ভক্ত দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে মিশ্রভক্ত বলিয়া আনিতে হইবে। যদিও পরিণামে তাহাদের মধ্যে কাহারও শ্রদ্ধাভক্তি হইতে পারে, তথাপি তাহাদের সঙ্গে নিজের ভক্তি বৃদ্ধি হয় না বলিয়াই এই কথা কহিলেন।

শ্রীশ্রীমত্তত্ত্বচন্দ্রিকা

১৪৩

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা.

১ নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ ।

নৈষ্ঠিক করিয়া মন, ভজ রাজা শ্রীচরণ,
পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ ॥ ৭৪ ॥

রাধাকৃষ্ণ সেবন, একান্ত করিয়া মন,
চরণ কমল বলি যাঁউ ।

দৌহার নাম শুনি শুনি, ভক্তমুখে পুনিপুনি,
পরম আনন্দ মুখ পাঁউ ॥ ৭৫ ॥

হেম-গৌরী-ভস্ম-রাই, আঁখি দরশন চাই
২ রোদন করিব অভিলাষ ।

১। নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ—হরিনাম ও মন্ত্র এই দুইটা অভেদ পদার্থ জানিয়া অথবা—“নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ” ইত্যাদি প্রমাণ বলে নামরূপ মন্ত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা জানিয়া শুদ্ধভাবে অর্থাৎ কামবৃত্তি রহিত হইয়া প্রেমকথা আলাপ কর ।

২। রোদন করিব অভিলাষ—এই পাঠ প্রাচীন আদর্শ

১৪৪

সাধক-কঠোর

অলধর চর চর, অঙ্গ অতি মনোহর,
 রূপে ভুবন পরকাশ ॥ ৭৬ ॥

সধীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
 যে সেবা পরম সুখ ধরে ।

১ এই ভণে মনে মোর, এই রসে হৈয়া ভোর,
 নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭৭ ॥

রাধা কৃষ্ণ কর দ্যান, স্বপ্নেও না বল আন,
 প্রেম বিনা অ.ন নাহি চাউ ।

পুস্তকে আছে, কিন্তু অঙ্গ পুস্তকে 'সেবন করিব 'অভিলাষ'
 এই পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা অসঙ্গত ॥ ৭৬ ॥

যুগলকিশোর প্রেম,

যেন লক্ষবান-হেম,

১ আরতি পিরীতি রসে ধ্যাউ† ॥৭৮॥

১। আরতি পিরীতি রসে ধ্যাউ—আৰ্ত্ত্য। শ্রীতি সুখ-
স্বরূপত্বেন ধ্যানং কুরু। হে মনঃ ইতি শেষঃ।

* যেন লক্ষবান হেম—মালিন্য নিরূপণ করিয়া সুবর্ণ
শুদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্রপের নাম গ্রাম্য ভাষায়
বান বলে। যতবার অগ্নিতে স্বর্ণ নিক্ষিপ্ত হয়, সুবর্ণকে তত
বান বলে। উর্দ্ধসংখ্যা ১ পাঁচ বান মাত্র সুবর্ণ হইতে
পারে; প্রত্যেক বানে সুবর্ণের অধিকাধিক উজ্জলতা ও
শুদ্ধি হয়। লক্ষবান হেম এই বিশেষণ অনুপমতা বাচক।
শ্রীযুগল কিশোরের প্রেম এতই বিশুদ্ধ ও এতই উজ্জল, যে
তাহার উপমা নাই। স্বর্ণও লক্ষবান হয় না, শ্রীরাধা-
মাধবের প্রেমেরও উপমা হয় না।

† আরতি পিরীতি রসে ধ্যাউ—আৰ্ত্তির সহিত প্রেম-
নন্দে ধ্যান কর।

১৪৬

সাধক-কঠোর

জল বিনু যেন মীন, দ্বন্দ্ব পায় আনুহীন,
 প্রেম বিনু এই মত ভক্ত ।

* চাতক জলদগতি, একান্ত † একান্ত রীতি,
 জানে যেই সেই অনুরক্ত ॥ ৭৯ ॥

লুবধ ভ্রমর যেন, চকোরচন্দ্রিকা তেন,
 পতিব্রতাজন যেন পতি ।

অশ্রু না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
 এই মত প্রেম ভক্তি রীতি ॥ ৮০ ॥

* চাতক জলদ গতি ইত্যাদি অর্থে—পিপাসায় মরিলেও
 চাতকগণ যেমত জল ব্যতীত যেমন অন্য কোন নদ নদীর
 জলপান করে না। একান্তগণেরও এই রীতি। অর্থাৎ
 ঐকান্তিককালেও শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য কাহারও
 কৃপা একান্তগণ অপেক্ষা করেন না।

† একান্ত না হইলে শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম

১৪৮

সাধক-কণ্ঠহার

গোবিন্দ বিমুখজনে, স্মৃতি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ ৮২ ॥

অজ্ঞান বিমুখ যত, নাহি লয় সত্, যত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।

* অভিমানী ভক্তিহীন, জগন্নাথে সেই দীন,
বুধা তার অশেষ ভাবনা ॥ ৮৪ ॥

আর সব পরিহরি, পরম নাগর হরি,
সেব মন। প্রেম করি আশ।

১ এক ব্রজরাজপুরে, গোবিন্দ রসিকবরে,
করহ সদাই অভিলাষ ॥ ৮৪ ॥

১। এক ব্রজরাজপুরে—ব্রজমণ্ডল ইত্যর্থঃ।

* অভিমানী ভক্তিহীন—যে জন দিগ্ভাষনাদির অভি-
মানে মত্ত সেই জন ভক্তিহীন, অতএব. সেই জগন্নাথে দীন
অর্থাৎ হুণী।

ত্ৰিপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

১৪৯

নরোত্তম দাস কহে,

সদা মোর প্রাণ দহে

* হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া ।

অভাগ্যের নাহি গুর, †

মিছাই হইলু ভোর,

দুঃখ রহ ‡ অন্তরে জাগিয়া ॥ ৮৫ ॥

১ বচনের অগোচর,

বৃন্দাবন লীলা স্থল,

স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দধন ।

১। বৃন্দাবন বিধিনিষ্টি বচনের অগোচর ইত্যাদি ।
বচনের অগোচর—অনির্কচনীয়া, নির্কল্পমশ্যামিত্যর্থঃ ।

* হেন ভক্ত—বাহার পূর্বোক্ত প্রকারের মহাভাগবত ।

† গুর—সীমা ।

‡ রহ—রহিল ।

১৫০

সাধক-কণ্ঠহার

* বাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥

* বাহাতে প্রকট সুখ ইত্যাদি ত্রিপদীর অর্থ আপাততঃ
বোধ হয়, যে নিত্যলীলার মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে জরা মৃত্যু
প্রভৃতি দুঃখ নাই এবং সর্বদা সুখ বিরাজিত রহিয়াছে
কিন্তু এক্ষণে আমরা চর্তুচক্ষে যে বৃন্দাবন দেখিতে পাই,
তাহাতে মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ আছে এবং সুখও সর্বদা নাই,
বহিদৃষ্টিতে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা
জানা যায়, বৃন্দাবনের সর্বদিকে সুখ প্রকটিত রহিয়াছে
এবং তথায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি কোন দুঃখ নাই। যদি কেহ
বলেন, এখানকার শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের ত স্পষ্টই জরা
মৃত্যু হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে দৃষ্টমান বৃন্দাবনে
জরা-মৃত্যু নাই কেমন করিয়া বলিতেছেন? ইহার উত্তর
এই, ব্রজবাসী সকলের যে জরা মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহা জরা মৃত্যু নহে। কোন ব্রজবাসীর জরাও

শ্রীশ্রেনভক্তিচন্দ্রিকা

১৫১

১ রাধাকৃষ্ণ । দুঁহ প্রেম, * লক্ষবান যেন হেম,
২ বাহার হিলোল রসসিদ্ধু ।

১। যুবরোমুখচন্দ্ররোশকোররিব যে নরনে তরো:
'প্রেমানং রতি কার্মো ধ্যায়তঃ ।

২। বাহার হিলোল ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনস্য লীলারস
এবু সিদ্ধুস্তত্ত্ব তঁরঙ্গরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণরোঃ প্রেমা ।

নাই এবং মৃত্যুও নাই । তাহা কেবল বহিস্মুখগণ শ্রীবৃন্দাবন-
বাসিগণের . জরামৃত্যু না দেখে, তাহা হইলে তাহারা
সকলে . শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়া অমর হইলে, বহিস্মুখ-মত
. লোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভক্তিরও উৎকর্ষ থাকে না
সেইরূপ বহিস্মুখ মত (অর্থাৎ হরিভক্তি ব্যতীত অন্তমত)
না থাকিলে 'ভক্তির উৎকর্ষ হয় না । সুতরাং ভক্ত

* রাধাকৃষ্ণ . দুঁহ প্রেম—বৃন্দাবনের লীলারসসিদ্ধুর
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম ।

১৫২

সাধক-কণ্ঠহার

চকোর নয়ন-প্রেম, ১ কাম রতি করে ধ্যান,
 পীরিতি সুখের দুঁহ বন্ধু ॥ ৮৭ ॥

রাধিকা প্রেমসীবরা, বামা দিক্ মনোহরা,
 কনক কেশর কান্তি ধরে ।

বিশেষের চমৎকার অল্প শ্রীব্রজে মারিক জরামৃত্যু দেখা
 যায়। ব্রজবাসী এবং ব্রজধামকে প্রাকৃত সাম্য দেখিলে
 কাহারও কোনকালে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না।

১। জোমাদের দুইজনের মুখচন্দ্রের চকোরের স্তায় যে
 দুই জনের, নয়ন তাহাদের প্রেম—শ্রীতিবিশেষ কাম ও রতি
 ধ্যান করিতেছে। ইহা দ্বারা মদন-মোহনরূপ বর্ণিত হইল।

২। বামা—বামদেবতা। দিক্‌মনোহরা—দশদিক্‌শি
 হাবর অঙ্গমের মনোহরা। ‘বামদিকে’ এইরূপ পাঠও
 হুজাপি দৃষ্ট হয়।

ইহা শ্রীবৃহত্তাগবতামৃতে বিবৃত আছেন।

১ অমুরাগে রক্ত সাড়ী, ২ নীলপট্ট মনোহারী

মণিময় আভরণ পরে ॥ ৮৮ ॥

করয়ে লোচন পান ৩, রূপ-লীলা দুঁহ গান,

আনন্দে মগন সহচরী ।

বেদবিধি অগোচর, রতন বেদির পর,

মে নিতি কিশোরী ॥ ৮৯ ॥

দুর্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন ?

কি লাগি মরহ ভববন্ধে ।

১ । অমুরাগ হেতু ।

২ । নীলপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ সাড়ী ।

৩ । ‘লোচন পান’—রূপামৃত লোচনদ্বারা পান করিয়া

এবং রূপ লীলা গান করিয়া সহচরীগণ আনন্দে মগ্ন হন ।

• ইহা দ্বারা সধীগণের রাধাকৃষ্ণে পরম নিঃস্বার্থ প্রীতি ব্যক্ত

হইল ।

ছাড় অণু ক্রিয়া কর্ম, নাহি দেহ বেদধর্ম,

ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দে ॥ ৯০ ॥

বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,

কৃষ্ণচন্দ্র-চরণ-সুখসার ।

স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,

সর্বনাশ জনম বিকার ॥ ৯১ ॥

১ দেহ না করিহ আস্থা, মরিলে যে বস শাস্তী,

† দুঃখের সমুদ্র কর্মগতি ।

দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্র মত বজ,

যুগল চরণে কর রতি ॥ ৯২ ॥

১। দেহে না করিহ আস্থা—দেহেহেন্নিন্ আস্থাং না

কুরু । দেহাভিমানং নাকুর্বিভ্যর্থ ।

† ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন শারিক পদার্থে অনিত্যতা

ও দুর্গাহতা দেখাইলেন ।

জ্ঞান-কাণ্ড কর্ম-কাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,

অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।

নানা বোনি সদা ফিরে, * কদর্য্য ভক্ষণ করে

তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥১৩॥

† রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অণু দেবে বলে পতি,

প্রেমভক্তি-রীতি নাহি জানে ।

নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,

বুধা তার এ ছার ‡ জীবনে ॥১৪॥

* কদর্য্য ভক্ষণ করে—কর্মকাণ্ডে আসক্ত হইলে পুনঃ
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তন্মিন্ত কদর্য্য ভক্ষণ করিতে
হয়। অতএব হে মন! তুমি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে
আসক্ত হইও না ।

† শ্রীরাধাকৃষ্ণে তত্ত্বহীনের গতি বলিতেছেন ।

‡ ছার—তুচ্ছ ।

জ্ঞান কৰ্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিবোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান ।

তার কথা নাহি শুনি, ১ পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥১৫॥

† অগৎ ব্যাপক হরি, অজ্ঞ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মুরতি লীলাকথা ।

এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্বদা ॥ ১৬ ॥

১। নাহি শুনি—শ্রবণং ন কুর্যাম্ ।

২। পরমার্থ তত্ত্ব জানি—পরমার্থ তত্ত্বং জ্ঞাতব্যম্ ।

† “অগৎ ব্যাপক হরি...ব্রজপুরে বসতি করিয়া”—

ইহা দ্বারা শ্রীরাগাচ্যুতীর সাধকদিগের সঙ্গ করিবার যোগ্য কে
তাহা বলিতেছেন ।

রসিক ভকত সঙ্গে, রহিব গীর্জাভিঃ-সঙ্গে,
 ব্রজপুরে বসতি করিলা ॥ ৯৭ ॥

শ্রীগুরু ভକत জন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে ৩।

তাহার চরণে মন,

৪ সখীর সর্ববধা৫ মত, হইয়া তাহার যুথ,৬
সঁদাই বিহরে৭ অঙ্গপুরে ॥ ৯৮ ॥

- ১। ভয় তাঁরে—শ্রীকৃষ্ণ ভয়।

- ୨ । ମୌରୀତିରଜେ—ସୁଗମପ୍ରେମକଥାରଜେନ ।

- ୩ । କଥା ଅନୁସାରେ—ନାଜ୍ଜ କଥା ଅନୁସାରେ ।

- ৪। স্বয়ং কি প্রকারে সাধন করিবে, তাহা বলিতেছেন

—“जथोर.....नरोत्तम दाज” ।

- ୧। ଜର୍ଜରା—ଜର୍ଜରାପ୍ରକାରେ ଜନ୍ମିତ ମତ ଜନ୍ମିବୁଦ୍ଧବଞ୍ଚିନୀ

অর্থাৎ সিদ্ধদেহ হইরা সদাই ব্রহ্মপুরে বিহার করিব।

- ৬। তাহার বৃথ—সখীনাং বৃথবর্জিনী ভূষা।

- ৭। বিহরে—বিহারং কুৰ্ঘ্যাং

লীলারস সঙ্গ গান,

যুগলকিশোর প্রাণ,

প্রার্থনা করিব অভিলাষ ।

জীবনে মরণে এই,

আর কিছু নাই চাই,

কহে দীন নরোত্তমদাস ॥ ৯৯ ॥

আন কথা না বলিব,

আন কথা না শুনিব,

সকলি করিব পরমার্থ ১ ।

প্রার্থনা করিব সঙ্গ,

লালসা অতীত কথা,

ইহা বিনা সকলি অনর্থ * ॥ ১০০ ॥

১ । পরমার্থ—শ্রীকৃষ্ণভক্তি: ।

* লীলাবিষ্ট ভক্তের বাউষ্টলীলাহুশীলন ব্যতীত । আর
বাহ্য অর্থাৎ ভাল মন্দ কথা উপস্থিত হয়, তাহা সকলই ।

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত
অনন্ত অপার কেবা জানে ।

ভজপুরে প্রেম সত্য, এই যে পরম তত্ত্ব,
ভজ ভজ অনুরাগ মনে ॥১০১॥

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, ১ পরম আনন্দকন্দ,
পরিবার-গোপ-গোপী সঙ্গে ।

অনন্ত লীলাবেশকালে তত্ত্বালোচনা করিতে
গেলে স্বাভীষ্ট লীলাস্বাদনমুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়
বলিয়া, “ঈশ্বরের তত্ত্ব ইত্যাদি” । কিন্তু বলিতেছেন,
তত্ত্বালোচনা নিষিদ্ধ নহে, তাহা হইলে “জগৎব্যাপক
হরি, আত্ম ভব আত্মাকারী”, ইত্যাদি বহুস্থানের সঙ্গে
বিরোধ হয় ।

১। “পরম আনন্দকন্দ” স্থানে ‘সত্যরূপ রসকন্দ’ এ
পাঠও দেখা যায়, কিন্তু এই পাঠই সঙ্গত ।

২। কন্দ—বুল ।

गिरिधारी शंकर नाथ,

সবী সঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে ॥ ১০২ ॥

প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই,

তোমারে কহিনু ভাই,

ଆତ୍ମ ଦୁର୍ବଳାଜନା ପରିହରା ।

শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই,

এ সব ভঞ্জন পাই,

প্রেমভক্তি সখী অনুচরী ॥ ১০৩ ॥

સાર્થક ઉચ્ચન પદ,

সাধুসঙ্গে অবিন্দত,

ਸ਼੍ਰਾବਣ ਭਜਨ ਕ੍ਰਿਤ-ਕਥਾ: ੨ ।

১। শ্রীশঙ্কর-চরণ-স্নান কর্তব্য পূর্বক তাঁহার সেবা ব্যতীত
প্রেমভক্তি কখনই লাভ হয় না, এ নিমিত্ত কহিতেছেন,
“শ্রীশঙ্কর প্রসাদে ভাই” ইত্যাদি।

২। অন্ন ভক্ষন কৃষ্ণকথা অন্ন ও কৃষ্ণকথা অর্থাৎ
কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্তনই ভক্ষন, ইহা ঐকান্তিককৃত্য।
“ঐকান্তিকতাং গতানন্ত ত্রিক্ষণচরণাজনোঃ কর্তনঅন্নপে
প্রাপ্ত কৃত্যবত্তমরোচতে।”

১ প্রেমভক্তি হয় যদি

তবে হয় মনশুদ্ধি

তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ ১০৪ ॥

বিষয় বিপত্তি জান,

সংসার স্বপন মান,

নরতমু ভঞ্জনের মূল ।

অনুরাগ ভজ সদা,

প্রেমভাবে লীলাকথা,

আরু যত হৃদয়ের শূল ২ ॥ ১০৫ ॥

। প্রেমভক্তি হয় যদি ইত্যাদি ।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূতিরিদ্ভকং বিকোঃ

শ্রদ্ধাবিতোহনুশূণ্যাদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগনাশপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ১০৪ ॥

২। আর যত হৃদয়ের শূল—স্বর্ণাবিষ্ট ভক্ত
প্রেমভাবে স্বাভীষ্ট লীলাকথাই স্বর্ণের প্রধান উপাদান
কারণ তদ্ব্যতীত আর বাহ্য কিছু সবই হৃদয়ের শূলভূত ।

১৬২

সামক-কণ্ঠহার

রাধিকা-চরণ-রেণু,

ভূষণ করিলা তমু

অনারাসে পাবে গিরিধারী ।

রাধিকাচরণাশ্রয়,

যে করে সে মহাশয়,

তারে খুই যাই বলিহারী ॥ ১০৬ ॥

জয় জয় রাধানাম,

বৃন্দাবন যার ধাম,

কৃষ্ণমুখ বিলাসের নিধি ।

হেন রাধা-গুণ-গান,

না শুনিল মোর কাণ,

বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ ১০৭ ॥

১ তার ভক্তসঙ্গে সদা,

রসলীলা প্রেমকথা,

যে করে সে পায় ঘনশ্রাম ।

১। তার ভক্তসঙ্গে ইত্যাদি—শ্রীরাধিকার ভক্তসঙ্গে
যে ব্যক্তি রসময় লীলাকথা ও প্রেমকথা অর্থাৎ শ্রীরাধার
প্রেমসম্বন্ধসূচক কথা করে অর্থাৎ—আলাপ করে, সে
ঘনশ্রাম অর্থাৎ লাভ করে। ইহাতে কেহ বলিতে

ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নেই,
না শুনিরে তার যেন নাম ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,
রাধানাম-থানে কৃষ্ণচন্দ্র ।

সংক্ষেপে কহিনু কথা, যুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অলু কথা ধন্দ ॥ ১০৯ ॥

পারেন, শ্রীরাধিকাভজন করিয়া। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া
কিন্তু কত সহজ? যেহেতু, যে দেবতার ভজন করা হয়,
তাঁহাকেই পাওয়া শাস্ত্রসম্মত! ইহার উত্তর শ্রীরাধিকা-
ভজনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতম ভজন। ইহা শ্রীবৃহত্তাগবতায়ুত
প্রভৃতি শ্রীগোষাঙ্গগ্রন্থে সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। এ কারণ,
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহিতেছেন, “যে করে সে পায় বনভ্রাম”
শ্রীরাধিকাভক্ত শব্দের অর্থ বাহারা সিদ্ধদেহে শ্রীরাধিকার
দ্রাসী অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে। কিন্তু
সত্য শ্রীরাধা উপাসক নহে।

১ অহঙ্কার অভিমান, ২ অসৎ সঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম ।

কর আত্মনিবেদন, দেহ, গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহৎ ॥ ১১০ ॥

১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রতি মতি তারে সেব,
† প্রেম বল্লভরূপদাতা ।

১। "বিজ্ঞানাগার-কুলাভিমানিনো
দেহাদি-দারাদ্বন্দ্ব-নিত্যবুদ্ধয়ঃ ।
ইষ্টান্তদেৱান্ কলকাজিনো যে
জীৱন্ত্যন্তে ন মতন্তে কেশবম্" ॥

২। "ততোহুঃসঙ্গমুৎসাহ্য সৎস্ব. মজ্জিত
বুদ্ধিমানিতি" । শ্রীমদ্ভাগবতোক্তঃ ।

• শ্রীশ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগতি ব্যতীত

† পাঠান্তর—প্রেমকল্পতরুর-দাতা ।

* গুপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্তে সদা ।

করি হরি সঙ্কীৰ্তন, সদাই আনন্দ মন,
কৃষ্ণ বিনা আর সব বাধা ॥ ১১৪ ॥

সংসার-বাটয়ারে, কাম-কাঁসি বাকি মোরে,
† ফুকার করহ হরিদাসঃ ।

১। অসচ্চেষ্টা-কষ্টগ্রহ বিকট-পাশালিভিরিহ
একানং কানাদি-একট-পরিপাতব্যতিকরৈঃ ।
গলে বদ্ধান্তেহহমিতি বকতিৎবদ্বর্ণপগণে
কুৰু স্বং ফুংকারং নরতি স যথা স্বাং মন ইত্যঃ ॥

* গোপনে সিদ্ধি সাধিবে— অর্থাৎ সিদ্ধদেহে
ঐশ্বর্যবাক্কের প্রেমসেবা করিবে। তদবস্থার বাঁহা
কিছু অসুভব হয়, তাহা বাহ্যর তাহার নিকট বলিবে

† হরিদাস বলিয়া ফুংকার করে ।

* পাঠান্তর—ফকারে কহরে হরিদাস ।

১৬৮

সাধক-কণ্ঠহার

যদি জন্ম হয় পুনঃ,

তার সঙ্গ হয় যেন,

তবে নরোত্তম হয় খণ্ড ॥ ১১৭ ॥

আপন ভজন কথা,

না কহিব যথা তথা,

ইহাতে হইব সাবধান ।

না করিব কেহ রোষ,

না লইব কেহ দোষ,

প্রথম ভক্তের চরণ ॥ ১১৮ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মোরে যে বলান বাণী,

তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি ।

লোকনাথ প্রভুপদ জদরে বিলাস,

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

সমাপ্ত ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা

(:)

সংপ্রার্থনাম্রিকা

গৌরাজ বলিতে হবে পুনক শরীর ।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি ১ ।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ২ ॥

১। আকুতি—ব্যগ্রতা ।

২। 'যুগলপিরীতি'—প্রীতিমাধবের পরম্পরের প্রেম ।

১৭০

সাধক-কঠোর

রূপ রঘুনাথ পদে রহ মোর আশ ।

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

(২)

দৈন্যবোধিকা

হরি ! হরি ! কি মোর করমগতি মন্দ

অঙ্গে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিষ্যু ১তিল আশ,

না বুঝিষ্যু রাগের সম্বন্ধ ২ ॥

এই প্রেমবোধ অত্যন্ত দুর্লভ । ইহা বুঝিলে জীবের ইতর
 মনে বিরক্তি অয়ে এবং তৃপ্তি ও নিবৃত্তি লাভ হয় । এই
 কারণ প্রার্থনা করিলেন, 'কবে হাম' ইত্যাদি ।

১ । পাঠান্তর—সেবিদ্যু ।

২ । 'রাগের সম্বন্ধ'—ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টে-
 তার নাম রাগ, তাহার সম্বন্ধ—সংযোগ অর্থাৎ শ্রীরাধা
 প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ রাগবশতঃ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ
 লাভ করেন তাহা বুঝিলাম না । কিম্বা রাগের সম্বন্ধ

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৭১

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টরূপ,

ভূগর্ভ ত্রীজীব লোকনাথ ।

ইহা সবার পাদপদ্ম, না সেবিলু তিল আশ,

আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত যাব,

যেহো কৈল চৈতন্যচরিত ।

গৌর-গোবিন্দনীলা, শুনিতে গলরে শিলা,

জাহাতে না হৈল যে র চিত ॥

রাগানুগা ভক্তির কুটুম্বিতা অর্থাৎ ইষ্টবস্ত্র ত্রীকণ্ঠে 'বাহাদেব
পরশাবিষ্টতা' তাঁহাদের পরম্পরের যে কুটুম্বিতা—কুটুম্ব-
বৎ প্রীতি অর্থাৎ সজাতীয় রসজ্ঞ ভক্তজনে প্রীতি বুঝিলাম
না । তাহাই বলিতেছেন, 'স্বরূপ রূপ সনাতন' ইত্যাদি ।
অর্থাৎ রাগের সম্বন্ধ বুঝিলে ইহাদিগের সেবা করিতাম ।

১৭২

সামক-কণ্ঠহার

সে সব ভক্ত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,

তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস ।

কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোড়াইনু বধা,

যিক যিক নরোত্তম দাস ॥

(৩)

সম্ভার্নাথিকা

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে ।

দৌহ অতি রসময়, সুরুণ হৃদয়

অবধান কর নাথ ! মোরে ॥

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র ! গোপীজন-বল্লভ !

হে কৃষ্ণপ্রেমসী-শিরোমণি !

হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,

শুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥

১। "হেমগৌরী".....জুড়ায় পরাণী। 'হেমগৌরী'....

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৭৩

১ অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণা মনে,

ত্রিভুবনে এ যশঃ খেলাতি ।

শুনিয়া সাধুর মুখে . শরণ লইলু স্মৃথে,

উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥

জয় রাধে ! জয় কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে !

স্বর্ণগৌরী শ্রীরাধা । 'শ্রামাগার'—শ্রামকলেবর শ্রীকৃষ্ণ ;

শ্রবণে পরশ পার' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ রূপের বার্তা কর্ণে প্রবিষ্ট

হইরাছে । 'গুণ গুনি'—শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ গুনি । 'পরানী'

—প্রাণ । 'জুড়ার'—শীতল হয় ।

১। 'অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে'—

অধম দুর্গতিজনের প্রতি তোমাদের কেবল করুণাময়

মন ।

১৭৪

সাধক-কণ্ঠহার

১ অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দৌহে পুরাও মন সাথে ॥

(৪)

স্বাভীষ্ট লালসা

হরি ! হরি ! হেন দিন হইবে আমার ।
তুঁছ অঙ্গ পরশিব, তুঁছ অঙ্গ নিরশিব,
সেবন করিব দৌহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা কুলে ।
কনকসম্পূট ২ করি, কপূর তাম্বুল পুরি,
বোণাইব অধর যুগলে ॥

১ । পাঠান্তর—অঞ্জলি মস্তকে ধরো, নরোত্তমদাসে হেরো,
এইবার পুরাও মন সাথে ॥

২ । 'কনকসম্পূট'—লোণার ডিবা ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৭৫

স্বাধাক্ষ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,

এই মোর জীবন উপায় ১।

জন্ম পতিতপাবন ২, দেহ মোরে এই ধন,

তোমা বিনা অণু নাহি তার ॥

শ্রীগুরু করুণাসিদ্ধ, অধম জনার বন্ধু,

লোকনাথ লোকের জীবন।

হা! হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,

নরোত্তম লইল শরণ ॥

১। 'জীবন উপায়'—জীবাতু—প্রাণ থাকিবার সামগ্রী।

২। শ্রীস্বাধাক্ষের প্রেমসেবা শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত
অসম্ভব, এই কারণ শ্রীনিজগুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপাদের
অসীম করুণা মনে হওয়ার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

'জন্ম পতিতপাবন...নরোত্তম লইল শরণ' এই অংশ অর্ধ-
বাহুদশার উক্তি।

১৭৬

সাধক-কণ্ঠহার

(৫)

দৈন্যবোধিকা

হরি ! হরি ! বিকলে জনম গোড়াইনু ।

যস্য জন্ম পাইয়া, রাখাক্ষ না ভজিয়া,

জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

গোলোকের প্রেমধন ১, হরি নাম সঙ্গীর্জন,

রতি না জন্মিল কেনে তার ।

সংসার বিধানলে২, দিবানিশি হিয়া জলে,

জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥

অজ্ঞানমনন যেই, শচীশ্রুত হইল সেই,

বলরাম হইল নিতাই ।

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,

তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥

১ । পাঠান্তর—গোলোকের প্রাণধন ।

২ । পাঠান্তর—সংসার—বিবদানলে ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা . ১৭৭

হা হা প্রভু নন্দমুখ ! বৃষভানুস্রুতাবৃত,
করুণা করহ এইবার ।

নরোত্তম দাস কর, না ঠেলিহ রাজাপার,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

(৬)

সাধকদেহোচিত লালসা

“হরি ! হরি !” কবে মোর হইবে হৃদিন ।
ভজিব সে রাখাক্ষ হৈঞা প্রেমাবীন ॥
স্বপ্নে মিশাঞা গাব সুমধুর তান ।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ গান ॥
‘রাখিকা গোবিন্দ’ বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে ।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নরনের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন ।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীবজীবন ॥

১৭৮

সাধক-কণ্ঠহার

এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা ।
 সখ্যভাবে মোর প্রভু হুবলাদি সখা ॥
 সব মিলি কর দয়া পুরুষ মোর আশ ।
 প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(১)

দৈত্বেবোধিকা

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এইজন করে ।

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র,

পরম আনন্দকন্দ,

গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ১ ॥

১। 'দেখ মোরে'—আমার প্রতি দৃষ্টি কর ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৭৯

তুমি প্রিয় পদসেবা, এই ঘন ঘোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি ।

১পরম মঙ্গল বশে, শ্রবণ পরশ রসে,
কারণ কিবা কাষ নহে সিদ্ধি ॥

দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষম মতি,
তুমি বিস্মরণ শেল বুকে ।

জয় জয় তমু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়েন্তে মরণ-ভেল দুঃখে ॥

১। 'পরম মঙ্গল'...কিবা কাষ নহে সিদ্ধি' তোমার পরম মঙ্গল বশঃ—শরীরাদির সদৃশ গাতি, তাহার শ্রবণ পরশ রস—কর্ণে স্পর্শ নিমিত্ত আনন্দ, তাহা দ্বারা কারণ কিবা কার্য সিদ্ধি নহে? অর্থাৎ তোমার পরম মঙ্গল বশঃ কর্ণে স্পর্শ হইয়া আনন্দ প্রাপ্তি মাত্রই সকলের সকল কার্য সিদ্ধি হয় ।

১৮০

সাধক-কণ্ঠহার

মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে ॥

(৮)

দৈন্যবোধিকা

গোবিন্দ ! গোপীনাথ ! কৃপা করি রাখ নিজ পদে
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ।

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে ।

অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
১ ভ্রমিয়া বুলিয়ে ধরে ধরে ॥

১। 'ভ্রমিয়া'—ঘুরিয়া। 'বুলিয়ে'—বেড়াই, পর্যটন করি।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৮১

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,

কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া ।

দৈব মায়ী বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,

ভবকুপে দিলেক ডারিয়া ॥

পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,

টানিয়া তুলহ ব্রজধামে ।

তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল, ১

কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

১। পাঠান্তর—নতুবা পরাণ গেল, 'নহে বোল ফুরাইল'

—নহিলে বলা শেষ হইল !

১৮২

সাধক-কর্ত্তহার

(৯)

দৈত্বেবোধিকা

১ মোর প্রভু মদন গোপাল ।

গোবিন্দ গোপীনাথ,

দয়া কর মুক্তি অধমেরে ।

সংসার-সাগর মাঝে,

পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,

কুপাড়োরে বান্ধি লহ মোরে ॥

১। পাঠান্তর—

পতিতপাবন প্রভু মদনগোপাল ।

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,

তুমি অনাথের নাথ,

দয়া কর প্রভু এই অধমেরে ।

সংসার সাগর ঘোরে,

‘পড়িয়াছি’ এইবারে,

কুপাড়োরে বান্ধি লহ মোরে ॥

শ্রীনরোত্তমদাল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৮৩

অথম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,

শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে ।

এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে,

বংশীবট যেন দেখি মুখে ॥

কৃপা করি 'আগু গুরি, ১ লহ মোরে কেশে ধরি,

শ্রীষমুনা দেহ পদছায়া ।

অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,

দয়া কর না করহ মারা ॥ ২ ॥

১। পাঠান্তর—আগুগুরি। 'আগুগুরি'—গুরি মারিয়া অগ্রসর হইয়া। অর্থাৎ আমি অত্যন্ত পতিত, আমাকে কৃপা করিতে যদি কেহ দেখে, তবে নিবেদন করিবে, এই নিমিত্ত শুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইয়া কৃপা কর।

২। 'মারা'—কপটতা।

১৮৪ .

সাহক-কণ্ঠহার

অনিত্য এ দেহ বরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয় ।

নরোত্তম দাস ভনে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রহ্ম প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

(১০)

স্বনিষ্ঠা

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।

অবৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তুর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম ।

বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আশ্বাদনে,
মধ্যস্থ ক্রীতগবত পুদ্গাণ ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৮৫

বৈষ্ণবের উচ্ছ্রিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,

বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস ।

বৃন্দাবনে চৌতারা,^১ তাহে মোর মন ঘেরা,^২

কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

(১১)

মনঃশিক্ষা

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,

যে ছায়ার জীবন ও জুড়ায় ।

হেন নিতাই বিনে ভাই ৪, রাখাক্ষণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পার ॥

১। 'চৌতারা'—চত্বর রঙ্গস্থল অর্থাৎ রাসনৃত্যের রঙ্গভূমি ।

২। পাঠান্তর—ভোরা ।

৩। পাঠান্তর—অগত ।

৪। 'ভাই'—হেন মন ।

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বুধা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার ।

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিভাকুলে কি করিবে তার ॥

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যোরে সত্য করি মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ভ্রজে রাখাক্ষণ পাবে,
যর নিতাইয়ের চরণ দুখানি ॥

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাজাচরণের পাশ ॥

(১০)

মনঃশিক্ষা

অরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ ।

না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ ॥

তাপ্তত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন ।

রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন খন ॥

হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ ।

পামর দুর্ন্যতি' ছিল, তারে গোরা উকারিল,
তার হৈল পতিতপাবন ॥

গোরা স্বিজ নটরাজে, বান্ধব হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।

মরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেন প্রেমধন ॥

(১৩)

শ্রীগৌরভক্তমহিমা

গৌরাজের দুটি পদ, বার ধন সম্পদ,
সে জানে শুকতি-রস-সার।

গৌরাজের মধুর লীলা, বার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥

যে গৌরাজের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুক্তি বাই বলিহারি।

গৌরাজ গুণেতে যুগে, নিত্যলীলা তাঁরে স্মরে,
সে জন শুকতি অধিকারী ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৮৯

গৌরাজের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি যানে,
সে যার ব্রজেন্দ্রমুখ পাশ ।

শ্রীগৌরমণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাখামাধব অন্তরঙ্গ ।

গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাজ ! বলে থাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

(১৪)

পুনঃপ্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।

তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে ॥

পতিত পাবন হেতু তব অবতার ।

মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ ! প্রেমানন্দ সুখী ।
 কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
 দয়া কর সীতাপতি অবৈত গোসাঞি ।
 তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
 হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ।
 ভট্টবৃগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥
 দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস ।
 রামচন্দ্র ১ সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

১। 'রামচন্দ্র'—রামচন্দ্র কবিরাজ । ইনি শ্রীনিবাস
 আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং এই পদকর্তার অত্যন্ত প্রিয়তম
 সঙ্গী ছিলেন । ইহার ভ্রাতা গোড়ী-বৈষ্ণব-জগতে সম্যক
 সুপরিচিত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ । যে সময় এই গীত
 রচিত হয়, সেই সময় রামচন্দ্র কবিরাজ ইহলোক পরিত্যাগ
 করিয়া ভগবদ্ভিত্যলীলার প্রবিষ্ট হওয়ার তাঁহার বিরহে কাতর
 হইয়া কহিতেছেন,—'রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে' ।

(১৫)

সপার্বদ-ভগবদ্বিরহজনিত বিলাপঃ

যে আনিল-প্রেমখন করুণা প্রচুর ।
 হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর ॥
 কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন ।
 কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ॥
 কাঁহা মোর ভট্টবুগ কাঁহা কবিরাজ ১ ।
 এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ॥
 পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব ।
 গৌরাজ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
 সে সব সঙ্গীর সঙ্গ যে কৈল বিলাস ।
 সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥

১। 'কবিরাজ'—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ।

পুনশ্চ সন্দেশ-বিলাপঃ

১ হরি হরি ! বড় শেল মরমে রছিল ।

পাইয়া ছল ভ তমু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিমু, ২

জন্ম মোর বিকল হইল ॥

অশ্রুস্রবনন্দন ও হরি, নবদীপে অবতরি,

অগৎ ভরিয়া প্রেম দিল ।

৪ মুক্তি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,

তঁই মোরে করুণা নহিল ॥

১। পাঠান্তর—হরি হরি ! বড় ছঃখ রৈল মোর মনে ।

পাইয়া ছল ভ তমু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিমু,

হেন জন্ম গেল অকারণে ।

২। 'বিমু'—বিনা । ৩। পাঠান্তর—শ্রীনন্দনন্দন হরি ।

৪। পাঠান্তর—মুক্তি সে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি,

তঁে কারণে করুণা নহিল ।

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টয়ুগ
তাহাতে না হৈল মোর মতি ।

১ দিব্য চিন্তামণি-ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈলু বসতি ॥

২ বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে ।

নারায়ণ দাস কহে, জীবাত উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

১। পাঠান্তর—দিব্য চিন্তামণি নাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে নহিল বসতি ॥

২। পাঠান্তর—ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে ।

৩। পাঠান্তর—জীবের । 'জীবা'—বাঁচিবার,
—জীবিত থাকি ।

(১৭)

বৈষ্ণব-মহিমা

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ,

অবনীৰ সম্পদ, ১

শুন ভাই। হঞা এক মন।

২ আশ্রয় লইয়া সেবে,

সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,

আর সবও মরে অকারণ ॥

১। পৃথিবীর সমস্ত বিদ্বৎ বৈষ্ণব-পদম্পর্শে বিদূরিত
হয় বলিয়া বলিলেন, 'অবনীৰ সম্পদ'। কিহা অবনী শব্দে
অবনীহু জীব তাহাদিগের সম্পদ। অর্থাৎ বৈষ্ণব-পদ-
প্রসাধাৎ জীবনাত্মই কৃতার্থ হয়।

২। পাঠান্তর—আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ভাজে,

আর সব মরে অকারণ ॥

‘আশ্রয় লইয়া’—বৈষ্ণবপদ আশ্রয় লইয়া।

৩। ‘স্মার সব’—বৈষ্ণবপদাশ্রিত ভিন্ন ব্যক্তিগণ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৯৫

বৈষ্ণব চরণ জন, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত ।

বৈষ্ণব-চরণরেণু, যন্তকে ভূষণ বিম্বু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥

তীর্থজন-পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবন্ধন ।

বৈষ্ণবের পাদোদক, সব নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ১ ॥

১। অতিরিক্ত পাঠ—

বৈষ্ণব অধরাশ্রুত, তাহে রহ মোর চিত,
ভরসা মোর বৈষ্ণব শরণে ।

বিস্তৃত্ত হরাময়, বড় মনে পাঞা ভয়,
তব্ব মন সঁপিল চরণে ॥

১৯৬

সাধক-কণ্ঠহার

বৈষ্ণব সঙ্গিতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ ।

দীন নরোত্তম কালে, হিন্না বৈধ্য নাহি বাক্যে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

(১৮)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ । করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম ছরাচার ।

সংসার-সংসার-নিধি, ১ তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥

১। অন্মমরণাদি ছঃধের প্রবাহের নাম সংসার ।

সংসারনিধি—সংসার সাগর ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৯৭

বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম^১ জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বাড়ে ।

না দেখি তারণ^৩ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাধি কাতরে তেঞি কান্দে ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপনা স্থানে টানে ।

১। 'ধরম'—ধর্মো মন্তজিকুং প্রোক্তঃ, এই শ্রীএকাদশ
স্কন্ধের শ্রীভগবতের দ্বারা ভগবন্তের নামই ধর্ম ।

২। 'করমপাশে' কর্ম নিত্য নৈমিত্তিকাদি তৎস্রপ
পাশে—রজ্জু দ্বারা । কর্মবদ্ধ জীব ভক্তিপথে অগ্রসর
হইতে পারে না বলিয়া বলিলেন,—'সদাই করমপাশে
বাড়ে' ।

৩। 'তারণ'—তরিবার উপায় ।

১৯৮

সাধক-কণ্ঠহার

আমার ঐহন মন, ফিরে যেন অন্ধজনে,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥

না লইনু সৎ মত, অসতে ১ মজিল চিত,
তুয়া পারে না করিনু আশ ।

নরোত্তমদাসে কর, দেখি শুনি লাগে ভয়,
ভরাইয়া লহ নিজপাশ ॥

(১২)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি ।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ।

১। 'অসতে'—অনিত্য বিষয়াদিতে ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

১৯৯

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ?
 এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?
 গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন ।
 দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥
 হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম ।
 তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান ॥
 তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিজ্ঞান ।
 গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥
 প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি ।
 নরোত্তমে কর দয়া আপনায় বলি ॥

(২০)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ

কিরাপে পাইব সেবা মুই ছুরাচার ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার ॥

২০০.

সাধক-কণ্ঠহার

অশেষ মারাত্তে ১ মন মগন হইল ।

বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রক্তি না জন্মিল ॥

গলেতে কাঁস দিতে কিরে মারা পিঁচাটী ।

বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈলু দিবানিশি ॥

ইহায়ে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।

সাধুকুপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥

অদোষদরশি ! প্রভু ! পতিত-উদ্ধার ।

এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

(২১)

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা

হরি । হরি । কি মোর করম অভাগ ।

বিকলে জীবন গেল, হৃদয়ে রুহিল শেল,

নাহি ভেল হরি-অমুরাগ ॥

১ । 'মারাত্তে'—মারিক-পদার্থে ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২০১

১ যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে ।

বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বজ্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥

২ সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত্ত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ ।

১। ভক্তি স্বভাবে আপনার দীনত্ব বিজ্ঞাপন
করিতেছেন—যজ্ঞ, দান.....অলঙ্কার দেহে ।

“ভগবন্তক্তিহীনস্ত জাতিবিত্তাবরস্তপঃ ।

অপ্রাণস্তৈব দেহস্ত মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥”

এই আখ্যায়চন অবলম্বন করিয়াই এই পদ রচিত
হইরাছে ।

২। অপরাধ থাকিলে সাধুমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ
করিয়াও চিত্তশুদ্ধি হয় না তাহা বলিতেছেন,—সাধুমুখে...
অপরাধ কারণ ।

২০২

সাধক-কণ্ঠহার

সতত অসৎ-সঙ্গ,

সকলি হইল ভঙ্গ,

কি করিব আইলে শমন ॥

১ শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে২,

শুনিয়াছি এই সবে,

হরিপদ অভয় শরণ ।

৩ জনম লইয়া সুখে,

কৃষ্ণ না বলিষু মুখে,

না করিষু সেরূপ ভাবন ॥

রাধাকৃষ্ণ হুঁহ পার,

তমু মন রহু তার,

আর দূরে যাউক বাসনা ।

১। পাঠান্তর—শ্রুতি স্মৃতি সদা কর, শুনিয়াছি এই হয়,
হরি পদ অভয়-শরণ ।

২। রবে—রব করে ।

৩। পাঠান্তর—জনম লভিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিন্তে কর ওরূপ ভাবনা ॥

নরোত্তমদাসে কর, আর মোর নাহি ভয়,
তমু মন সঁপিছু আপনা ॥৫

* অতিরিক্ত পদ—

হরি বলব আর মদনমোহন হেরিব গো ।

এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো ॥ ৬ ॥

যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপিকা-মুগুর

তাদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো ॥

বিপিনে বিনোদ খেলা, নজ্জতে রাখালের মেলা,

=(কৃষ্ণ বলরাম সহ) তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো !

অঞ্জলি অঞ্জলি করি, রাধাকৃষ্ণের রূপ মাধুরী

হেরব ছনয়ন ভরি নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো !

তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও আমার অভিলাষ-ই

আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥

এই দেহ অস্তিমকালে, রাখব শ্রীবৃন্দার জলে,

জন্ম রাখা শ্রীকৃষ্ণ বলে ভালিব গো ।

কহহ নরোত্তম দাস, না পুরিল অভিলাষ,

আর কবে ব্রজ-বাস করিব-গো ॥

[আমার বহুদিনের আশা মনে] ॥ ২২ ॥

সাধকদেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

হরি হরি । আর কি এমন দশা হব ।

এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥

শুধময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায় ।

প্রেমে গদ গদ হৈঞা, রাখাক্ষয় নাম লৈঞা
কান্দিয়া বেড়াব উত্তরায় ১ ॥

নিভুতে নিকুঞ্জে যাঞা, অফাঁজে প্রণাম হৈঞা,
ডাকিব হা রাখানাথ । বলি ।

কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি ॥

১। 'উত্তরায়'—উচ্চরবে ।

আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তার ।

বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাখাকুণ্ডে বাস ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

(২৩)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

হরি হরি । আর কবে পালটিবে দশা ।

এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন খামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥

২৩৬ মাধুক-কর্ণহার
 ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে,
 একান্ত হইয়া কবে যাব।

সব দুঃখ পরিহরি,
 বৃন্দাবনে বাস করি,
 মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥

যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
 কবে পিব উদর পুরিয়া।

কবে রাখাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে,
 শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥

১। 'দারে'—পড়াকে।

২। 'একান্ত'—ঐকান্তিক হইয়া, ভগবৎ প্রপন্নের নাম
 ঐকান্তিকতা। বধা—শ্রীচরিতামৃতে ঐকান্তিক, শরণাগতের
 একই লক্ষণ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২০৭

অনিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া ।

সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিত চরণ ধরিয়া ॥

২ ভোজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর বত আছে উপবন ।

তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ ॥

১। পাঠান্তর—

অনিব দ্বাদশ বনে, কুঙ্কলীনা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা ।

সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
কহ আর লীলাস্থান কাঁহা ॥

২। পাঠান্তর—ভোজনের স্থান । 'ভোজনের স্থান'—
ভোজনখালি নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে ভোজনের
স্থান কান্যকুবেরে বিরাজিত আছে ।

২০৮

সাধক-কণ্ঠহার

(২৪)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

করজ কোণীন লঞা, ছেঁড়া কাছা গার দিয়া,

ভেরাগিব সকল বিষয় ।

কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ভ্রজের নিকুঞ্জে কবে,

যাইয়া করিব নিজালয় ॥

হরি হরি । কবে মোর হইবে স্মৃতি ।

কলমুল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,

অমিব হইয়া উদাসীন ॥

শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,

প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২০৯

১ বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিনী ॥

দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব ।

কাঁহা রাধা ! প্রাণেশ্বরী ! কাঁহা গিরিবরধারী !
কাঁহা নাথ । বলিয়া ডাকিব ॥

মাধবীকুঞ্জে রোপরি, হৃদে বসি শুকসারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস ।

১। 'বাহুর উপর বাহু তুলি' দোঃস্বাস্তক—ইহা
অত্যন্ত দৈন্তবোধক ।

২। 'সঙ্কেত'—প্রেমসরোবর এবং শ্রীনন্দপ্রাণের
মধ্যবর্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান ।

২১০

সাধক-কণ্ঠহার

তরুণুলে বসি তাহা, ১ শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে মুখে গোড়াবৎ দিবস ॥

শ্রীগোবিন্দ গোস্বামীনাথ, ৩ শ্রীমতি রাধিকা সাধ,
দেখিব রতন সিংহাসনে ।

দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৫)

সাধকদেহোচিত

শ্রীকৃষ্ণাবনবাস-লালসা

হরি হরি । কবে হব কৃষ্ণাবনবাসী,
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥

১। পাঠান্তর—শুনি পাসরিব দেহা ।

২। 'গোড়াব'—অতিবাহিত করিব ।

৩। পাঠান্তর—নয়নমোহন সাধ ।

তাজিরা শয়ন-স্থল বিচিত্র পালক ।

কবে ত্রজের ধুলায় ধুসর হবে অঙ্গ ॥

ষড়ঙ্গ ভোজন দূরে পরিহারি ।

কবে ত্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥

পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে ।

বিশ্রাম করিব ঘাই যমুনা পুলিনে ॥

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে ।

কবে কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥

নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার ১ ।

কবে বা এমন দশা^২ হইবে আমার ॥

১। 'পরিহার'—অনোচিত্য মার্জন ।

২। 'দশা'—অবস্থা ।

(২৬)

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা

আর কি এমন দশা হব ।
 সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
 আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে ।
 গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
 আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি ।
 দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
 শ্যামকুণ্ডে রাখাকুণ্ডে স্নান ।
 করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
 আর কবে যমুনার জলে ।
 মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
 সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস ।
 নরোত্তমদাস করে আশ ॥

(২।)

শ্রীকৃষ্ণরতিমঞ্জর্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ

রাধাকৃষ্ণ সেব'১ মুখি জীবনে মরণে ।
 তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখে'২ রাত্রিদিনে ॥
 যে স্থানে লীলা করে যুগল কিশোর ।
 সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ'৩ ভোর ॥
 ৪ শ্রীকৃষ্ণমঞ্জুরী পদ সেবোঁ নিরবধি ।
 তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহোবধি ॥

-
- ১। পাঠান্তর—ভজ । 'সেব'—সেবন করিব ।
 ২। দেখোঁ—দেখিব ।
 ৩। 'হঙ'—হইব ।
 ৪। 'শ্রীকৃষ্ণমঞ্জুরী'—শ্রীগোবিন্দ লীলার শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দী ।

১ শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি ! মোরে কর দয়া ।

অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া ॥

২ শ্রীরসমঞ্জরী দেবি ! কর অবধান ।

অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান ॥

বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস ।

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(২৮)

সখীরূপে বিজ্ঞপ্তিঃ

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ।

জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥

১। 'শ্রীরতিমঞ্জরী'—শ্রীগোরাঙ্গলীলার শ্রীরঘুনাথ দাস
গোস্বামী ।

২। 'শ্রীরসমঞ্জরী'—শ্রীগোরাঙ্গলীলার শ্রীরঘুনাথ ভট্ট
গোস্বামী ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২১৫

কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন ।

রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ।

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ ।

চামর টুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥

গাঁথিয়া ঝালতীর মালা দিব দৌহার গলে ।

ভ্রুধরে তুলিয়া দিব কপূর তাম্বুলে ॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ।

আজ্ঞার করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস ।

সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥

(:৯)

স্বাভীষ্ট লালসা

হরি হরি ! কবে মোর হইবে স্তম্ভিনে ।

কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥

২২৬

সাধক-কণ্ঠহার

জলিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিব দৌহা মিলি ।

রাই কানু করে বরি, নৃত্য করে কিরি কিরি,
নিরখি গোঁড়াব কুতুহলী ।

অলস-বিশ্রাম ধরে, গোবর্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে ।

নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুকণ চরণ সেবনে ॥

(৩০)

স্বাভীষ্ট লালসা

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্ভজন স্থল,
রাই কানু করিবে শয়নে ।

১। রাসনৃত্য-শ্রমে অলস হইলে যে গোবর্দ্ধন গিরিবরে
বিশ্রাম করিবার ঘর আছে, তাহাতে রাই কানু শয়ন
করিবেন। ইহাই এই অর্ধ ত্রিগদীর অর্থ ।

ত্ৰীনয়োত্তমদান ঠাকুৰ মহাশয়ের প্রার্থনা ২১৭

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব সঙ্গে,
রসময় রাতুল চরণে ॥

কনক সম্পূট করি, কপূর তাম্বুল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে ।

মণিময় কিঙ্কিণী, রতন নুপুর আনি,
পরাইব চরণ যুগলে ॥

১কতক কটোরা পুরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি,২
দৌহাকার ত্রিঅঙ্গে ঢালিব । *

১। পাঠান্তর—সুগন্ধ চন্দন গুঁড়ি, কনক কটোরা পুরি,
কবে দিব ছজন্যার গার ।

মল্লিকা মালতী যুধী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দৌহার গলার ।

২। 'বুরি'—ডুবাইয়া অর্থাৎ চন্দনপত্র যে পাখে থাকিবে,
তাহা হইতে কটোরা ডুবাইয়া লইব ।

* সুবর্ণের বারি করি, রাধাকুণ্ডে অল পুরি
দৌহাকার অগ্রেতে রাখিব ।

* গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥

দৌহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি,
হুঁহু-পদ পরশিব কবে ।

চৈতন্যদাসের, দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তম দাসে সদা মুরে ॥

(৩১)

সাতীষ্ট লালসা

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব ।
কবে বুঝানু পুরে, আহিরী গোপের ঘরে,
ভনরা হইয়া জনমিব ॥

* গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা। ২১৯

যাবটে আমার কবে, এ পাণিগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।

সখীর পরম শ্রেষ্ঠ ১, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায় ॥

ত্রেহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমার করিবে সমর্পণ।

— সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুইয়ার যুগল-চরণ ॥

বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।

সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥

১। 'সখীর পরম শ্রেষ্ঠ'—ললিতা, তাঁহার শ্রেষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী।

২২০

গাথক-কণ্ঠহার

হুঁহু চাঁদমুখ দেখি, ভুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার ।

বৃন্দার নিদেশ পাব, দৌহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাধিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটি পার ।

নরোত্তম দাস ভনে, প্রিয় নন্দ্যুসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমার ॥

(৩২)

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব ।

ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
হুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব ॥

টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২২১

গীত-বসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,

বদনে তাম্বুল দিব আর ॥

ছহ রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,

নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া ।

নবরত্ন-অরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,

তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥

সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,

এই করি মনে অভিলাষ ।

১ অয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,

নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

১। শ্রীরূপগোন্ধারী ও শ্রীসনাতন গোন্ধারীর আত্ম-
গত্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্বত বিমলপথে চলিলে তাঁহাদের
রূপার এই পদোক্ত সেবাসম্পত্তি লাভ হয়, এই নিমিত্ত
শ্রীরূপ সনাতনের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন,—‘অয় রূপ
সনাতন’ ইত্যাদি ।

২২৫

সাধক-কণ্ঠহার

(৩৩)

সিদ্ধদেহেন শ্রীবন্দাবনৈশ্চর্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ ।

প্রাণেশ্বরি ! এইবার করুণা কর মোরে ।

দশনেতে তুণ বরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এইজন নিবেদন করে ॥

প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিবে রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাথে ।

রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে ॥

সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে ।

এই সব সেবা যার ১, দাসী যেন হও তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে ॥

১। শ্রীরূপমঞ্জরীর যেন দাসী হই এখানকার ইহাই
অর্থ ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২২৩

জল স্রবাসিত করি, রতন ভূজারে ভরি,
কপূরবাসিত গুয়া পান ।

এ সব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম ॥

সখীর ইঙ্গিত হইবে, এ সব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে ।

নরোত্তম দাস কর, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥

(৩৪)

পুনস্তথৈব বিজ্ঞপ্তিঃ

অরুণ কমল দলে, শেষ বিছাইব,
বসাইব কিশোর কিশোরী ।

১। 'সখীর'—সুস্বরূপা সখীর ।

অলকা-আবৃত-মুখ,

পঙ্কজ মনোহর,

মরকত শ্রাম হেমগৌরী ॥

প্রাণেশ্বরী । কবে মোরে হবে কৃপাদিষ্টি ।

আজ্ঞার আনিয়া কবে,

বিবিধ ফুলবর,

শুনব বচন দু হু মিষ্টি ॥

হৃগমদ-ভিলক,

সিন্দুর বনায়ব,

লেপন চন্দন-গন্ধে ।

গাঁধি মালতী ফুল,

হার পহিরাওব,

বাঁওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥

ললিতা কবে মোরে,

বীজ্ঞন দেওয়াব,

বীজব মারুত মন্দে ।

শ্রমজল সকল,

মিটব দুঁহু কলেবর,

হেরব পরম আনন্দে ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২২৫

নরোত্তম দাস,

আশ পদপঙ্কজ,

সেবন মাধুরী পানে ।

হোশুব হেন দিন, না দেখিবে কোন চিন্ ।

হুঁহু জন হেরব নয়ানে ॥

(৩৫)

সাতীষ্ট লালসা

কুসুমিত বৃন্দাবনে,

নাচত শিখিগণে,

পিককুল ভ্রমর-ঝঞ্ঝারে ।

প্রিয় সহচরী সঙ্গে,

গাইরা বাইবে রঙ্গে,

মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥

হরি হরি ! মনোরথ কলিবে আমারে ।

হুঁহু মম্বর গতি,

কোতুকে হেরব অতি,

অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥

২২৬

সাধক-কণ্ঠহার

চৌদিকে সর্বার মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি ।

কুটিল কুম্ভল সব, ১ বিধারিয়া আঁচর
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥

মৃগময় মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পর্যাইব মনোহর হার ।

চন্দন কুকুমে, তিলক বঁসাইব,
হেরব মুখ স্তম্ভাকর ॥

নীল পটাস্বর, হস্তনে পরাইব,
পায়ের দিব রতন মঞ্জীরে ।

ভূঙ্গায়ের ভলে রাজা, চরণ খোলাইব,
মুহুর আপন চিকুরে ॥

১ । 'বিধারিয়া'—আলাইয়া ।

(৩৬)

পুনঃসাতীষ্ট লালসা

হরি হরি । কবে মোর হইবে সুদিন ।

গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,

রাই কানু করাব শয়ন ॥

ভূজার জলে রাজা, চরণ ধোয়াইব,

মুহুর আপন চিকুরে ।

কমল সম্পূট করি, কপূর তাম্বুল পুরি,

যোগাইব ছ হক অধরে ॥

প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,

চরণ সেবিব নিজ করে ।

হুঁহক কমল দিঠি, কোতুকে হেরব,

হুঁহ অঙ্গ পুলক অস্তুরে ॥

মল্লিকা মালতী যুধি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,

কবে দিব দৌহার গলায় ।

সোণার কটোরা করি, কপূর চন্দন ভরি,

কবে দিব দৌহার গায় ॥

আর কবে এমন হব, তুঁছ যুধ নিরখিব,

লীলারস নিকুঞ্জশরনে ।

শ্রীকুম্ভলতারি সঙ্গে, কেলি কোতুক সঙ্গে,

নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

(৩৭)

শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞপ্তিঃ

প্রভু হে ! এইবার করহ করুণা ।

সুগল চরণ দেখি, সকল করিব আঁখি,

এই মোর মনের কামনা ॥

নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেশিবা,

ছুঁছ পছ করুণাসাগর ।

ছুঁছ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্যে মানো,

যুই বড় পতিত পামর ॥

ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিত বাঞা,

প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে ।

ছুঁছ দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,

নিকটে চরণ দিবে দানে ॥

পাব রাখাক্ষ পা, স্মৃতিবে মনের খা,

দূরে যাবে এ সব বিকল ১ ।

নরোত্তম দাসে কর, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,

দেহ প্রাণ সকল সকল ॥

১। 'বিকল'—বিকলতা—দুঃখ ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৩১

(৩৮)

অথ আক্ষেপঃ

হরি হরি । কি মোর করম অমুরত ১ ।
 বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
 ° কিসে আর তরিবার পথ ॥
 স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টবুগ
 লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর ।
 শুনিলাম সে সব কথা, যুচিত মনের ব্যথা,
 ভবে ভাল হইত অন্তর ॥
 যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দ,
 নদীরা নগরে অবতার ।

১। 'অমুরত'—অমুরাগবিশিষ্ট অর্থাৎ কলভোগ করাইতে

বদ্ধপরিষ্কর ।

২৩২

সাধক-কণ্ঠহার

ভখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কৰ্ম,
মিছা মাত্র বহি কিরি ভার ॥

১ হরিদাস আদি বুলে, ২ মহোৎসব আদি ক'রে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস ।

কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বুধা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

(৩৯)

লালসা

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন ।

১। পাঠান্তর—

হরিদাস আদি বেলি, মহোৎসব আদি কেলি,
না করিহু সে সুখ বিলাস ।

২। 'বুলে'—ভ্রমণ করিয়া ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৩৩

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আন্তরগ,

সেই মোর জীবনের জীবন ॥

১ সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাহ্যাসিদ্ধি,

সেই মোর বেদের ধরম ।

সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,

সেই মোর ধরম করম ॥

২ অমুকুল হবে বিধি, সেই পদে হইবে সিদ্ধি,

নিরখিব এ দুই নয়ানে ।

সে রূপমাধুরী রাশি, ৩ প্রাণকুবলয়শলী,

১। পাঠান্তর—

সেই মোর বাহ্যাসিদ্ধি সেই মোর ভক্তি ঋদ্ধি

সেই মোর বেদের ধরম ।

২। পাঠান্তর—

অমুকুল হবে বিধি, সে পদ সম্পদ নিধি,

নিরখিব এই দুই নয়ানে ।

৩। পাঠান্তর—যেন কুবলয় শলী ।

প্রক্লিষ্ট হবে নিশিদিনে ॥

ভূয়া অদর্শনে অহি, গরলে জারল দেহি,

চিরদিন ভাপিত জীবন ।

হাহা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,

নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৪০)

গুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্বজন ।

শ্রীকৃপকৃপার মিলে যুগল চরণ ॥

হাহা প্রভু ! সনাতন গৌর পরিবার ।

সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥

শ্রীকৃপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয় ।

সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে ।

শ্রীকৃপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৩৫
 হেন কি হইবে মোর নন্দ্য সখাগণে ।
 অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

(৪১)

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে ।
 হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥
 শীঘ্র আঞ্জা করিবেন দাসী হেথা আর ।
 সেবার সুসজ্জা কার্য করহ দ্বারায় ॥
 আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আঞ্জাবলে ।
 পবিত্র মনেতে কার্য করিব তৎকালে ॥
 সেবার সামগ্রী রত্ন ধালেতে করিয়া ।
 সুবাসিত বারি স্বর্ণ বারিতে পুরিয়া ॥
 দৌহার সন্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি ।
 নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

শ্রীকৃপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা ।
 দৌহে পুনঃ কহিবেন আমা গানে চাঞা ॥
 সদয় হৃদয় দৌহে কহিবেন হাসি ।
 কোথায় পাইলে কৃপা ! এই নব দাসী ॥
 শ্রীকৃপমঞ্জরী তবে দৌহ বাক্য শুনি ।
 মধুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি ॥
 অতি নম্রচিন্তা আমি ইহায়ে জানিল ।
 ১ সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥

১। ব্রজে ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সেবা পাইবার
 রীতি বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ
 সেবনোপযোগী গোপীকান্তনু লাভ করিয়া বয়ঃসন্ধি অবস্থায়
 গুরুরূপা সখীর সঙ্গলাভ করেন।

* ইহলোক মন্ত্রপ্রদানান্তর যিনি রাগানুগীয় ভজনশিক্ষা
 দেন, তিনি ব্রজে নিত্য-লীলার গুরুরূপা সখী নামে খ্যাত।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৩৭

হেম ভব ধৌহাকার সাক্ষাতে করিয়া ।
নরোত্তমে সেবার দিবে নিবৃত্ত করিয়া ॥

(১৩)

হাহা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পাদদ্বন্দ্ব ।
কৃপাদৃষ্টো চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হও পূর্ণতৃষ্ণ ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাখাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর ।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥

তাহার পর তিনি প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীর নিকটে সমর্পণ করেন । শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরে তাহাকে দেখাইয়া সেধাকার্য্যে নিবৃত্ত করেন । এই রীতি বলিলেন ।

২৩৮

সাধক-কঠোর

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই ।
 কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি ॥
 রাখাক্ষ-লীলাগুণ গাও রাত্রিদিনে ।
 নরোত্তম বাজা পূর্ণ নহে তুরা বিনে ॥

(৪৪)

লোকনাথ ! প্রভু তুমি দয়া কর মোরে ।
 রাখাক্ষ চরণে বেন সদা চিত্ত অকুরে ॥
 তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে ।
 এই শু বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
 সখীগণজ্যোষ্ঠ ঘেঁহো তাহার চরণে ।
 মোরে সমর্পিব কবে সেবার কারণে ॥
 তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ ।
 আনন্দে সেবির দৌহার যুগল চরণ ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা

২৩৯

শ্রীরূপমঞ্জরি ! সখি ! কৃপাদৃষ্টো চাঞা ।

তাঁপী নরোত্তমে সিদ্ধ সেবামৃত দিঞা ॥

(৪৫)

হাহা প্রভু ! কর দয়া করুণা তোমার ।

মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥

কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব ।

বুন্দাবনে ফুল গাঁথি দৌহাকে পরাব ॥

সন্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব ।

অগুরু চন্দন গন্ধ দৌহ অঙ্গে দিব ॥

সখী আজ্ঞায় কবে তাম্বুল বোগাব ।

সিন্দুর তিলক কবে দৌহাকে পরাব ॥

বিলাস কোতুককেলি দেখিব নয়নে ।

চন্দ্রমুখ নিরখিব বসারে সিংহাসনে ॥

২৪০

সাধক-কণ্ঠহার

সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে ।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে ॥

(৪৬)

হরি । হরি ! কবে হেন দশা হবে মোর ।
সেবিব দৌহার পদ আনন্দে বিড়োর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে ।
শ্রীচরণায়ুত সদা করিব আশ্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি যত সখীগণ ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয় ।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি ।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥

(৪৭)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥
 কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা ।
 অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা ॥
 এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার ।
 ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর ॥
 সে পদপাবার আশে খেদ উঠে মনে ।
 বাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
 কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান ।
 প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ ॥
 তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার ।
 নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

২৪২

সাধক-কণ্ঠহার

(৪৮)

সাধক বিরহোচিত দর্শন-লালসা

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে ধোব
 জুড়াইব এ পাপ পরাণ ।
 সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,-
 নিরখিব সে চন্দ্রবরান ॥
 হে সজনি ! কবে মোর হইবে স্তনিন ।
 সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রক্তে,
 স্তম্ভময় যমুনাপুলিন ॥
 ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
 সাজাইয়া নানা উপহার ।
 সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
 হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৪৩

দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
 তিলমাত্র না রাখিল তার ।
 কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
 ছাড়ি গেল অজেন্দ্রকুমার ॥

(৪৯)

পুনস্তথৈব লালসা

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি ।
 হিন্নার মাঝারে রাখি জুড়াব পরানী ॥
 তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ ।
 অনলে পশিব কিংবা জলে দিব বাঁপ ॥
 মুখের মুহাব ঘাম খাওয়ার পান গুরা ।
 বামেতে বাতাস দিব চন্দনা দি চুরা ॥
 বন্দ্যবনের কুলের গাঁথিয়া দিব হার ।
 বিনাইয়া বাঁধিব চুড়া কুন্তলের ভার ॥

কপালে তিলক দিব চন্দনের টাঁদ ।
 নরোত্তমদাস কহে পিরীতের কাঁদ ॥

(৫০)

আক্ষেপঃ

গোরা পঙ্খ না ভজিয়া মৈনু ।
 প্রেম-রতন-ধন হেলার হারাইনু ॥
 অধমে যতন করি খন ভেয়াগিনু ।
 আপন করম দোষে আপনি ডুবিবু ॥
 সংসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস ।
 তে কারণে লাগিল যে কৰ্ম-বন্ধ-কাঁস ॥
 বিষন্ন-বিষম-বিষ সতত খাইনু ।
 গৌরকীৰ্ত্তন রসে মগন না হৈনু ॥
 কেন বা আহরে প্রাণ কি সুখ পাইয়া ।
 নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৪৫

(৫১)

দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
 রতন মন্দির মনোহর ।
 আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
 তাঁহে শোভে কনক কমল ॥
 তার মধ্যে হেমপীঠ, অমৃতদলেতে বেষ্টিত,
 অমৃতদলে প্রধানা নারিক।
 তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে,
 শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
 গুরুপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে ধসি,
 হ'স্ত পরিহাস সম্ভাষণে ।
 নরোত্তম দাস কর, নিত্যলীলা সুখময়,
 , ১সদাই স্মরুক মোর মনে ॥

। পাঠান্তর—সেবা দিয়া রাগহ চরণে ।

২৪৬

সাধক-কঠোর

(৫২)

কদম্ব তরুর ভাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল

ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি ।

পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,

কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥

রাই কানু বিলসই রঙ্গে ।

কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগ্ধ-ধনি ধনি,

মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥

রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,

মধুর মধুর চলি যায় ।

আগে পাছে সখিগণ, করে ফুল বরিষণ,

কোন সখি চামর ঢুলায় ॥

পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে শুশীতল,

মণিময় বেদীর উপরে ।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ২৪৭

রাই কান্থ করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,

পরশে পুলকে তনু ভরে ।

অঙ্গময় চন্দন, করে করি' সখীগণ,

বরিধয়ে ফুল-গন্ধরাজে ।

শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ ইন্দু,

অম্বরে মুরলী নাহি বাজে ॥

হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,

নরোত্তম মনোরথ ভরু ।

ছুঁছক বিচিত্র বেশ, কুম্ভমে রচিত কেশ,

লোচনমোহন লীলা করু ॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি ।

প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥

শ্যামঘন বরিধরে প্রেম-সুধাধার ।
 কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥
 প্রেমে গিহল পথ গমন ভেল বক ।
 মৃগমদ, চন্দন, কুকুম্বে ভেল পক ॥
 দিগবিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার ।
 ডুবিল নরোত্তম না জানে সঁতার ।

অতিরিক্ত পদ

হেদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর,
 নিবেদন করি তুয়া পায় ।

চরণ-নখর যনি, বেন চাঁদের গাথনি,
 ভাল শোভে আমার গলায় ॥
 স্রীদাম স্রদাম সঙ্গে, বধন বনে যাও রঙ্গে,
 তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ারে ।
 মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
 " আঁধি রইল তুয়া পানে চেয়ে ॥
 চাই নবীন মেঘপানে, তুয়া বঁধু পড়ে মনে
 .এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি ।
 রক্তমশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
 ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি ॥
 যনি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রঙা,
 ফুল নয় যে কেশে করি বেশ ।

১। পাঠান্তর—যে হার করি গলায় পরি ।

২৫০

সাধক-কণ্ঠহার

নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি, ৫

লইয়া কিরিতাম দেশ দেশ ॥

অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,

বামিরা পড়িতাম রাজা পায় ।

কি মোর মনের সাধ, বামন হরে চাঁদে হাত,

বিধি কি সাধ পূরাবে আমার ॥

নরোত্তম দাসে কর, তোমার উচিত হয়,

তুমি আমার না ছাড়িহ দয়া ।

যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ দেহ যাবে,

সেইদিনে দিও পদছায়া ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থন।

সমাপ্ত ।

চৌত্রিশ-পদাবলী

—ঃঃঃ—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-নিত্যানন্দো জয়তাং

ক—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার ।

খ—খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥

গ—গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ণনে ।

ঘ—ঘরে ঘরে 'হরিনাম' দেন সর্ববঙ্গে ॥

ঙ—উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া ।

চ—চেতন করাইল সবে প্রেম নাম দিয়া ॥

ছ—ছল ছল করে আঁধি নরনের জলে ।

জ—জগৎ পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে ॥

ঝ—ঝলমল মুখ যার পূর্ণ শশধর ।

ঞ—এমন কোথা না দেখি দয়ার সাগর ॥

- ট—টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল ।
 ঠ—ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরি বোল ॥
 ড—ডোর কোপীন ক্ষীণ কুটির উপরে ।
 ঢ—ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥
 ণ—আন প্রসঙ্গ গোরা না শুনে অবণে ।
 ত—তান, মান, গান রসে মজাইয়া মনে ॥
 থ—স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল ।
 দ—দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল ॥
 ধ—ধাবই পুরব লীলা পিরীতিপ্রসঙ্গ ।
 ন—না জানি কাহার ভাবে হইল ত্রিভঙ্গ ॥
 প—প্রেমরসে ভাসাইল অখিল সংসারে ।
 ক—ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধনী ধারে ॥
 ব—ব্রহ্মা মহেশ্বর যারে করে অন্বেষণ ।
 ভ—ভাবিয়া না পান যারে সহস্রবাদন ॥

- ম—মত্ত-মাতঙ্গ গতি মধুর মন্দ হাস ।
 য—যশোমতি মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ ॥
 র—রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম ।
 ল—লীলা লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম ॥
 ব—বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন ।
 শ—শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥
 ষ—ষড়ভুজ রূপ হৈল অত্যাশ্চর্যময় ।
 স—সবাকার প্রাণধন গোরা রসময় ॥
 হ—হুরি হুরি বলি ভাই কর মহাযজ্ঞ ।
 ক্ষ—ক্ষিতি তলে জন্মি কেহ না হও আবজ্ঞ ॥
-

শ্রীশ্রীগৌরহরিনামসংগতি

শ্রীশ্রীপাষাণদলন

শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।

ইন্দ্রানি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১॥

সূত কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ ।

যত যত অবতার করিষু কীর্তন ॥

তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত ।

আর কেহ কেহ কলারূপে পরিণত ॥

সর্ববশক্তি পূর্ণ হেতু নন্দ-মুত হরি ।

একমাত্র ভগবান্ জেনো দৃঢ় করি ॥

যখন অমুরগণ হইয়া প্রবল ।

ভুরন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল ॥

সেইকালে অংশ-কলা-রূপে ভগবান্ ।

অবতীর্ণ হঞা করে সর্ব লোক ত্রাণ ॥১॥

শ্রীশ্রীপাৰশুৰদলন

২৫৫

তথাহি পাশ্বে ।

হরিরেব সদাৰাধ্যঃ সৰ্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্ৰান্তা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥২॥

ব্রহ্মা-শিব-আদি যত আছে দেবগণ ।

তাঁহাদের প্রতি ধেম না করি কখন ॥

সৰ্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দমুত হরি ।

কালমনোবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি ॥২॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

বামোহান্ন চরাচরস্ত জগতন্তে তে পুরাণাগমা-

স্তাঃ তামেব হি দেবতাঃ পরমিকাঃ জন্মন্ত কলাবধি ।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরণ নীতেষু নিষ্ঠীরতে ॥৩॥

আগম পুরাণ তন্ত্র আদি শাস্ত্রগণ ।

চরাচর জগতের মোহের কারণ ॥

কল্লাবধি অথ দেবে বলিয়া প্রধান ।
 জন্মনা করেন করু তাহে কিবা আন ॥
 বেদাদি শাস্ত্রের ভাই তাৎপর্য্য সকলে ।
 আনয়ন কর যদি বিবেচনা স্থলে ॥
 তাহাতে সিদ্ধাস্ত এই হইবে নিশ্চয় ।
 কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ কেহ না আছয় ॥
 এই শাস্ত্র-বাক্যে ভাই যতেক সুধীর ।
 সর্ব্বেশ্বর বলি কৃষ্ণে করিলেন স্থির ॥৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে

অথাপি বৎপাদ নথাবস্থঃ জগদ্বিরিকোপহতাইগান্তঃ
 লেশং পুনাত্যন্ততমো মুকুন্দাং কোনান-লোকে
 ভগবৎপদার্থঃ ॥৪॥

ভজনীর ভগবান্ নন্দের নন্দন ।
 তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া মন ॥

ত্রাকার অর্পিত অর্ঘ্য-জল মহামৃত ।

যাঁর পদ-নখ হইতে হইয়া নিঃসৃত ॥

শিবের সহিত পৃথী করয়ে উদ্ধার ।

সেই কৃষ্ণ বিনা কেবা ভগবান্ আর ॥

অতএব নন্দ-সুতে সদা ভজ ভাই ।

নন্দ-সুত কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ নাই ॥ ৪ ॥

তথাহি স্বান্দে ।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্তদেবনুপাসতে ।

স্বমাতরং পরিত্যজ্য খণ্ডাৎ বন্দতে হি সঃ ॥৫॥

নিজ মাতা পরিহরি চণ্ডালী-পূজনে ।

যেমন তৎপর হয় মহাপাপী জনে ॥

সেইরূপ মহাপাপী ভবে আছে যেবা ।

সেই কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য দেবে করে সেবা ॥৫॥

তথাহি স্বান্দে ।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্তদেবনুপাসতে ।

ত্যাগ্যমৃতং স নৃঢ়ায়া ভুঙ্কতে হলাহলং বিবং ॥৬॥

বান্ধদেবে পরিত্যাগ করিয়া যে জন ।

অন্য দেবতার করে অর্চন বন্দন ॥

সে মুঢ় অমৃত ত্যজি বিষ করে পান ।

শাস্ত্র-বাক্য ইথে কভু না ভাবিহ আন ॥৬॥

তথাহি মহাভারতে ।

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্ত্ৰদেবং সমাশ্রয়েৎ ।

গঙ্গাস্তমঃ স তৃষ্ণার্হো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥৭॥

বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করি বেই মূর্থ জন ।

অন্য দেবতার করে আশ্রয় গ্রহণ ॥

তৃষ্ণার্হ হইয়া সেই ছাড়ি গঙ্গা-জল ।

মৃগতৃষ্ণা প্রতি ধায় হইয়া বিকল ॥ ৭ ॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে ।

যো মোহাদ্ বিষ্ণুমন্ত্ৰেন হীন-দেবেন হৃষতিঃ ।

সাধারণং সঙ্কদ্রোতে গোহন্ত্যজো নাস্ত্যজোহন্ত্যজঃ ॥৮॥

শ্রীশ্রীপাশুপতমল

২৫৯

অবিচার দাস হঞা যেই দুঃখমতি ।
 বিষ্ণুর অপেক্ষা হীন দেবের সংহতি ॥
 বিষ্ণুর সমান বলে সেই ত চণ্ডাল ।
 প্রকৃত চণ্ডাল কভু নহে ত চণ্ডাল ॥ ৮ ॥
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তন্মাস্তারত । সৰ্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
 শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ শ্রবণ্যশ্চৈচ্ছতাত্মনঃ ॥৯॥

নিত্য স্তুত্ব পুরুষার্থ লভিতে মনন ।
 বাহার আছরে তার সদা সর্ববক্ষণ ॥
 হরির স্মরণ আর শ্রবণ কীর্তন ।
 অর্চনাদি করা চাঞি করিয়া যতন ॥
 যেহেতু সবার আত্মা ঈশ্বর শ্রীহরি ।
 শুকের বচন ইহা জেনো সত্য করি ॥১০॥
 তথাহি পদ্মপুরাণে ।

শ্রবণ্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মব্রতব্যো ন জাতুচিং ।
 সর্বৈ বিধি-নিষেধাঃ স্ম্যন্তেনোরোরেব কিঙ্করাঃ ॥১০॥

২৬০

সাধক-কণ্ঠহার

সর্বদা হরিকে ভাই করিবে স্মরণ ।

বারেক নাহিক তাঁরে হবে বিস্মরণ ॥

শাস্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছে ।

সে সব উহার দাস জানিহ নিশ্চয় ॥১০॥

ভক্তি ও ভক্ত-মহিমা—

তথাহি পদ্মপুরাণে—

চণ্ডালোহপি যুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ।

বিষ্ণুভক্তিবিশীনস্ত দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণভজনে হয় সবে অধিকারী ।

কিবা দ্বিজ কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥

সর্ব বর্ণে যেই ভজে—সেই শ্রেষ্ঠ হয় ।

না ভজিলে—সে চণ্ডাল সর্ব শাস্ত্রে কর ॥১১॥

তথাহি ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যঃ—

ন মে প্রিয়শতকর্ষেদী মনুজঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তন্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং ন চ পূজ্যো যথাহুতম্ ॥১২॥

শুনহ সকল লোক ! বৈষ্ণবমহিমা ।

কিঞ্চিৎ করিয়া কহি মুক্তি মুখ জনা ॥

• বামন হইয়া চন্দ্র চাণ্ড ধরিবারে ।

• অল্প করি কহি কিছু শুনহ সংসারে ॥

অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয়পাত্র ।

• শাস্ত্রে বলে—যেই ভজে সেই প্রিয়পাত্র ॥

• অভক্ত বিপ্রেয় দ্রব্য না করে স্পর্শন ।

ইতিহাসসমুচ্চয় শুনহ বচন ॥ ১২ ॥

• তথাহি পাদ্যে :—

ন শূদ্রা ভগবন্তজ্ঞাতো তু ভাগবতা মতাঃ ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দনে ॥১৩॥

‘শূদ্র’ নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে ।

সেই জন ‘ভাগবত’ জানিহ সংসারে ॥

সর্ববর্ণে সেই শূদ্র—যে না ভজে হরি ।

এই কথা সর্বশাস্ত্রে কহিছে ফুকারি ॥১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৭।২।১০ ।

বিপ্রোদ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
 পাদারবিন্দবিরুখাৎ স্বপচৎ বরিত্তম্ ।
 যন্তে তদগিতমনোবচনেহিতার্থ-
 প্রাপ্য পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥১৪॥
 দ্বাদশ গুণযুত বিপ্র শ্রীকৃষ্ণে বিরূপ ।
 স্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র-অমুরূপ ॥ ১৪ ॥

তথাহি আদিপুরাণে :—

মন্তস্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব ।
 ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ ॥১৫॥
 বৎসের পশ্চাতে যথা যার ধেনুগণ ।
 তেমনি ভক্তের পাছে যার জনার্দন ॥
 ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি যার স্তুতি করি ।
 সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি ॥ ১৫ ॥
 নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ ।
 মন্তস্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥১৬॥

শ্রীশ্রীপাবনদলন

২৬৩

যোগি হৃদে, বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি আমি ।

সদা ভক্ত নিকটে রহিয়া গান শুনি ॥১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৯।৪।৬৩

অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তঃ ইব দ্বিজ ।

• সাধুভির্গ্ৰহণায়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥১৭॥

বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কর ।

এই সব জ্ঞানি লহ বৈষ্ণব আশ্রয় ॥১৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৫।১৮।১২

বস্ত্রান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈর্ভক্তৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১৮ ॥

আকঞ্চনা হরিভক্তি যার ভাগ্যে হয় ।

সর্বদেব সর্বগুণ তাঁহাতে আশ্রয় ॥

অভক্তের চিত্ত-সদা বিষয়ে মগন ।

অতএব কভু নহে গুণের উদগম ॥ ১৮ ॥

২৬৪

সাধক-কর্ত্তহার

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে :—

দর্শনস্পর্শনালাপনহবাসাদিভিঃ কণাৎ ।

ভক্তাঃ পুনস্তি কৃষ্ণস্ত সাক্ষাদপি চ পুরুষম্ ॥১৯॥

চণ্ডাল পবিত্র হয় বাঁহার দর্শনে ।

সহবাস আলাপন আর পরশনে ॥১৯॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে :—

ভাস্করস্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি ।

বিকোৰ্ত্তস্ত সনাত্নিত্য নরো নাইতি বাতনাম ॥২০॥

জাতি কুল সদাচার ভ্রষ্ট পাপিজন ।

ভক্তাশ্রয়ে হয় তার শুদ্ধ দেহ মন ॥২০॥

কিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শত্ৰুছাস্তি নিগচ্ছতি ।

কেন্তোর প্রতিজানৌহি ন মে ভক্তঃ প্রণততি ॥২১॥

নামের প্রভাবে সেহ হয় ধর্ম্মপর ।

ভক্তি ভক্ত অবিনাশী শাস্ত্রের গোচর ॥২১॥

শ্রীশ্রীপার্বতদলন

২৬৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।৪২

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ম্

ত্যাক্তান্ত্র্যভাবস্ত হরিঃ পরেশঃ ।

বিকর্ষ যচ্চোৎপত্তিতং কথঞ্চিদ্—

মুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥২২॥

বিকর্ষ যে কিছু উঠে ভক্তের হৃদয় ।

হৃদয়বিহারী হরি নাশে সমুদয় ॥২২॥

তথাহি আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে :—

মন্তন্তো দুর্লভো যন্ত ন এব মম দুর্লভঃ ।

তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং মমার্জুন ॥২৩॥

মোর ভক্ত দেখি-যেই দুর্লভ করি মনে ।

সেই সে আমার প্রাণ—কহিল অর্জুনে ॥২৩॥

তথাহি পাদ্মে :—

কিং তস্ম বহুভিন্ন-শ্লৈঃ শাশ্লৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ ।

বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যন্ত জনাৰ্দ্দনে ॥২৪॥

২৬৬

সাধক-কঠোর

হেন ভক্তি বীর হয় কুতর্থে সে জন ।

যজ্ঞ বাগে তাঁর আর কিবা প্রয়োজন ॥২৪॥

তথাহি যোগবাশিষ্ঠে :—

জ্ঞানাস্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।

নরাণাং কীর্ণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রদায়তে ॥২৫॥

সহস্র সহস্র জ্ঞান-তপস্তাদি-কলে ।

কীর্ণপাপে মাননের কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥ ২৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৭।৭।৫২

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।

শ্রীমতেহমলরা ভক্ত্যা হরিরন্তর্বিদম্বনম্ ॥২৬॥

দান ব্রত তপঃ শৌচ বেদ-অধ্যয়ন ।

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি বিনা সব বিড়ম্বন ॥২৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।২।৩২

বেহন্তেহরবিদ্ভাক ! বিমুক্তমানিন—

স্বব্যক্তভাবাবিগুহবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ কচ্ছের পদং পদং ততঃ

পদন্ত্যধোহনাদৃতবদন্তবয়ঃ ॥২৭॥

জ্ঞানী জীব 'মুক্তি সদা পাইনু' ভাবে মনে ।
বস্তুত ভক্তের মুক্তি নহে ভক্তহীনে ॥২৭॥

তথাহি ত্রীমস্তাগবতে—১।২।৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াম্মা সুপ্রসীদতি ॥২৮॥

সেই সে পরম ধর্ম জানিবে নিশ্চয় ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি যে করয় ॥২৮॥

তথাহি বিষ্ণুধর্মোত্তরে দ্বারকামাহাত্ম্যো :—

বৈষ্ণব-মহিমা

প্রাতরুখায় যে নিত্যং বৈষ্ণবানাম্ কীর্তনম্ ।

কুর্নস্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কনৌ যুগে ॥২৯॥

প্রভাতে উঠিয়া করে বৈষ্ণবকীর্তন ।

শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণতুল্য হয় সেই জন ॥২৯॥

২৬৮

সাধক-কণ্ঠহার

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—

ভূতানাং দেবচরিতং হুংধার চ সুধার চ ।
 সুধারৈব হি সাধুনাং তাদৃশামচ্যুতান্বনাম্ ॥৩০॥
 হেন বৈষ্ণবের গুণ কিবা দিব সীমা ।
 মহানন্দে গাও সবে বৈষ্ণব-মহিমা ॥
 অচ্যুতানুরক্ত তারা—না কর সন্দেহ ।
 ভাগবতশ্লোকার্থে সুখে মন দেহ ॥৩০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৪।৩০।৩৭

ভেবাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
 ভীতস্ত কিং ন রোচেত তাবকাণাং সমাগমঃ ॥৩১॥
 এইমতে ভাগবতে করিছে সধন ।
 পাষণ্ড না শুনে, আনন্দে মগন ।
 তীর্থ সব পবিত্র করিবার তরে !
 হাঁটিয়া বৈষ্ণব তীর্থ পর্যাটন করে ॥

শ্রীশ্রীপাৰশুদলন

২৬৯

বৈষ্ণব সঙ্গ হয় ভবভয় তরি।

তাহার কৃপায় কল কহিতে না পারি ॥৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১।১৯.৩৩

• যেবাং সংস্রবণাং পুংসাং সন্তঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।

কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩২ ॥

• শুধুই স্মরণে ঘাঁর সর্ব পাপ হরে ।

দর্শনাদি মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে ॥৩২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৫।১২।১২

বহুগণৈস্তং তপসা ন বাতি

ন চেজ্যয়া নির্জপণাদ্ গৃহাদ্ বা ।

• ন চ্ছন্দসা নৈব অনাগ্নিস্থৈর্ঘো-

বিনামহৎপাদরজোহভিবেকম্ ॥৩৩॥

কোটিবিধ ক্রিয়া বৈষ্ণবের পাদোদক ।

নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ আদি তপ ॥৩৩॥

২৭০

সাধক-কণ্ঠহার

তথাহি পদ্মপুরাণে :—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা

বসুন্ধরা সা বসতীচ ধত্তা ।

নিত্যস্তি স্বর্গে পিতরোহপি তেবাং

যেবাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণব যে কুলে হয় সে কুল উদ্ধারে ।

স্বর্গে নৃত্য করে আর পিতৃলোক তারে ॥ ৩৪ ॥

তথাহি পদ্মে :—

ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং হি বিত্ততে ।

বিকোরমুচরকং হি মোক্ষমাহর্মণীবিধঃ ॥

ন দাস্ত্য বৈ-পরেশস্ত বন্ধনং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

সর্ববন্ধননির্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ ॥ ৩৫ ॥

বৈষ্ণবের জন্ম নহে করম বন্ধন ।

বিমুক্ত ইচ্ছায় ভবে গমনাগমন ॥

বিষ্ণু-অমুচর তাঁরা বিষ্ণুর সেবক ।

তাঁহাদের জন্ম কর্ম সকলি পাবক ॥

বিষ্ণু-সেবকের কভু ভববন্ধন নাই ।

সর্ববন্ধবিনিমুক্ত বৈষ্ণব সদাই ॥৩৫॥

সাধুসঙ্গ-প্রভাব

তথাহি হরিতত্ত্বিকমলতিকাগ্রন্থে :—

পুণ্যাস্তোষিতবা তমোবিষটিনী সৎসঙ্গমূলোত্তমা,

শ্রদ্ধাপল্লবিনী বিরক্তিকলিকা প্রেমপ্রসূনোজ্জ্বলা ।

সাত্ত্বানন্দরসাবহক পরমং জ্ঞানং কলং বিভ্রতি

সেয়ং শ্রীহরিতত্ত্বিকমলতিকা ভূয়াং সত্যং প্রীতয়ে ॥৩৬॥

শান্ত্রমত প্রমাণের এই দিল সীমা ।

কার শক্তি আছে এই খণ্ডক আসিয়া ॥

দান ব্রত তপ যজ্ঞে কভু ভক্তি নয় ।

নিশ্চয় জানহ সবে সাধুসঙ্গে হয় ॥৩৬॥

২৭২

সাধক-কণ্ঠহার

তথাহি মোহবুদগরে :—

নলিনীদলগতজলবন্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।

জগন্নিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবান্বিতরূপে নৌকা ॥৩৭॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ববশীস্ত্রে কয় ।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ববিসিদ্ধি হয় ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে—১০।৮৪।১১

নহন্নয়ানি তীর্থানি ন দেবাঃ সৃষ্টিলাভয়াঃ ।

তে পুনস্ত্যককালে ন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩৮ ॥

জলময় তীর্থ আর যত দেবগণ ।

সৃষ্টিকা-পাষণ-বিষ্মুর্ভূতি-দরশন ॥

পবিত্র করিতে তারা পারে বহুদিনে ।

সাধুর দর্শনে পাপ যায় সেইক্ষণে ॥৩৮॥

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে—১।১৮।১৩

তুলনাম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবদ্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গত মর্ত্যানাং কিতমুশিষঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রথম স্বপ্নের কথা কিঞ্চিৎ কহিব ।

যাহা শুনি সবে বলে বৈষ্ণব ভজিব ॥

• সাধুসঙ্গে মনুষ্যের যেই সুখ সিদ্ধি ।

• ভুক্তি মুক্তি তার আগে নহে এক বিন্দু ॥

হেন বৈষ্ণবের কৃপা পাইল যে জন ।

• তাহার ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন ॥৩৯॥

তথাহি আদিপুরাণে :—

সাধুসঙ্গপরিষজাদসাধোরপি সাধুতা ।

অগাধমপি গাঙ্গং স্তাং গঙ্গারায়ং পতিতং পরঃ ॥৩০॥

সাধুসঙ্গে অবৈষ্ণব সেও ভক্ত হয় ।

অ-গঙ্গার জল যেন গঙ্গাতে পড়য় ॥৪০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৯।৪।৬৮

সাধবো হৃদয়ং ময়ং সাধুনাং হৃদয়ম্বহম্ ।

মদন্ততে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৪১ ॥

আমার হৃদয়ে থাকে সাধু নিরন্তর ।

সাধুহৃদে বাস মম পাণ্ডুবকোঙর ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।২৫।২৫

সত্যং প্রসঙ্গান্নমবীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথ্যঃ ।

তজ্জ্যোবণাদাশ্বপদবর্গবন্ধনি

শ্রদ্ধা রতিভক্তিহ্রুৎকমিচ্ছতি ॥ ৪২ ॥

কপিল গৌসাত্ত্বিক পূর্বে মাতাকে শিখাইলা ।

সাধুসঙ্গমহিমা-বিনা অন্য না কহিলা ॥৪২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।১০।৩৮

বাণী শুণানু কথনে শ্রবণৌ কথায়াম্

হস্তৌ চ কৰ্ম্মসু মনস্তব পাদয়োনিঃ ।

নৃত্যায় শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে

দৃষ্টিং সত্যং দর্শনেহস্ত ভবন্তনুনাম্ ॥ ৪৩ ॥

আরও দেখ কুবেরের পুত্র দুই জন ।

সাধু দরশন লাগি করিল প্রার্থন ॥৪৩॥

ভক্তিপূজা

তথাপি পান্ধে শিবোন্মাদস্বাদে :—

অৰ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নান্নৈব যঃ ।

ন স বিষ্ণুপ্রসাদস্ত ভাজনং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ॥৪৪॥

কৃষ্ণে পূজে, বৈষ্ণবেৰে না পূজে যে জন ।

কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদভাজন ॥৪৪॥

তথাহি পান্ধোস্তরথণ্ডে :—

আরাধনানাং সৰ্ব্বৈবাং বিষ্ণোরাৱাধনং পরম্ ।

ভগ্নাং পরিতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমৰ্চনম্ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্ণবসেবা বড় ।

পুৱাণের এই সত্য কথা হয় দৃঢ় ॥৪৫॥

তথাহি ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং :—

নৈবেদ্যং পুৱতে। তন্তং দৃষ্টেব স্বীকৃতং যয়া ।

ভক্তস্ত রসনাগ্ৰেণ রসমশ্ৰামি পশ্যত্ব । ॥ ৪৬ ॥

২৭৬

সাধক-কণ্ঠহার

নৈবেদ্য ভোজন করি ভক্তের বদনে ।

শুন শুন বলি ব্রহ্মা তোমার সদনে ॥

প্রেম-ভক্তির-চিহ্ন

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।১৪।২৪

বাগগদগদা দ্রবতে যন্ত চিন্তং

রুদত্যাভীক্ষং হসতি কচিচ্চ ।

বিলম্ব উদগারতি নৃত্যতে চ

মস্তকিবুদ্ধো ভুবনং পুনাতি ॥ ১৭ ॥

বৈষ্ণবমহিমা সীমা कहने ना যায় ।

ভুবন পবিত্র হয় বাঁহার কুপায় ॥৪৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—

তদঙ্গস্যারং হৃদয়ং যতেদং

যদগ্ৰহণাণৈর্হরিনামধৈরৈঃ ।

ন বিক্রিয়েতার্থ যদা বিকারো ।

নেত্রে জলং গাত্রক্লেবেষু হর্ষঃ ॥ ৪৮ ॥

পাষণসদৃশ তার জানিবে হৃদয় ।

হরিনাম নিলে যার নহে প্রেমোদয় ॥

প্রেমের লক্ষণ হয় সাত্ত্বিকবিকার ।

অশ্রু, কন্প, স্বেদ, হর্ষ, নেত্রে জলধার ॥৪৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—১১।১৪।২৩

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসাং বিনা ।

বিনানন্যশ্চকলয়া ওদ্যোদ্ ভক্ত্যা বিনাশরঃ ॥ ৪৯ ॥

ভক্তিবিনা কভু কারো চিত্তশুদ্ধি নয় ।

চিত্তশুদ্ধি না হইলে, নহে প্রেমোদয় ॥

প্রেমোদয় না হইতে যে কিছু বিকার ।

ভাবের আভাস হয়, ধরে ভাবিকার ॥

ভাবাভাস যার হয় সেই ভাগ্যবান ।

অপরাধী জীব নহে তাহার সমান ॥

অপরাধ-সঙ্গে কভু নহেত বিকার ।

তাই বলি তাই সব ! নাম কর সার ॥

২৭৮

সাধক-কণ্ঠহার

নাম লইতে অপরাধ দূরে যার চ'লে ।

দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম পাবে অবহেলে ॥৪৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১।২।৮

ধর্মঃ স্বহৃদ্বিত্তঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু বঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ৫০ ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্ম শ্রীকৃষ্ণকথাতে ।

রতি না জন্মায় যদি শ্রম মাত্র তাতে ॥ ৫০ ॥

ভক্তির স্বদুর্লভতা

তথাহি গারুড়ে :—

সত্ত্বাবাসিসহস্রৈভ্যঃ সর্ববেদাস্তপারগঃ ।

সর্ববেদাস্তবিংকোটি। বিকৃতভক্তো বিশিষ্যতে ॥

বৈকুণ্ঠানাং সহস্রৈভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ।

একান্তিনস্ত পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

সহস্র ব্যক্তিক নহে বেদান্তীর সম ।

বিকৃতভক্ত হৈতে হেন বেদান্তী অধম ॥

সহস্র বৈষ্ণব হৈতে একান্তী বিশেষ ।
একান্তিভক্তের পতি হন পরমেশ ॥৫১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৬।১৪।৩-৪-৫

রজোভিঃ সমঃসংখ্যাতাঃ পার্শ্বৈবরিহ অন্তবঃ ।
তেষাং যে কেচনেহস্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥
প্রায়ো মনুজবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম ।
মনুজ্ঞাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুহৃদভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহানুনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবদগীতারাম্—৭।৩।১২

মনুজানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ বততি সিদ্ধয়ে ।
বততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ততঃ ॥
বহুনাং অননামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃদভঃ ॥ ৫২ ॥
পৃথিবীতে সংখ্যাতীত প্রাণী বাস করে ।
তার মধ্যে শুভ চিন্তা মানবেই করে ॥

২৮০

সাধক-কঠোর

তার মধ্যে অধিকাংশ মোক্ষকামী হয় ।

মোক্ষকামী মধ্যে কেহ কতু মুক্তি পায় ॥

কোটি মুক্ত মধ্যে এক নারায়ণপর ।

সুদুর্লভ নাহি হয় নয়ন গোচর ॥৫২॥

তথাহি :—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥৫৩॥

বহু শত জন্ম যদি পুণ্য ক'রে থাকে ।

বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় তবে ইহলোকে ॥৫৩॥

নাম-মহিমা

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৩ ৩৩৭

অহো বত স্বপচোহজো গরীরান্

বজ্রিহ্বাশ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।

তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সন্ন রার্থ্যম্ ।

ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥৫৪॥

ত্রিশীপাৰঙদলন

২৮১

যাঁৱ ৰসনাতে সদা তব নাম ৰহে ।

যদিচ চণ্ডাল—তাঁহে 'গুৰুতম' কহে ॥

যে তোমাৰ নাম লয় সেই সে বেদজ্ঞ ।

সেই সে তপস্বী, তাৰ সিদ্ধ স্নান বজ্ঞ ॥৫৪॥

তথাহি ভাৱতবিভাগে :—

তেভ্যো নমোহস্ত ভববাৰিধিৰ্জগৎ-

সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাঙ্কজৈঃ ।

ক্লেশ্চেতি বৰ্ণবৃগলশ্ৰবণেন যেষা-

মানন্দধূৰ্ত্তবতি নৰ্ত্তিতরোমবৃন্দঃ ॥ ৫৫ ॥

“ক্লেশ” এই বৰ্ণবৃগল শ্ৰবণে বাঁহাৱ ।

অঙ্গেতে পুলক; বহে নেত্ৰে জলধাৱ ॥

বাঁহাৱ স্মৰণে পাপী হয় ভবপাৱ ।

চৰণ কমলে তাঁৱ কোটি নমস্কাৱ ॥৫৫॥

হৰিনামপৰোক্ষস্ত বিষ্ণুপূজাপৰাৱণ ।

ক্লেশমগ্নং যো গৃহ্নাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈকুণ্ঠঃ ॥৫৬॥

২৮২

সাধক-কণ্ঠহার

যতপি কহ—বৈষ্ণব বলিব কাহারে ।

শাস্ত্রে বলে—বিষ্ণু উপাসনা যেই করে ॥

হরিনাম-পরায়ণ পূজয়ে কেশব ।

কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ, বিষ্ণু জানয়ে—‘বৈষ্ণব’ ॥১৬

তথাহি নারসিংহে :—

কুককুকেতি কুকেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

জলং তিস্রা যথা পদ্মং নরকাহুত্ৱরাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥

‘গৃহস্থ বৈষ্ণব’ বলি না করিহ স্মৃণা ।

তাহার মহিমা নাহি জানে পাপিজন ॥

একবার ‘কৃষ্ণনাম’ বলিলে পাপ যায় ।

গৃহস্থ বৈষ্ণব যত নিরবধি গায় ॥

যেখ দেখে কি মহিমা কহিব তাহার ।

হেন সঙ্গ করে যেই পাপ দূরে যায় ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের গুণ সকলে শুনরে ।

জল ভেদি পদ্ম যথা ভাসয়ে উপরে ॥

শ্রীশ্রীপার্বতদলন

২৮৩

সংসারেতে থাকি তারা করে সংকীৰ্তন ।

নিস্তার পাইয়া লভে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥৫৭॥

তথাহি কান্দে :—

নান্নাং হরে কীর্তনতঃ প্রয়াতি

সংসারপারং ছুরিতৌঘমুক্তঃ ।

নরঃ স দত্যং কলিদোষজন-

পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৫৮ ॥

যেই হরি সংকীৰ্তনে প্রেম-ভক্তি হয় ।

পাপ নাশ, ভবন্ধরে কি আর বিঘ্নয় ॥৫৮॥

তথাহি বৃহদৈকবে :—

বান্নোহস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ ।

তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥৫৯॥

পাপ নাশ করিতে নাম যত শক্তি ধরে ।

তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥৫৯॥

২৮৪

সাধক-কণ্ঠহার

তথাহি ত্রিমঙ্গাগবতে—৮২৩ঃ৬

মন্ত্রতন্ত্রতন্ত্রিহ্মং দেশকালার্হবস্ততঃ ।

সৰ্বং কৰোতি নিহ্মিহ্মং নামসঙ্কীৰ্তনং তব ॥ ৬০ ॥

তথাহি শিফাষ্টকে :—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবান্নিনির্দাপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচস্মিকাবিতরণং বিভাবধুসীবনম্ ।

আনন্দামুখিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সৰ্বাস্থানপনং পরং বিজয়তে ত্রিকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনম্ ॥ ৬১ ॥

নান্নামকারি বহুধা নিজসৰ্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্তরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ ! যমাপি .

হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নাহুরাগঃ ॥ ৬২ ॥

মন্ত্র তন্ত্র দেশ কালে যদি হিহ্ম হয় ।

নামের কীৰ্তনে তাহা সব হয় ক্ষয় ॥৬০-৬২॥

শ্রীশ্রীপাষণ্ডদলন

২৮৫

তথাহি—লঘুভাগবতে :—

গোকোটাদানং গ্রহণে খগন্ত প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ ।

যজ্ঞাযুতঃ মেরুস্বর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তন সমং শতাত্মনঃ ॥৬৬

গ্রহণ সময়ে যদি কোটী গাভী দান ।

প্রয়াগেতে কল্পবাস তীর্থে অবস্থান ॥

যজ্ঞাযুত মেরুভূজ্য যদি স্বর্ণদান ।

তবু নহে শ্রীগোবিন্দনামের সমান ॥৬৭

তথাহি :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধোঃ নিত্যমুক্তোহভিন্নস্বাদাননামিনোঃ ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি চিদানন্দময় ।

বাস-নামী ভিন্ন নহে রসের নিলয় ॥৬৪॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদ্বিতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং

পূর্ব্বস্বাং পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ।

২৮৬

সাধক-কর্ত্তহার

বস্ত্রম্বিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমস্তাদৃতবে ।

দান্তেনেদমুপাত্ত সোহপি হি সদানন্দাধুর্ধো মজ্জতি ॥ ৬৫ ॥

নামী নাম—এক বাচ্য, অপর বাচক ।

উভয় স্বরূপ হয় মঙ্গলকারক ॥

পূর্বেবর অপেক্ষা হয় পরের মহত্ব ।

জান সবে শুদ্ধ মনে এই গুণতত্ত্ব ॥

বাচ্যের নিকটে যদি অপরাধ হয় ।

বাচকের কুপা হৈলে সেই মুক্তি পায় ॥

অপরাধরাশি দূরে করে পলায়ন ।

আনন্দসাগরে নিত্য সে হয় মগন ॥৬৫॥

তথাহি ত্রীমস্তাগবতে—৬৩২১

এতাবানেনব লোকেহস্মিন্ পুংসাং বর্ষঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিবোগা ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৬৬ ॥

নামগ্রহণাদি হয় শুদ্ধ ভক্তিবোগ ।

এই পরবর্ষ, অথ শুধু কর্মভোগ ॥৬৬॥

তথাহি আদিপুরাণে :—

যদ্যুতকথালাপকৰ্ণপীযুষবজ্জিতম্ ।

তদ্দিনং দুৰ্দ্ধিনং ময়ে মেঘাচ্ছন্নঃ ন দুৰ্দ্ধিনম্ ॥ ৬৭ ॥

মেঘাচ্ছন্ন দিন কভু নহেত' দুৰ্দ্ধিন ।

• হরিকথা-শুণ্য দিন সেইত' দুৰ্দ্ধিন ॥ ৬৭ ॥

তথাহি :—

• অত্যন্ততমিৎপ্ৰজ্ঞানং হরেনা'মানুকীৰ্ত্তনম্ ।

অজামিলোহপি সঙ্কেতং যৎ কৃষা হরিতাং গতঃ ॥ ৬৮ ॥

নানাভাসে মুক্তি হয়—দেখি ভাগবতে ।

নাহিক অশ্রুধা ইথে জানিহ নিশ্চিতে ॥ ৬৮ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে :—

সহস্রানামাং পুণ্যানাং ত্রিবারুত্যা তু যৎ কলম্ ।

একবারুত্যা তু কৃষ্ণং নাটকং তৎ প্রবচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

ত্রিবার সহস্রনামে যেই কল হয় ।

একবার কৃষ্ণনামে তাহাই নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥

নাথক-কণ্ঠহার

তথাহি ভারতবিভাগে :—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ইত্যন্তকালে
 জন্মন্ জন্মজীবিতং বো জহাতি
 আত্মঃ শব্দঃ কল্পতে তত্ত্ব মূল্যে
 ব্রীড়ানম্রো তিষ্ঠতোহিত্যবুগ্ধৌ ॥ ৭০ ॥

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি যে জন অস্তিত্বে ।
 দেহ ছাড়ে, কৃষ্ণনামে যার মুক্তিধামে ॥
 এক নামাভাসে মুক্তি, অন্য দুই নাম ।
 ধনী রহে এই বাক্যে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৭০ ॥

তথাহি নবুভাগবতে—

কিং তাত ! বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
 স্তার্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্ ।
 বস্তাস্থনো বাহুসি মোক্ষকারণং ।
 গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্মৃটং রট ॥ ৭১ ॥
 আগম নিগমে বল কোন্ প্রয়োজন ।
 গোবিন্দের নাম স্মৃথে করহ রটন ॥ ৭১ ॥

তথাহি পাদ্যে :—

নামৈকং বস্তু বাচি স্মরণগণগতং শ্রোত্ৰমূলং গতং বা
 উচ্চং বা শুদ্ধবর্ণং বাবহিতরহিতং তারয়তোব সত্যম্ ।
 তচ্চেদেহহ্রদিগজ্ঞনতালোভপাৰশুৰমধ্যে
 নিক্ষিপ্তং স্তান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্ত বিপ্র ॥ ৭২ ॥

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ নাম গ্রহণে শ্রবণে ।
 স্মরণে কলুষনাশ হয় সেইক্ষণে ॥
 যন জন লোভী কোন পাবন্তী দুর্জয় ।
 হেন নাম যদি কভু করয়ে গ্রহণ ॥
 তাহারও উদ্ধার কিছু বিলম্বেতে হয় ।
 নামের মহিমা-ব্যর্থ কভু কোথাও নয় ॥ ৭২ ॥

তথাহি প্রতাসথণ্ডে :—

মকুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
 সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপম্
 সৰ্বদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
 ভৃগুবর ! নরমাত্রিং তারয়েৎ কৃকনাম ॥ ৭৩ ॥

মধু হইতে স্নমধুর মঙ্গলের মঙ্গল ।

বেদকল্পলতিকার চিদানন্দ কল ॥

শ্রদ্ধায় হেলায় নাম লইনে একবার ।

নরমাত্র তরে এই জলধি সংসার ॥ ৭৩ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্মে :—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাঘো নিষেধোহস্তি হরেনীমনি

লুপ্তক ! ॥ ৭৪ ॥

দেশ কাল শুদ্ধাশুদ্ধি না কর বিচার ।

অতএব সর্বকাল নাম কর সার ॥ ৭৪ ॥

তথাহি :—

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং

স্বল্পশ্চ কালো বহুবিস্তৃতা চ ।

বৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং

হংসো বখা ক্ষীরমিবাধুমিশ্রম্ ॥ ৭৫ ॥

বহুবিধ শাস্ত্রাভ্যাসে শুধু কাল হরে ।
 তাহে নানামত বিন্ন কালেতে সংহারে ॥
 অতএব সারাৎসার করহ নির্ণয় ।
 উপাসনা কৃষ্ণ বিনা আর কি আছয় ॥ ৭৫ ॥

তথাহি :—

যে নামযুক্তা বিচরন্তি তুমৌ
 ভাস্বা চ কামান্ বিবরাৎশ্চ ভোগান্ ।
 তেবাৎশ্চ মুক্তিং পরমাং হি নিষ্ঠাং
 দাস্তামি সত্তং মনসা নিযুক্তান্ ॥ ৭৬ ॥

নামাশ্রয় করি সদা পৃথিবী বেড়ায় ।
 কামনা-বিষয় ছাড়ি যেবা আমা গায় ॥
 ভক্তি ছাড়ি যেই জন অন্য নাহি চায় ।
 সত্য তার প্রিয় আমি कहিনু নিশ্চয় ॥ ৭৬ ॥

নামাপরাধ ।

তথাহি পাদ্যে :—

সৰ্বাপরাধকৃৎপি মৃত্যতে হরিসৎশ্রয় ।

হরেরপ্যপরাধান্ ব কুৰ্ব্যাঙ্গিষদপাংশনঃ ॥

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্তাৎ তরত্যেব ন নামতঃ ।

নামোহপি সৰ্বমুহুদো হপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ৭৭ ॥

হরিপদাশ্রয়ে সৰ্ব্ব অপরাধ যায় ।

হেন হরি সেবার যদি অপরাধ হয় ॥

সেবা-অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন ।

নাম অপরাধে প্রব নরকে গমন ॥

নামের শরণ বিনা নামাপরাধীর ।

কভু মুক্তি নহে এই জানিবা সুস্থির ॥

নামের আশ্রয়ে অপরাধের মোচন ।

নাম অপরাধে হয় নিশ্চিত পতন ॥ ৭৭ ॥

অপরাধ ।

তথাহি—

অচৈতন্যে বিষ্ণো শিলাধীশু কুব্ধ নরমতিবৈকবে জাতিবুদ্ধি-
 বিষ্ণোৰ্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীৰ্থেহম্ব বুদ্ধিঃ ।
 বিষ্ণোনির্ম্মাণ্যানাং কলুবদনয়োরন্তসামান্তবুদ্ধি-
 বিষ্ণো সৰ্কেষ্মরেশে তদিতরসমধীৰ্যন্ত বা নারকীঃ সঃ ॥ ৭৮ ॥

বৈষ্ণবের প্রতি যে বা জাতিবুদ্ধি করে ।

তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥

নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয় ।

ফুকান্নিয়া এই কথা সর্ববশান্ত্রে কর ॥ ৭৮ ॥

তথাহি স্বান্দে সার্কেন্ডেত্তগীরথসংবাদে :—

নিন্দাং কুর্কন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাম্মনাম্ ।

পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥

হস্তি নিন্দন্তি বৈ ষোষ্টি বৈষ্ণবাভিনন্দতি ।

জুধ্যতে য়াতি নো হৰ্ষং দর্শনে পতনামি বহু ॥ ৭৯ ॥

প্রভাতে বৈষ্ণব সব বুলে কিত্তিলে ।
 'কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভজ' সর্ব জীবে বলে ॥
 না শুনি তাহার বোল মায়ার কারণে ।
 পাপ-পুণ্যে রত লোক হত তিন গুণে ॥
 যমের প্রহার তার না যায় ধুণ ।
 যাবৎ না ভজে গুরু-বৈষ্ণব-চরণ ॥
 না ভজয়ে পাপিলোকে নিন্দা করে সব ।
 বন্দুত হাতে সেই পায় পরাভব ॥
 বৈষ্ণবেরে দেখি যেই পাপী নিন্দা করে ।
 মহাপরাধ আসি সে পাপীরে ধরে ২ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—২।৩০।৩১

অপি চেৎ সূহ্মাচারো ভজতে মাখনন্তাক্ ।
 সানুরেব স মন্তব্যঃ সন্যাগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৮০ ॥
 জগৎ-বন্ধক ঘোর বিষয়ী যে জন ।
 কৃষ্ণনাম সার জানি করে উচ্চারণ ॥

ভাহারে সতের মধ্যে গণন করিবে ।

তার নিন্দা সকলেই নরকে বাইবে ॥ ৮০ ॥

তথাহি নারসিংহে :—

ভগবতি চ হরাবনলচেতা

ভৃশ্মমলিনোহপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ।

নহি শশকলুবচ্ছবিঃ কদাচিত্

তির্য্যপরাভবতানুপৈতি চন্দ্রঃ ॥ ৮১ ॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না কর বিচার ।

বৈষ্ণবের দোষগুণ বিচারের পার ॥

বৈষ্ণবে নিষিদ্ধ কর্ম যদি বা দেখিবে ।

অব্যর্থ কারণ কিছু আকরে জানিবে ॥

কৃষ্ণের পরীক্ষা কোন প্রয়োজন আছে ।

অন্তএব সেই কার্য বৈষ্ণব করিছে ॥

কুকর্মী বৈষ্ণব তবু শশাঙ্কের প্রায় ।

পাপ-ভমোরাসি নাশি করয়ে উদয় ॥ ৮২ ॥

তথাহি পাঠ্যে :—

অবৈক্যবোপদ্বিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরন্নং ত্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদবৈক্যবাদ্ গুরোঃ ॥ ৮২ ॥

অবৈক্যব গুরু কভু করিতে যে নাই ।

সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈক্যব গৌসাত্রিঃ ॥ ৮২ ॥

কলিযুগ ধর্ম্ম ।

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে:—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কার্ণৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥ ৮৩ ॥

হরি নাম হরি নাম হরি নাম সার ।

কলিকালে নাম বিনা গতি নাই আর ॥ ৮৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।২০

কুং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিতেষু কেশবঃ ।

নানাবর্ণাভিধাকারো নটনৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ৮৪ ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি চারিযুগে হরি ।

নানা বর্ণে অবতরে নানা নাম ধরি ॥

শ্রীশ্রীপাষণ্ডদলন

২২৭

ঐ সব যুগে লোক পূজয়ে তাঁহারে ।
বিবিধ বিধানে নিজ ভক্তি অনুসারে ॥ ৮৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১২।৩।৫২

কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণু ত্রেতারায় যজতোনৰ্থৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায় কালৌ তদ্বরিকীৰ্তনাৎ ॥
যে যুগেষ্টে যেই ধর্ম করহ শ্রবণ ।

কলিযুগে সংকীৰ্তন শাস্ত্রের বচন ॥ ৮৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।৩৬

কলিং সভাজনস্বার্থ্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীৰ্তনেনৈব সর্ব স্বার্থোহভিলভ্যতে ॥ ৮৬ ॥
বিজ্ঞ আর্ধ্য সারগ্রাহী জন যেই হয় ।
অন্যযুগ হ'তে কলির সম্মান করয় ॥
তাহার কারণ শুন হ'য়ে এক মন ।
সর্ব সাধ্য সাধে ইহ নাম সংকীৰ্তন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীশ্রীশচী-তনয়াষ্টকং

শ্রীশ্রীশচী-তনয়ায় নমঃ



উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং,
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং ।
ত্রিভুবন-পাবনং কুপার্যঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ১ ॥

গদগদ-অস্তর-ভাব-বিকারং
দুর্জ্ঞান-তর্জ্ঞান-নাদ-বিলাসং ।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীশ্রী-তনয়াষ্টকম্

২৯৯

অরুণাস্বর-ধর-চারু-কপোলং

ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচর-রুচিরং ।

জলিত-নিজ-গুণনাম-বিনোদং

তং প্রণামামি চ শ্রীশ্রীশ্রী-তনয়ং ॥ ৩ ॥

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং

ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং ।

গতি-অতিমম্বর-নৃত্য-বিনাসং

তং প্রণামামি চ শ্রীশ্রীশ্রী-তনয়ং ॥ ৪ ॥

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং

মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং ।

চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং

তং প্রণামামি চ শ্রীশ্রীশ্রী-তনয়ং ॥ ৫ ॥

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং

দ্বিবি কলেকর-মণ্ডিত-মণ্ডং ।

৩০০

সামক-কঠহার

দুর্জয়ন-কল্যায়-ধন-দণ্ড

তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৬ ॥

ভূষণ-ভূষণ-অলকা-বলিতং

কম্পিত-বিন্ধ্যধরবর-রুচিরং ।

মলয়-বিরচিত-উজ্জল-তিলকং

তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৭ ॥

নিমিত্ত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং

আজামুলম্বিত-শ্রীভূষণ-যুগলং ।

কলেবর-কৈশোর-নরক-বেশং

তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল-সার্কভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্ সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং

১ : প্রেমে ঘৃণিত,

ବସନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା,

চঞ্চল যুগুতি-নিব্দিভং ।

বাদন-মণ্ডল,

টান নিয়ন্ত্রণ,

• বচন অমৃত-খণ্ডিতং ॥

ਅਜੀਤ ਗੁਰਗੱਦ,

ভারিগ জগজনে,

মোহে কাহে কুরু বঞ্চিতং ।

ଅସ୍ମତି ଅସ୍ମ,

ବନ୍ଧୁ-ଆହୁବା-ପ୍ରିୟ,

দেহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ১ ॥

— मिहिर-मण्डल,

শ্রবণে কুণ্ডল,

গণ্ডমণ্ডলে দোণিতং ।

কিয়ে নিরুপম,

মালতীর দাম,

ਅਰਜੁਨ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ-ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ॥

৩০২

সাধক-কণ্ঠহার

মধুর-মধুমদে,

মত্ত মধুকর,

চারু চৌদিকে চুম্বিতং ।

জয়তি জয়,

বনু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দেহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ২ ॥

আজানুলম্বিত,

বাহু সুবলিত,

মত্ত-করিবর-নিন্দিতং ।

ভায়া ভায়া বলি,

গভীর ডাকই,

করু দশদিক ভেদিতং ॥

অমর কিম্বর,

নাগ-মরলোক,

সর্বচিত্ত-সুদর্শিতং ।

জয়তি জয়,

বনু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দেহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ৩ ॥

কণে হৃদয়ত

লক্ষ-বাক্ষ কৃত,

মেঘ-নিন্দিত-গর্ভিতং ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং

৩০৩

সিংহ-ডমরু-কীণ

কটিতট

নীল-পট্টবাস শোভিতং ।

সোঁ পল্ল ধুনী-তীরে,

সঘনে ধাবই,

চরণ-ভরে মহী কম্পিতং ।

জয়তি জয়,

বহু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দৈহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ৪ ॥

অবনী-মণ্ডল,

প্রেমে বাদল,

করল অবধৌত ধাবিতং ।

ভাপী দীন হীন,

তার্কিক দুর্জয়ন,

কেহ না ভেল বধিতং ॥

শ্রীপদপল্লব,

মধুর মাধুরী,

ভকত-ভ্রমর-মুখপাতং ।

জয়তি জয়,

বহু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দৈহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ৫ ॥

৩০৪

সাধক-কণ্ঠহার

ও মণিমঞ্জীর,

চারু তরলিত,

মধুর মধুর স্নানাদিতং ।

অতুল রাতুল,

যুগল পদভল,

অমল-কমল-সুরাজিতং ॥

তেজিয়া অমর,

অবনী হিমকর,

নিতাই-পদনখ-শোভিতং ।

জয়তি জয়,

বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দেহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ৬ ॥

বঁাহার ভয়ে,

কলি ভুজগ,

ভাগল ভেল সভে হর্ষিতং ।

তপন-কিরণে-জন্ম,

তিমিরু নাশই,

তৈছে কমল-সুরাজিতং ॥

দূরিত-ভয়ে ক্রিতি,

অবহি আতুর,

ভার তার কর নাশিতং ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং

৩০৫

জয়তি জয়,

বনু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দেহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ৭ ॥

ঈষত হংসইতে,

বলকে দামিনী,

কাহিনীগণ-মন-মোহিতং ।

সো পংছ ধনী-তীরে,

না জানি কার ভাবে,

অবনী উপরে গিরিতং ॥

বচন বলইতে,

অথর কল্পই,

বাহু তুলি কণে রোদিতং ।

জয়তি জয়,

বনু-জাহ্নবা-প্রিয়,

দেহি মে স্বপদাস্তিকং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল-কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিত

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টক সম্পূর্ণ ।

শ্রীশ্রীবজরাজ-সুতায়কং

শ্রীশ্রীবজরাজ-সুতার নমঃ

নবনীলদ-নিন্দিত-কাস্তিধরঃ

রসসাগর-নাগরভূপ-বরং ।

শুভ-বন্ধিম চারু-শিখণ্ডশিখং

ভজ কৃষ্ণনিধিঃ বজরাজসুতং ॥ ১ ॥

ক্র-বিশুদ্ধিত-বন্ধিম শত্রুধনুঃ

মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি বিধুং ।

মুহু-মন্দ-মুহাস্ত-মুভাষ-মুতং

ভজ কৃষ্ণনিধিঃ বজরাজসুতং ॥ ২ ॥

সুবিকম্পদনজ-সদজধরং

ব্রজবাস-মনোহর-বেশকরং ।

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-মৃত্যুংকং

৩৭

ভূশ-লাঙ্ঘিত-নীলসরোজ-দৃশং
 ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজমৃতং ॥ ৩ ॥
 অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
 শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুণ্ডলকং ।
 কটি-বেষ্টিত পীতপট মুখটং
 ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজমৃতং ॥ ৪ ॥
 কল-মুপুর-রাজিত-চারু-পদং
 মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভঙ্গমদং ।
 ধ্বজ-বজ্র-বাক্রিত-পাদবুগং
 ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজমৃতং ॥ ৫ ॥
 ভূশ-চন্দন-চর্চিত-চারু-তনুং
 মণি-কোস্তভ-গর্হিত-ভানুতনুং ।
 ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং
 ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজমৃতং ॥ ৬ ॥

সাধক-কণ্ঠহার

সুরবন্দ-সুবন্দ্য-সুবন্দ-হরিং
 সুরনাথ-শিরোমণি-সর্বগুরুং ।
 গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং
 ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজমুতং ॥ ৭ ॥
 বৃষভানুমুতা-বর-কেশি-পরং
 রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরং ।
 জগদীশ্বরমীশ্বরমীড়্যবরং
 ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজমুতং ॥ ৮ ॥
 ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজমুতাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং

সুবদা-সুধ-মণ্ডলাং শ্রুতি-কান্তি-মনোহরাং ।
 বরাজরাজ-ভূষিতাং নমামি কীর্তিতা-মুতাং ॥ ১ ॥

श्रीश्रीराधिकाष्टकं

३०२

सौदामिनी-विनिन्द्याङ्गीं नवीन-नीरदाश्वरां ।

गोविन्द-मनोमोहिनीं नमामि कीर्तिदा-सुतां ॥ २ ॥

सूदीर्घ-नेत्र-नलिनीं पीनोन्नत-परोधरां ।

कृष्णमनः-प्रलोभिनीं नमामि कीर्तिदा-सुतां ॥ ३ ॥

नासिका-रत्न-उज्ज्वलां कुन्दवदस्त-पङ्क्तिकां ।

सुस्निग्ध-चारुवदनां नमामि कीर्तिदा-सुतां ॥ ४ ॥

करेण लीला-पद्मजं आलिभिः परिवेष्टितां ।

चिकुर-वेणी-गङ्गितां नमामि कीर्तिदा-सुतां ॥ ५ ॥

हरि-विनिन्दित-कटिं विशाल-नितम्ब-तटीं ।

उरसि रत्नहारिकां नमामि कीर्तिदा सुतां ॥ ६ ॥

सुगन्ध-अङ्ग-अनिलां गृति-हंसिनी-गङ्गितां ।

कुण्ठैः सर्व-वरीयसीं नमामि कीर्तिदा-सुतां ॥ ७ ॥

स्निग्ध-काञ्चि-नख-श्रेणीं प्रगल्भिकां सुभाषिणीं ।

कृष्णचन्द्र-चकोरिणीं नमामि कीर्तिदा-सुतां ॥ ८ ॥

৩১০

সাধক-কণ্ঠহার

এতচ্ছীরাধিকাষ্টকং পঠেৎ যঃ শ্রবয়াম্বিতঃ ।

প্রাপ্য তদজ্জি-সুগমং ভবাক্ষিং সমুদ্রেৎ সুখং ॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং সমাপ্তং

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং

অধরং মধুরং বদনং মধুরং

নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং ।

হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং

মধুরাধিপভেরখিলং মধুরং ॥ ১ ॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং

বসনং মধুরং বলিতং মধুরং ।

চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং

মধুরাধিপভেরখিলং মধুরং ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং

৩১১

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ

পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ ।

নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরং ॥ ৩ ॥

গীতং মধুরং পীতং মধুরং

ভুক্তং মধুরং স্পৃষ্টং মধুরং

রূপং মধুরং তিলকং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরং ॥ ৪ ॥

করণং মধুরং ভরণং মধুরং

হরণং মধুরং রমণং মধুরং

বসিতং মধুরং শষিতং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরং ॥ ৫ ॥

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা

মম্বলা মধুরা বীটী মধুরা ।

৩১২

সাধক-কণ্ঠহার

সলিলং মধুরং কমলং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরং ॥ ৬ ॥

গোপী মধুরা লীলা মধুরা

যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং ।

হৃদং মধুরং শিখং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরং ॥ ৭ ॥

গোপা মধুরা গাবো মধুরা

যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা ।

দলিতং মধুরং কলিতং মধুরং

মধুরাধিপত্যেরখিলং মধুরং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য বিরচিতং

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামে নমঃ

নিখিল-প্রতি-মৌলি-রত্নমালা-

দ্যুতি-নীরাঞ্জিত-পাদপঙ্কজাস্ত ॥

ঐয়ি । মুক্তকুলৈরুপাশ্রমানং

পরিভস্মাং হরিনাম ! সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

জয় নামধেয়, মুনিবৃন্দপেয় !

জন-রঞ্জনায় পরমক্ষয়াকুতে ॥

হৃদনাদয়াদপি মনাংদীপিতং

নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং-বিলুপসি ॥ ২ ॥

ষাভাসোহপ্যুত্থন্ কবলিত-ভবধ্বাস্ত-বিভবো

দৃশং ভবাকানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীং ।

জনন্তশোদাতং জগতি ভগবন্মাম তরণে ।

কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

যয ক্ষ-সাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি

বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।

অপৈতি নাম । স্ফূরণেন ভক্তে

প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরোতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অবদমন-যশোদানন্দনো নন্দসুনো ।

কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ! ।

প্রণতকরণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে

হস্মি মম রতিরুচ্চৈর্বন্ধিতাং নামধেয় ! ॥ ৫ ॥

বাচ্যং বাচকমিত্যাদেতি ভবতো নাম !

স্বরূপদ্বয়ং পূর্বক্স্মাৎ পরমেব হন্ত !

করণং তত্রাপি জানীমহে ।

যন্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী

সমস্তান্তবে দাস্তেনেদমুপাস্ত সোহপি

হি সদানন্দান্বুর্ধো মজ্জতি ॥ ৬ ॥

সুদিতাশ্রিত-জনার্তি-রাশয়ে

রম্য-চিদম্বন-সুখ-স্বরূপিণে !

নাম ! গোকুল-মহোৎসবায় তে

কৃষ্ণ । পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

নারদ-বীণোজ্জীবন ! সুধোন্মি-নির্ঘাস-

মাধুরীপুর ॥

কং কৃষ্ণনামে । কামং স্তব র মে রসনে

রসেন সদা ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্থামি বিরচিতং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম

(১)

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচস্রিকাবিতরণং বিত্তাবধুজীবনম্ ।
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণানুতাস্বাদনং
সর্ববাক্সমপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনম্ ॥

অন্ত্যর্থঃ

মানস দর্পণ যেই করয়ে মার্জন ।
ভব-মহা-দাবানল করে নির্বাপণ ॥
কল্যাণকুমুদে করে জ্যোৎস্না-বিতরণ ।
বিত্তারূপা-বধুটির যে হয় জীবন ॥
আনন্দ সমুদ্র যিনি করেন বর্জন ।
যাঁর পদে পদে পূর্ণ সুখার স্বাদন ॥

সকল আত্মায় যিনি করান স্নাপন ।
জয় জয় সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥

(২)

নান্নামকারি বহুধা! নিজ-সর্ব-শক্তি
স্তত্রাৰ্ণিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমহাজনি নানুরাগঃ ॥

অন্ত্যর্থঃ

ভিন্নরুচি জীবে দেখি ওহে ভগবন্!
কত নাম প্রচারিলে—নাহিক গণন ॥
নিজ সর্বশক্তি তাহে করিলে অর্পণ ।
নিয়মও না রাখিলে করিতে স্মরণ ॥
এত দয়া তব, মম দুর্দৈব ঐহন ।
অনুরাগ না জন্মিল নামেও এমন ॥

সাধক-কর্ত্তহার

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন ভরোরিব সহিষুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অন্ত্যার্থঃ

তৃণের অপেক্ষা নীচ—অতি নীচ হৈয়া ।
বৃক্ষসম সহগুণ আশ্রয় করিয়া ॥
নিজে মান নাহি চাহি, অশ্রে দিয়া মান ।
শ্রীহরিকীর্ত্তন সদা কর্ত্তব্য-বিধান ॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ । কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাস্তত্তিরহৈতুকা শ্মি ॥

অন্ত্যার্থঃ

ওহে জগদীশ ! নাহি চাহি ধন জন ।

সুন্দরী কবিতা কিংবা না করি কামন ॥

হে ঈশ্বর ! তোমা লাগি যে ভক্তি তোমার ।

সে ভক্তি আমার যেন জন্মে জন্মে হয় ॥

(৫)

অগ্নি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং

পতিতং মাং বিষমে ভবান্মুখো ।

কুপয়া তব পাদপঙ্কজ-

স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিস্তয় ॥

অন্ত্যার্থঃ

তোমার কিঙ্কর আমি হে নন্দমন্দন ! ।

বিষম-ভবান্নি মাঝে পতিত এখন ॥

কৃপা করি তব ঐ কমল-চরণে ।

সংলগ্ন ধূলির মত মোরে কর মনে ॥

সাধক-কণ্ঠহার

(৬)

নয়নং গলদশ্রুখারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
 পুলকৈর্নির্চিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অন্ত্যার্থঃ

অক্ষয় অক্ষর খার নয়নে গলিবে ।
 বদনে গদগদে বাণী নাহি নিঃসূরিবে ॥
 পুলক-কদম্বে অঙ্গ পূরিয়া যাইবে ।
 তব নাম নিতে নাথ । কবে হেন হবে ॥

(৭)

যুগ্মায়িতং নিমেষেণ চক্ষুযা প্রাবুঝায়িতম্ ।
 শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

অন্ত্যার্থঃ

গোবিন্দবিরহে মোর একি হৈল দায় ।
 একটি নিমেষ যায় কত যুগ প্রায় ॥

শ্রীশ্রীশিকাষ্টকম্

৩২১

নয়নে বরিছে বারি বরিষার মত ।

দশদিক্ শূন্যময় হেরি অবিরত ॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনকুনাম্

আদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।

যথা তথা না বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

ইতি শ্রীগোরাঙ্গমুখোদগীর্ণ শ্রীশিকাষ্টকম্ সম্পূর্ণম্ ॥

অন্ত্যর্থঃ

তঁর চরণেতে রতি মোর অনুক্ষণ ।

মোরে আনিজিয়া হয় করুন পেষণ ॥

কিংবা নাহি দেখা দিয়া মর্মেতে আমার ।

দিউন প্রবল পীড়া—যত ইচ্ছা তঁর ॥

৩২২

সাধক-কঠহার

লম্পট—করন্ নাকো যেমন ভেমম ।

যোর প্রাণনাথ কিন্তু সে-ই—অন্য ন'ন ॥

ইতি শ্রীগৌরানন্দমহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের
ভাষা সমাপ্ত ।

শ্রীহরিনাম-দীপিকা

এককালে রাধা কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুল্য ।

প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিল ।

মনের উদ্বেগ সব নিরাসের ভরে ।

হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরন্তরে ॥

সম্বোধনে যোল নাম উচ্চারণ করি ।

পূর্ণ অভিলাষে কহে মনের মাধুরী ॥

অষ্ট হরিনাম আর চারি কৃষ্ণ নাম ।
 চারি রাম নাম যাতে পূর্ণ মনস্কাম ॥
 প্রথম হে 'হরে' ! সুমধুর্যা দেখাইয়া ।
 হঠাৎকারে মোর চিত্ত লইলে হরিয়া ॥
 প্রথম হে "কৃষ্ণ" ! তুমি আনন্দ স্বরূপ ।
 সর্ববিচিত্র আকর্ষহ রমণীয় রূপ ॥
 দ্বিতীয় হে "হরে" । ধৈর্যকুল লজ্জাভয় ।
 সকল হরিলে মোর তুমি মহাশয় ॥
 দ্বিতীয় হে "কৃষ্ণ" ! গৃহ হৈতে মন কাড়ি ।
 বন প্রতি লৈলে আশা আকর্ষণ করি ॥
 তৃতীয় হে "কৃষ্ণ" ! কুণ্ডে প্রবেশ করণে ।
 হঠাৎ আসি কপুলিকা কর আকর্ষণে ॥
 চতুর্থ হে "কৃষ্ণ" ! মোর কুচ আকর্ষিয়া ।
 নখাঘাত-অর্জে দিলে মহানিধি পাইয়া ॥

তৃতীয় হে “হরে” ! নিজ ভুজ্জেতে বাঁধিয়া ।

পুষ্পশয্যা প্রতি মোরে লইলে হরিয়া ॥

চতুর্থ হে “হরে” ! পুষ্পশয্যা নিবেদিয়া ।

অস্তর্দেয় বপু রলে লইলে হরিয়া ॥

পঞ্চম হে “হরে” ! বপু হরণ ছল করি ।

অস্তরে বিরহ ব্যথা সব নিলে হরি ॥

প্রথম হে “রাম” ! তুমি স্বচ্ছন্দে রমিলা ।

আমার রমণে রাম নাম ধরাইলা ॥

ষষ্ঠ হে “হরে” ! অবশিষ্ট যত ছিল ।

ব্যাম্রাম কোটিল্য মোর সকলি হরিল ॥

ষষ্ঠীয় হে “রাম” ! আমার রমণ করায় ।

প্রকৃতি হইয়া মোর স্বরূপ আচরায় ॥

তৃতীয় হে “রাম” ! রমণীয় চুড়ামণি ।

প্রত্যেক সর্বদা তোমার রমণীয় মানি ॥

আমার নয়ন চকোর তাহাতে মাতিয়া ।
 আনন্দন করে তাহা সুখানুখ পাইয়া ॥
 চতুর্থ হে “রাম” ! কেবল রমণ স্বরূপ ।
 রমণে বিরাজ কর হয়ে কর্তারূপ ॥
 রমণ প্রীতি রূপ স্বরূপ হইয়া ।
 কেবল রমণ কর্তা রমণ তব জিয়া ॥
 সপ্তম হে “হরে” ! মোর চিত্ত মগী হয় ।
 তাহারে হরিয়া আনন্দ মুচ্ছাকে পাওরায় ॥
 অষ্টম হে “হরে” ! তুমি সিদ্ধ পরাক্রম ।
 রতিকর্ম প্রকট কর অতি প্রবলতম ॥
 ঐশ্বর্য প্রিয় তুমি যেমন নিযুক্তা ।
 ক্ষণে কোটী কর মানি বিরহিনী ভীতা ॥
 কিসে দিন কাটাইব শুম দীনবন্ধু ।
 আপনি বিচারি মোরে তরাও দুঃখসিদ্ধ ॥
 বিরহিনী ব্রজ-সখী-সকল আমার ।
 সে স্বভাবে ভাবে বন্ধ সান্নিধ্যগণ আর ॥

স্বষ্টি মাংখে আছে বত আর আর জন ।

সবাকারে প্রাণ দাও দিয়ে দরশন ॥

এই ত কহিল হরি নামের বিচার ।

মনোভীষ্ট পূর্ণ কর আশা সবাকার ॥

শ্রীহরিনাম দীপিকা সমাপ্ত ।

অথ স্নান বিধি ।

স্নানাথে নদী বা জলাশয় প্রভৃতিতে উপস্থিত

হইয়া আচমন করত :—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ববাবস্থাং গতোহপি বা ।

যঃ স্নরেৎ পুণ্ডরীকাকং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥

এই মন্ত্রে ত্রিবিম্বস্মরণ করিবেন । অতঃপর—

গঙ্গে । চ যমুনে । চৈব গোদাবরী । সরস্বতী ! ।

মর্ম্মদে । সিদ্ধু কাবেরি । জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ ।

তীর্থ্যাণ্ডেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ ॥

এই মন্ত্রে তীর্থাদি আবাহন পূর্বক—

দেবদেব জগন্নাথ ! শঙ্খ-চক্র-গদাধর !

দেহি বিষ্ণো ! মমানুজঃ তব তীর্থনিবেষণে ॥

এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া পরে

স্রোতাভিমুখী হইয়া—

বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা ।

ত্রাহি নস্তেনসন্তস্মাদাক্ষমমরণাস্তিকাত্ ॥

এই মন্ত্রে সাতবার মন্ত্ৰকে জল অর্পণ পূর্বক

কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া—

অশ্রুক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ।

মৃত্তিকে হর মে পাপং বন্নায়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥

সাধক-কণ্ঠহার

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহনা ।
 যুক্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমম্বিতা ॥
 আরুহ মম গাত্রাণি সর্বপাপং প্রমোচয় ॥
 এই মন্ত্রে সর্ববান্ধে লেপনান্তে স্নান করিবেন ।
 সাধ্যানুসারে গজার শুভ পাঠান্তে প্রণাম
 করিবেন । যথা—

সন্তঃপাতকসংহন্ত্রী সন্তোদুঃখ-বিনাশিনী ।
 সুখদা মোক্ষদা গজা গজৈব পরমা গতিঃ ॥

(দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ মন্ত্র)

ললাটে কেশবং ধ্যয়েৎ নারায়ণমথোদরে ।
 বক্ষঃস্থলে মাধবম্ গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥
 বিষুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ দধুসুদনম্ ।
 ত্রিবিক্রমং কক্ষরে তু বামনং বায়ুপার্শ্বকে ॥

দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ মন্ত্র

৩২৯

শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশস্ত কঙ্করে ।

পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং শ্রুজেৎ ॥

তৎ প্রক্ষালনতোয়স্ত বাহুদেবেতি যুর্জনি ॥

ক্রমনির্দিষ্ট স্থান ।

মন্ত্র ।

জলাটে শ্রীকেশবায় নমঃ ।

উদরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ ।

বক্ষঃস্থলে শ্রীমাধবায় নমঃ ।

কণ্ঠে শ্রীগোবিন্দায় নমঃ ।

দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ।

দক্ষিণ বাহুতে শ্রীমধুসূদনায় নমঃ ।

দক্ষিণ স্বক্কে শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ ।

বাম পার্শ্বে শ্রীবামনায় নমঃ ।

বাম বাহুতে শ্রীশ্রীধরায় নমঃ ।

৩৩০

সাধক-কণ্ঠহার

আম স্বক্ষে ...	...	শ্রীহরীকেশায় নমঃ ।
চৈত্রে ...	...	শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ ।
চৈত্রে ...	...	শ্রীদামোদরায় নমঃ ।

“শ্রীবাসুদেবায় নমঃ” বলিয়া হস্ত ধৌত জল মস্তকে
সচন করিবেন ॥

শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত শ্রীশ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর অষ্টকালীয়-
লীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রের—

পড়ানুবাদ

শ্রীবাসের কুসুম কাননে ।	ওয়েছিল কুসুম শয়নে ॥
তুনি বিহগের কলধ্বনি ।	আগিলেন গোরা গুণমণি ॥
কক-পাশে রাখার শয়ন ।	স্মরি নীরে ভাসে শ্রীবদন ॥
ভজ মন শ্রীগোরাঙ্গ লীলা ।	নিশি ধৈবে বাহা আচরিল ॥১॥
তথা হোতে নিজালয়ে গিরে ।	রাধাভাবে রহিলা শুভিরে ॥

পঞ্চাবাদ

৩৩১

পরভাতে আগি রস-ভরে ।	শ্রীবদন পাখালিয়া নীরে ॥
বসিলেন সখাগণ সনে ।	হরি নিশি রস-আলাপনে ॥
ভজ মন শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা ।	পরভাতে বাহা আচরিল ॥২॥
অনাদিক সমাপ্তন করি ।	ভাবে ভোর হৈলা গোরহরি ॥
শ্রীকৃষ্ণের কাননে গমন ।	গোপ গোপী বিরাকুল মন ॥
ভাব-অভিনয়ে ভক্তমাঝে ।	গরগর গোর-বিরাজে ॥
ভজ মন শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা ।	পূর্বাঙ্কেতে বাহা আচরিল ॥৩॥
সখাবৃত্তা শ্রীরাধা সহিত ।	হরি-লীলা মধ্যাহ্ন-বিহিত ॥
ভাব-ভরে ক্ষুরণ কখন ।	নিজজন-সহায়করণ ॥
ভজ মন শ্রীগোরাঙ্গলীলা ।	মধ্যাহ্নেতে বাহা আচরিল ॥৪॥
বন হতে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।	আসিছেন ঘরেতে আপন ।
গোপ-গোপী মহাপ্রেমভরে !	পুলকিত চাঁদবুধ হেরে ॥
অরিয়াঁ গোরাঙ্গ-চাঁদ মোর ।	শ্রীরাধার ভাবেতে বিভোর ॥
নাচে গায় দীর্ঘবাস বহে ।	কণে মুর্ছা বাহু নাহি রহে ॥
ভজ মন শ্রীগোরাঙ্গ-লীলা ।	অপরাজে বাহা আচরিল ॥৫॥
সান্নায়ে কৃষ্ণের স্নানোশন ।	দ্বয়ে করিলা বিচিস্তন ॥
রাধাবেশে ভক্তকরণ ।	অগ্ররূপ-লীলা-পট্টন ॥

৩৩২

সাধক-কণ্ঠহার

ভজ মন শ্রীগোরাধ-লীলা । সায়াহুতে বাহা আচরিল। ॥৬॥
 প্রাণেশের সঙ্কেত শুনিয়া । শ্রীরাধার বিরাকুল হিয়া ॥
 নিকুঞ্জাভিগম সর্বদাশে । সেই ভাব উপজিয়া মনে ॥
 অশ্রু-কল্পে, পুলকিত-চিত্তে । চলে কর ধরিয়া কটিতে ॥
 রসাধেশে অলিত-গমনে । উপনীত শ্রীবাস-ভবনে ॥
 ভজ মন শ্রীগোরাধ-লীলা । প্রদোষেতে বাহা আচরিল। ॥৭॥

শ্রীবাস-ভবনে, নিম্নগণ সনে,

কীর্তন-নটন-বিনোদ-লীলা ।

ভকত সহিত, অশ্রু-পুলকিত,

রাসরসে পছঁ মগন ভেলা ॥

সমাপি কীর্তন, কলাদি ভোজন,

করি গণসহ কুহুম-বনে ।

করেন শয়ন, গোরা প্রাণধন,

ভজ মন তাঁ' লীলার গণে ॥ ৮ ॥

পদ্মানুবাদ

৩৩৩

ত্রিরাগগোন্ধামিকৃত ত্রিরাগধাক্ষের অষ্টকালীন-
লীলা-স্বরগমজলের—

পদ্মানুবাদ

(শ্রীমহনন্দন দাস ঠাকুর কৃত)

ত্রিরাগধিকা-প্রাণবন্ধু

পাদপদ্ম-মধ-ইন্দু

ব্রহ্মাশিব-শেষ-অগোচর ।

প্রেমসেবা সাধ্য যেই

গাঢ়লোভে মিলে সেই,

ব্রজবাসি-চরিত-তৎপর ॥

রাগপথে পথি হৈয়া

ব্রজভাবে প্রবেশিয়া,

লভ্য যেই নৈতিক সেবন ।

মানসের সেবা যেই,

বিস্তার করিয়ে এই,

প্রণমিয়া তাঁহার চরণ ॥ ১ ॥

নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে,

পরবেশ গোষ্ঠে নিতে,

৩৩৪

সাধক-কণ্ঠহার

প্রাতঃকালে সায়াংকালে, খেলা সব সখা মিলে,
গোচারণ সঙ্গবের বেলা ॥

মধ্যাহ্নে নিশায় যার রাখাসঙ্গে সুবিহার,
বৃন্দাবনে হয় মহানন্দে ।

অপরাহ্নে গোষ্ঠে বান, প্রদোষে সুহৃদ-স্থান,
রাধু সেই কৃষ্ণরসকন্দে ॥ ২ ॥

রাত্রিশেষে শুকশারী-আদি পক্ষিগণ,
বৃন্দার নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ ।

রাগাকৃষ্ণ আগিলেন সে ধ্বনি শুনিয়া
রসের আলসে তবু রহিলা শুইয়া ।

নানা পড়ে হস্ত আর অহস্ত বচনে

তবে শুক শারী আগাইল দুইজনে ।

শয্যায় বসিল উঠি কিশোর কিশোরী

আনন্দে মগন দৌহে দৌহা-মুখ হেরি ।

এই কালে সখীগণ করিলা প্রবেশ
 দংশনে বাড়ি গেল আনন্দবিশেষ ।
 নানা পরিহাস কথা নানা স্মৃচাতুরী
 নিমগ্ন হৈলা হরি সে রস-মাধুরী ।
 কক্খটী কহিল তবে “জটীলা আইলা”
 সেই স্বরে রাখাক্ষ সখী চমকিলা ।
 তবে দৌহে গেলা নিজ নিজ গৃহমাঝে,
 তৃপ্ত অস্তরে দৌহে শুইলেন শেষে ॥ ৩ ॥

রাধা স্নাত-বিভূষণ নানাচিত্রে বিলেপনা
 (রাণী) যশোমতীর সেবার কারণ ।
 সখীগণে সঙ্গ নিয়া তাঁহার ভবনে গিয়া
 প্রাতে ভাষা করেন রজন ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তখা, গিয়া খেলুশালা যথা,
 করি তাই গোদোহন কাজ ।

৩৩৬

সাধক-কঠোর

তবে সধাসনে মেলা করিয়া কৌতুক খেলা,

ঘরে আসি স্নান বেদী মাঝে ॥

তাই করি স্নান কাম, তবে সঙ্গে সখা, রাম,

ভোজন করেন রসময় ।

শয়ন হইলে তবে, দাসগণ-পদ সেবে,

বিবিধ কৌতুক তাতে হয় ॥

রাই নিজ সখীসনে, কুঞ্জে শেখানশনে,

বহুরঙ্গে করেন ভোজন ।

এইরূপ লীলাষিত, বৃন্দাবনে বিরাজিত,

রাধাশ্যাম আমার শরণ ॥ ৪ ॥

সধাসনে খেলু নিরা কাননে গমন

সব গোষ্ঠবাসিগণ করেন দর্শন ।

রাই-সঙ্গ লাগি কৃষ্ণ চঞ্চল-অন্তরে

গোচারণ ছাড়ি যান রাধাকুণ্ডতীরে ।

তাঁর বন-গমন হেরিয়া ভগ্নমন

শ্রীরাধা করেন নিজ নিলয়ে গমন ।

সূর্য পূজিবারে জটিলার আজ্ঞা পাঞা

বন্ধুর সন্মানে নিজ সখী পাঠাইয়া ।

আকুল বরনে পথ-করে নিরীক্ষণ

পূর্ববাহুর লীলাকারী দৌড়ে স্মরণ মন ॥৫৥

রাধাকৃষ্ণ তনু মন, উৎকণ্ঠাতে নিমগন,

তাঁহে ভেল মিলন দৌহার ।

পরম্পর-দর্শনে,

বিবিধ বিকারগণে,

অঙ্গে যেন ভেল অলঙ্কার ॥

বাহ্য, হৃদয়, চপলতা,

নান-বর্ণ, সুখকথা;

অঙ্গভঙ্গী, প্রমত্ত-চালন ।

বংশী-হুতি, কাণ্ড-ধ্বনি

তারপর দোললীলা

তবে মধু-পান লীলাগণ ॥

৩৩৮

সাধক-কণ্ঠহার

তবে হয়, রত্নলীলা, তার পাছে জলধেনা

অঙ্গ-বেশ, ভোজন, শয়ন ।

শুক-পাঠ, পাশাখেলা সূর্য্যপূজা আদিলীলা

আনন্দ-সাগরে নিমগন ॥

রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে, তৃপ্ত হইন কসরজে

সেবা করে সব পরিজন ।

হৃৎ কণ-রসায়ন, এই সূত্র-লীলাগণ

মধ্যাহ্নের মানসী স্মরণ ॥ ৬ ॥

তবে রাই গিয়া ঘরে কৃষ্ণ-প্রেম সেবাতরে

নানা উপহার বিরচিয়া ।

ভাল করি স্নান কৈলা, রম্যবেশ বানাইলা

সুখী হৈলা কাস্তে নিরখিয়া ॥

অপরূপ কাল হেরি, মধুস্রীত্রয়বিহারী,

সখা সহ চলিলেন ধেমু লৈয়া । (উত্তর গোস্ঠ)

পদ্মানুবাদ

৩৩৯

শ্রীরাধার মুখ দেখি, আনন্দে ভরিল আঁখি
অতি তৃপ্ত হইলেক হিয়া ॥

পিতা আদি গুরুজন, সবা সহ স্মিলন,
বহু লালিলেন মাতাগণ ।

এই অপরাহ্ন লীলা সূত্র করি প্রকাশিলা
সদা এই আমার স্মরণ ॥ ৭ ॥

সায়ংকালে হৈয়া সুখী শ্রীরাধিকা সুখানুখী
আপনার সখীগণ দিয়া ।

পূরম প্রেমের ভরে, গোবিন্দ সেবার তরে
বহু ভোজ্য দিল পাঠাইয়া ॥

কৃষ্ণের ভোজন হ'লে প্রসাদাবশেষ ভুলে
ভাঁহারা আনিলা রাই-স্থানে ।

আহার করিয়া তাঁই, প্রমোদে পূর্ণিতা রাই,
বহিলেন সখীগণ সনে ॥

৩৪০

সাধক-কণ্ঠহার

শ্রীগোবিন্দ জ্ঞান করি, অঙ্গে রম্যবেশ ধরি,
লালিত হইয়া যাতৃকরে ।

পকান্নাদি ও রসালান্নে ভোজন কৈলা,
চলিলেন গোদোহন তরে ॥

করি গোদোহন লীলা, নানা সুকৌতুক খেলা
পুনঃ আসি আপন ভবন ।

করি সবে সুখদান, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খান-
এই লীলা আমার স্মরণ ॥৮॥

প্রদোষের আগমনে, সখী সবে হর্ষমনে
অভিসারতরে শ্রীরাধায় ।

শুভ্রা কৃষ্ণা বামিনীর, যোগ্য বেশ করি স্থির,
সম্বতনে সেরূপে সাজায় ॥

বৃন্দাদত্ত উপদেশে কৃষ্ণ-বিমোহিনী বেশে,
সখীসহ যমুনায় তীরে ।

পত্নানুবাদ

৩৪১

কল্লবক্ষ কুঞ্জগণ,

যাহা অতি সুশোভন,

তথা যান হরষের ভরে ॥

গোবিন্দ প্রদোষকালে,

গোপগণ সহ মিলে,

বহু-কলা-কৌতুক দেখিয়া ।

সবে করি সুখদান,

সভা হৈতে যবে যান,

গুণিগণে পুরস্কার দিয়া ॥

মাতা অতি যত্ন করি,

যবে আনাইয়া হরি

মনোমুখে করান শরন ।

অনেক শুভিলা কৃষ্ণ,

অন্তরে হইয়া তৃষ্ণ

মুখে কুঞ্জে করেন গমন ॥

রাখাক্ষে দরশন,

আনন্দে ভরয়ে মন,

নানাভাবে দুঁহ অঙ্গ ভরে ।

সখীসঙ্গে পরিহা,

রসময় সুবিলাস,

স্মরি আমি আপন অন্তরে ॥ ৯ ॥

৩৪২

সাধক-কণ্ঠহার

আকুলিত-মনা হুঁহ লক্ষসঙ্গ হৈলা,
 বৃন্দাদেবী আরাধিয়া বাহিরে আসিলা ॥
 গান, নৰ্ম্ম, প্রহেলিকা, নৃত্যগীতরঙ্গে ।
 বন-বিহরণ কৈলা সধীগণ সঙ্গে ॥
 নানাবিধ ক্রীড়া, রাস, জলকেলি আদি ।
 আচরি অনঙ্গরসে হইলা উন্মাদী ॥
 মধুপান, নিকুঞ্জে উদ্দাম-রতি-রণ ।
 আচরিল রাই কানু হইয়া মগন ॥
 তাম্বুলাদি গন্ধমালা লয়ে শীতল বারি ।
 সানন্দে সেবয়ে সধী ব্যজনাদি করি ॥
 শ্রীচরণ-সম্বাহনে মহাসুখ দিয়া ।
 অলসিত হেরি গেলা বাহিরে চলিয়া ॥
 কাস্ত রতি-কেলি-অস্তে-নিদ্রিত দুজনে ।
 স্মরি !—সুপ্তা, বচনে রণিতা সধী সনে ॥১০-১১॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান

৩৪৩

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান

শুদ্ধস্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাব-ভূষা-কলেবরং ।

সচ্চিদানন্দ-সাম্রাজ্যং করুণামৃত-বর্ষণং ॥

শশাঙ্কামৃত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসৎ-করং ।

শুদ্ধাশ্বর-ধরং দেবং শুদ্ধমালামুলেপনং ॥

শিষ্যানুগ্রহ সক্ষানং শ্রিত-নিত্য-যুতাননং ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবাদি-দাতারং দীন-পালকং ॥

সমস্ত-যজ্ঞলাভারং সর্ববানন্দময়ং বিভুং ।

ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমগ্নতে ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র

অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাপ্তন-শলাকরা ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর ধ্যান

শ্রীমদ্যোক্তিকদাম-বন্ধ-চিকুরং স্নেহ-চন্দ্রাননং ।

শ্রীধনাতুর-চাক-চিত্র-বসনং অগ্দিব্য-ভূষা-

কিতং ।

নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জলং

চৈতন্য কনক-দ্যুতিং নিম্ন-অনৈঃ সংসেবা-

মানং ভজে ॥

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-

সুন্দরায় ।

তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো ।

নমস্তে ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় অগম্য-সুতাক্ষ চ ।

সমুদ্রায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে দমঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান

৩৪৫

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ধ্যান

ঈষদারুণ্য-স্বর্ণাভং নানালঙ্কার-ভূষিতং
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেম-বর্ষিণং ॥
আঘূর্ণিত-লোচনকং নীলাম্বর-ধরং প্রভুং ।

প্রেমদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রণাম মন্ত্ৰ
নিত্যানন্দ ! নমস্তস্যৈং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে ।
কলৌ কল্মষ-নাশায় জাহ্নবা-পতরে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ধ্যান

সম্ভক্তানি-নিবেষিতাজ্জি-কমলং কুন্দেন্দু-

সুক্রাস্বরং

শুদ্ধস্বর্ণ-রুচিং সুবাহু-যুগলং স্মেরাননং সুন্দরং ।
শ্রীচৈতন্য-দৃশং বরাভর-করং প্রেমানন্দ ভূষাক্ষিতং
অদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং-প্রভুং ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-মহাপ্রভুর প্রণাম মন্ত্র

অদ্বৈতার নমস্তেহস্ত মহেশ্বর মহাত্মনে ।

যস্য প্রসাদাচ্চৈতন্য-চরণে জায়তে রতিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

ফুলেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বর্হাবভংগ-প্রিয়ং

শ্রীবৎসাক্ষুদার-কৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং ।

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চি ত-ত্মুং গোপোপ-

সজ্জাবৃতং

গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাক্ষ-ভূষণং

ভজ ॥ ১ ॥

বর্হাপীড়াভিরামং যুগমদ-ভিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগুণং

কঙ্কাকং কঙ্ককণ্ঠং স্মিত-মুভগ-মুখং স্বাধরে

হস্ত বেণুং ।

শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং

বৈজয়ন্ত্য।

বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশত-বৃত্তং ব্রজগোপাল-

বেশং ॥ ২ ॥

কঁস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বক্ষঃস্থলে কোমলতং

নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে

কঙ্কণং ।

সর্ববাঙ্গে হরিচন্দনং স্তূললিতং কণ্ঠে চ যুক্তাবলী

গোপদ্বী-পুরিবেষ্টিতো। বিজয়তে গোপাল-

চূড়ামণিঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র

হা কৃষ্ণ ! করুণা-সিন্ধো ! দীন-বন্ধো !

জগৎপতে ! ।

গোপেশ ! গোপিকা-কান্ত ! রাধাকান্ত !

নমোহিস্ততে ॥

শ্রীরাধিকার ধ্যান

হেমাতাং দ্বিভুজাং বরাভর-করাং নীলাম্বরেণাবৃত্তাং
শ্যামক্লেদ-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূর-

পুষ্পোজ্জ্বলাং ।

লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং স্মিতমুখীং বিন্দাধরাং

শ্রীরাধাং

নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাক্স-ভূষাং

ভজে ॥

শ্রীশ্রীরাধিকার প্রণাম মন্ত্র

ভগ্নকাঞ্চন-গৌরাক্ষি ! রাধে ! বৃন্দাবনেধরি !

বৃষভাশু-মুতে দেবি ! স্বাং নমসি হরিপ্রিয়ে ! ॥

নবদ্বীপের ধ্যান

শ্রীশ্রীনবদ্বীপের ধ্যান

স্বধূ'শ্চা'রু তীরে স্কুরিতমতি-বৃহৎ-কূর্ম-

পৃষ্ঠাভ-গাত্র

রম্যারামাবৃত্তং সন্মণিকনক-মহাসদ-সঙ্কেতঃ

পরীতং ।

নিত্যং প্রভ্যাগয়োজ্যৎ-প্রণয়ভর-লসৎ-কৃষ্ণ-

সকীর্তনাট্যং

শ্রীবৃন্দাট্যভিন্নং ত্রিঙ্গদনুপমং শ্রীনবদ্বীপ বীড়ে ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনারাঃ প্রদক্ষিণং

শুদ্ধস্বর্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশোভনং ।

নানা-পুষ্প-বনং তত্র গন্ধেষু পরিপূরিতং
 ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং ধাম গোপগোপী-বিরাজিতং ॥

শ্রীশ্রীতুলসীর প্রণাম মন্ত্র
 বৃন্দারৈ তুলসী-দেবৈ প্রিয়ারৈ কেশবস্ত চ ।
 বিমুক্তস্তি-প্রদে দেবি ! সত্যবতৈ নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রীযমুনার প্রণাম মন্ত্র
 গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদপদ্মাং
 গোলোক-সৌখ্যরস-পুরমহিং মহিমা ।
 আশ্রাবিতাধিল-সুসাগু-জলাং সুধাকৌ
 রাধায়ুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি ॥

শ্রীশ্রীগঙ্গার প্রণাম মন্ত্র
 সত্ত্বঃ পাতক-সংহন্ত্রী সত্ত্বো দুঃখ-বিনাশিনী ।
 সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবের প্রণাম মন্ত্র

৩৫১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবের প্রণাম মন্ত্র

বাঞ্ছা-কল্পভরুদ্ভ্যশ্চ কুপা-সিদ্ধুভ্য এব চ ।

পতিভানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যে নমোনমঃ ॥

শ্রীচরণামৃত ধারণ মন্ত্র

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব-ব্যাধি-বিনাশন ।

বিক্ষোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারণাম্যহং ॥

জপার্থে শ্রীনাম মালা গ্রহণ মন্ত্র

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরক্ত-করাধিতং ।

শ্লোপীমণ্ডল-মধ্যস্থং স্মরামি বন্দ-নন্দনং ॥

নাম চিন্তামণি-রূপং নানৈব পরমা গতিঃ ।

নান্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে ॥

অবিদ্যং কুরু মালে । হং হরিনাম-জপেষু চ ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণদোদান্তং দেহি মালে । তু প্রার্থয়ে ॥

শ্রীনামজপ-সমর্পণ মন্ত্র

নাম-যজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ-নাশনঃ ।

কৃষ্ণচৈতন্য-প্রীত্যর্থৈ নামযজ্ঞ-সমর্পণং ॥

জপান্তে শ্রীনাম মালা-স্থাপন মন্ত্র

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাদয়ং ।

রাধাকৃষ্ণ-স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥

হং মালে । সর্বদেবানাং সর্বসিদ্ধি প্রদা মতা ।

ভেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোহস্ততে ॥

উথান আরতি

উঠ উঠ গোরাটান-নিশি পোহাইল ।

নদীরার লোক সব জাগিয়া বৈঠল ॥

ময়ূর ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি ।

কত সুখে নিদ্রা যাও হে গৌরগুণমণি ॥

উখান আরতি

৩৫৩

অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশে ।
 মধুকর ভেজল কুমুদিনী পাশে ॥
 করষোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে ।
 কত নিদ্রা যাওহে গৌর ত্যজহ আলিসে ॥

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে ।
 কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে ॥
 রজনী প্রভাত হইল বলি হে তোমারে ।
 অরুণ করিণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
 শারী বলে ওহে শুক ডাক উচ্চৈঃস্বরে ।
 প্রবল পবন বহে কুঞ্জের ভিতরে ॥
 শারী বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক ।
 নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক ॥

৩৫৪

সাধক-কণ্ঠহার

শুক বলে ও শারিকে মোরা গোরা পাখি ।
 জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী ॥
 শারী বলে ওহে শুক কর বেদধ্বনি ।
 চমকি চমকি জাগে রাধা-বিনোদিনী ॥
 বিভাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাই ।
 অরুণ উদয় হইল চল গৃহে বাই ॥৯॥

মঙ্গল আরতি

মঙ্গল আরতি ত্রীগৌর কিশোর ।
 মঙ্গল ত্রিনিত্যানন্দ জোরই জোর ॥
 মঙ্গল ত্রিঅবৈত ভকতই সঙ্গে ।
 মঙ্গল গাওয়েত প্রেম ভরজে ॥
 মঙ্গল বাজত ধোল করতাল ।
 মঙ্গল নাচত হরিদাস ভাল ॥

মঙ্গল আরতি

মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ ।

মঙ্গল আরতি করে অপরূপ ॥

মঙ্গল গুদাধর হেরি পছ হাস ।

মঙ্গল গাওয়েত দীন কৃষ্ণদাস ॥

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর ।

মঙ্গল সখিপণ প্রেমরসে ভোর ॥

রতন প্রদীপ করু টলমল ধোর ।

বালকত বিধু-মুখ শ্যাম গৌর ॥

ললিতা বিশাখা আদি প্রেমেতে অধোর ।

করি নিরমল্লন দৌহে দৌহা ভোর ॥

শ্রীকৃন্দাবন কুঞ্জ ভুবন উজোর ।

মুরতি মনোহর যুগল কিশোর ॥

গাওয়েত শুক পিক নাচত ময়ূর ।

চাঁদ উপেক্ষি মুখ নিরখে চকোর ॥

বাজে কতবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর ।

শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়চোর ॥

মধ্যাহ্নকালে ভোগ আরতি

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।

জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান ।

ভোজন মন্দিরে প্রভু করহ পূরান ॥

বসিতে আসন দিল রতন আসন ।

সুবাসিত জলে কৈলেন পদ প্রক্ষালন ॥

বাসেতে অদ্বৈতচন্দ্র দক্ষিণে নিতাই ।

মধ্য আসন বৈসেন শ্রীচৈতন্য গোসাই ॥

মধ্যাহ্নকালে ভোগ আরতি

৩৫৭

ভোজনের যত দ্রব্য কহিতে না পারি ।

তাহার উপর দিল তুলসী মঞ্জরী ॥

শাক সুকতা অন্ন আদি বিবিধ ব্যঞ্জন ।

আনন্দে ভোজন করেন শচীর নন্দন ॥

দধি দুগ্ধ মধু ক্ষীর নানা উপহার ।

আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥

অমৃত রসাল রস্তু আর লুচি পুরি ।

ভুজার ভরিয়া দিল সুবাসিত বারি ॥

জলপান করি প্রভু কৈলেন আচমন ।

সুবর্ণ খড়িকা দিয়া দস্ত খাবন ॥

আচমন করি প্রভু বৈসেন সিংহাসনে ।

প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে ॥

তাম্বুল সেবার পর নিভুতে শয়ন ।

গোবিন্দ দাস করে চরণ সেবন ॥

৩৫৮

সাধক-কণ্ঠহার

ফুলের কেওয়ারি ঘর ফুলের চৌয়ারি ।
 ফুলের রত্ন-সিংহাসনে চাঁদোয়া মশারী ॥
 ফুলের বিছানা আর ফুলের বালিশ ।
 তার মাঝে মহাপ্রভু করিলেন আলিস ॥
 ফুলের পরাগ সব উড়ে পড়ে গার ।
 মনসাথে গৌরীদাস চামর ঢলার ॥
 তিন প্রভুর ভোজনের অবশেষ তার নাই

অন্ত ।

আনন্দে ভোজন করে চৌষট্টি মহাস্ত ॥
 ভোজনের যত দ্রব্য তার সীমা নাই ।
 আনন্দে ভোজন করে এই ছয় গৌসাই ॥
 মহাস্তগণের ভোজনের অবশেষ

ভকতে কর সাধ ।

কৃপা করি দেহ মহা-মহা পরসাদ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে ভোজনাদি বিহার

৩৫৯

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস ।

সেবা অভিনাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে ভোজনাদি বিহার

ওহে রাধা কুণ্ডে তব কুণ্ড নীরে তীরে ।

মদীশ্বরী মদীশ্বর সদাই বিহরে ॥

কুণ্ডে মধুপান করি বংশী চুরি করি ।

তীরে হোলী খেলা-খেলি জলে জল-কেনী ॥

কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার ।

তীরে থাকি সধিগণ বলে ভাল ভাল ॥

আর্জ বস্ত্র ছাড়ি শুক বস্ত্র পরিধান ।

ভোজন বলিদে দুই করল পয়ান ॥

ভোজন সমাপি দৌহার নিভূতে শয়ন ।

শ্রীরূপ মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন ॥

মিত্রা অবশেষে মুখ প্রক্ষালন করি ।

বংশী বেশর পণ করি খেলে পাশা সারি ॥

রাই জিনি বংশী ছিনি লইল তখন ।

করতালি দিয়া বলে কি হবে এখন ॥

পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা অতি ব্যগ্র হইয়া ।

বংশী বেশর নিল মুখ চুম্বন করিয়া ॥

শুক বলে শ্যামের জয় দেখ না হৈ শারি ।

শারী বলে রাইয়ের জয় দেখনা বিচারি ॥

সুবল বিশাখা দৈহে মধ্যস্থ হইয়া ।

বংশী বেশর দেওয়াইল বিচার করিয়া ॥

এই মত নিতি নিতি হয় রস খেলা ।

সব্যা পদ্মা শুনি হৃৎসাগরে ভাসিলা ॥

কৃপা করি একবার করাও দরশন ।

রঘুনাথ দাস করে কাকু নিবেদন ॥

সন্ধ্যা আরতি

ভালি গোরাচান্দের আরতি বনি ।

বাজে সংকীৰ্তনে মধুর রস-ধ্বনি ॥

শঙ্খ-বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল ।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে, শুনিতে রসাল ॥

বিবিধ কুসুম ফুলে গলে বনমালা ।

কতকোটা চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বল ॥

ব্রহ্মা আদি দেব যারে করষোড় করে ।

সহস্র বদনে শিরে মণি-ছত্র ধরে ॥

শিব শূক নারদ বেদ বিচারে ।

নাহি পরাংপর ভাব বিভোরে ॥

শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে ।

নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥

বীর বল্লভদাস শ্রীগৌর চরণে আশ ।

জগত্তরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥

জয় জয় রাধাজীগো স্মরণ তোহারি ।

ঐহন আরতি, ঘাউ বলিহারি ॥

পাট পটাস্বর উড়ে নীল শাড়ী ।

সিংধোপর সিঁদুর ঘাউ বলিহারী ॥

বেশ বানাওত প্রিয় সহচরী ।

রতন সিংহাসনে বৈঠল নাগরী ॥

রতন জড়িত মণি মানিক্য মতি ।

বলকত আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতিঃ ॥

চৌদিকে সখিগণ দেয় করতালি ।

আরতি করতই ললিতা প্যারি ॥

নব নব ব্রজবধু মঙ্গল গাওয়ে ।

প্রিয়নন্দ সখিগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥

শ্রীরাধাপদ-পঙ্কজ, ভকত কি আশা ।

দাস মনোহর করত ভরসা ॥৩৮॥

হরত সকল সম্ভাপ জনম-কি,

মিটত তলপ যম-কাল-কি ।

আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপাল-কি ॥

গৌরুতরচিত কপূর-কি বাতি,

বালকত কাঞ্চন-ধার-কি ॥

চন্দ্র কোটী কোটী, ভানু কোটী জ্যোতিঃ,

মুখ শোভা নন্দদুলাল-কি ।

চরণ-কমলপর মুপূর বাজে,

উরে দোলে বৈজয়ন্তি মাল-কি ॥

মম্বর মুকুট পীতাম্বর শোভে,

বাজত ধেনুরসাল-কি ।

হৃদয় লোল কপোলন কিরেচ্ছবি,

নিরখত মদন-গোপাল-কি ॥

হৃদয়নর মুনিগণ করতহিঁ আরতি,

ভকত-বৎসল-প্রতিসাল-কি ।

ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ বাঁঝরি,

অঞ্জলি কুণ্ডল গোলাল-কি ॥

হুঁ হুঁ বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী,

মোহন গোবুল লাল-কি ।

আরতি কিরে জয় শ্রীমদনগোপালকি ।

মদনগোপাল জয় জয় নন্দদুলালকি ॥

নন্দদুলাল জয় জয় যশোদাদুলালকি ।

যশোদাদুলাল জয় জয় রাধারমণলালকি ॥

রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকান্তলালকি ।

রাধাকান্তলাল জয় জয় রাধাবিনোদলালকি ॥

রাধাবিনোদলাল জয় জয় গোবিন্দগোপালকি ।

গোবিন্দগোপাল জয় জয় গিরিধারিলালকি ॥

গিরিধারিলাল জয় জয় গৌরগোপালকি ।

গৌরগোপাল জয় জয় শচীরদুলালকি ॥

শচীরদুলাল জয় জয় নিতাইদয়ালকি ।

নিতাইদয়াল জয় জয় অবৈত দয়ালকি ॥

জয় জয় আরতি সুগল-কিশোর ।

প্যারি-দ্বী শোভিত শ্যাম-কি কোর ॥

জড়িত জঙ্গলজালে বিজুরি অচল ।

দুহঁ রূপে দশ দিশ বিভাশিত ভেল ॥

রতন প্রদীপ জারি নলিতা পিয়ারী ।

আরতি করতহি বদন নিহারি ॥

সুমধুর বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ।

রবাব পিনাক বায় প্রেম অনুসঙ্গ ॥

চৌদিকে নব নব ব্রহ্মবালা মিলি ।

মঙ্গল গাওয়ার দেয় করতালী ॥

বীণা মুরজ শব্দ কৈ কৈ বাওয়ে ।

কৈ দুহঁক মূহু চামর চুলাওয়ে ॥

মনোহর ধূপ গন্ধে বনহি মাতান্ন ।

মলয় পবন তহি মূহু মূহু বায় ॥

শারী শুক পিক ডাকে মধুরস গুঞ্জে ।

তরুলতা সুশোভিত ফলফুল কুঞ্জে ॥

নিতি নিতি ঐছন আরতি বিলাস ।

অনন্দে নিঃশ্বরে গোবিন্দ দাস ॥

তুলসীর বন্দনা

নমো নম তুলসী মহারানী, বৃন্দে মহারানী ।

নামোরে নমোরে মাইরা নমো নারায়ণী ॥

বাঁকো দরশে পরশে অঘনাশিনী,

মহিমা বেদ পুরাণে বাধানি ॥

বাঁকো, পত্রল, মঞ্জরী কোমল,

ত্রীপতি চরণো-কমলে লপটানি ।

যন্ত তুলসী রাণী, পুণ্য তপ কিরে,
 শালগ্রামকি মহাপাট-রাণী ॥
 ধূপ দীপ, নৈবেদ্য আরতি,
 ফুলেলা কিরে বরধা বরধাণী ।
 ছাপান ভোগ, হস্তিশ ব্যঞ্জন,
 বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি ॥
 শিব শুক নারদ আর ব্রহ্মাদিক,
 চুঁড়ত কিরত মহামুনি জ্ঞানী ।
 চন্দ্রাসখী মাইরা, তেরা যশ গাওয়ে,
 ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী ॥

নমো নমঃ তুলসীদেবী শ্রীকৃষ্ণপ্রেরসী ।
 রাখাকৃষ্ণচরণ পাব এই অভিলাষী ॥

তুলসীর বন্দনা

৩৫৯

যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি বর তারে বৃন্দাবনবাসী ।

মোর মনে এই অভিলাষ, বিলাসকুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরব সদা যুগলরূপরাশি ॥

এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
কুঞ্জদেবা দিয়ে কর নিজদাসী ॥

দীন কৃষ্ণদাসে কর, মোর যেন এই হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ পদে প্রেম অভিলাষী ॥

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-চরণকৃত তপদেশা-
মৃতের অনুবাদ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চরণে নমস্কার ।

সবে মিলি অপরাধ ক্ষমিবে আমার ॥

শ্রীগোন্ধামিপাদ কৃত উপদেশামৃত ।

তার অর্থ কহি কিছু নিজ বুদ্ধি মত ॥

রূপামৃত উপদেশ যাহে হয় লাভ ।

একাদশ শ্লোক তার অচিন্ত্য প্রভাব ॥

তদনুসার আচরণে সর্ব সিদ্ধি হয় ।

যার আশ্বাদনে জরা মৃত্যু হয় জয় ॥

তার কিছু অর্থ করি ভাষায় বর্ণন ।

যাহার প্রসাদে লভ্য হয় প্রেমধন ॥

বাক্য বেগ মনোবেগ ক্রোধ-বেগ তখন

উদয় উপস্থ বেগ সহিবে সর্বথা ॥

এই সকল বেগকে সহিতে পারে যে ।

সর্ব পৃথী শাসন করিতে পারে সে ॥ ১ ॥

অত্যাচার প্রয়াস নিরর্থ বহু কথা ।

ভজন-নিরম-ত্যাগ জন সঙ্গ তথা ॥

তথালোন্য় এই ছয়ে ভক্তির বিনাশ ।

গোস্থামিপাদ উপদেশে করিবে বিশ্বাস ॥ ২ ॥

ভজনে উৎসাহ দৃঢ়-নিশ্চয় তথা ধৈর্য্য ।

সেই কর্মে প্রবৃতি তথা জন সঙ্গ ভ্যাজ্য ॥

তথা সাধু বৃতি এই কহিল যে ছয় ।

ইহা হইতে ভক্তিদেবী সুপ্রসন্ন হয় ॥ ৩ ॥

দ্বিবে লবে গুহ্য কবে এবং জিজ্ঞাসিবে ॥

ভোজন করিবে আর ভোজন করাইবে ॥

এই ষড়্-বিধ হয় পিরীতি লক্ষণ ।

এস্থ অনুসারে তাহা করিল বর্ণন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম বাগিন্দ্রিয়ে যার প্রকাশ পায় ।

বৈষ্ণবগণ সমাদর করিবেন তার ॥

ভজিবেন যেবা কোন জন শ্রীকৃষ্ণকে ।

তার আদর করিবেন প্রণতি পূর্বক ॥

ক্রীকৃষ্ণের ভজনেতে বিজ্ঞ যে হইবে ।

শুশ্রূষা পূর্বক তার আদর করিবে ॥

অন্য হইয়া যিনি ভজিছেন হরি ।

সমাদর কর তার সেবা আদি করি ॥

অন্য নিন্দা শূন্য মন দৃঢ় ভক্তি যার ।

সঙ্গ লাভে বাঞ্ছাবৃত্ত হইবে তাঁহার ॥

প্রাকৃত দেহেতে হয় রোগাদি যেমন ।

ভক্তদেহে সেইরূপ করিবা দর্শন ॥

প্রাকৃত করিয়া ভক্তে কড়ু না দেখিবে ।

ভক্তদেহ অপ্রাকৃত সর্বদা মানিবে ॥

মনোবোগে শুন কহি ইহার যে মর্ম্ম ।

শরীরে যে দোষ হয় সে শরীর ধর্ম্ম ॥

বুদ্ধি ফেন পক্ষ জলধর্ম্মে হয় ।

ইহা বলি গঙ্গাজল কড়ু দৃশ্য নয় ॥

সে জল হইতে দ্রবত্বলাভ না যায় ।

এই হেতুঃ সামান্য জলে তুল্য নয় ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ নাম চরিতাদি স্মৃষ্টি মিছরি ।

অবিচ্ছিন্ন পিণ্ডেতে উপভগ্নজিহ্বা যারি ॥

তাহার সে মিছরিতে রুচি না জন্মায় ।

তথাপিহ প্রতিদিন সেবিবেক তার ॥

সমাদরে সে মিছরি সেবন যদি করে ।

স্বাদ ক্রমে পায় তার রোগ মূল হয়ে ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণনাম চরিতাদিকীৰ্ত্তন স্মরণে ।

ক্রমে জিহ্বা মনকে করিয়া নিয়োজনে ॥

অনুরাগী জনের হইয়া অনুগত ।

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবে সতত ॥

এইরূপে সর্বকাল বাপন করিবে ।

উপদেশ সার এই সর্বদা জানিবে ॥ ৮ ॥

যধুপুরী হন শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ হইতে ।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ জন্মিলেন যাতে ॥

তার মধ্যে বৃন্দাবন ধন্য অতিশয় ।
 গোপীসহ রাস কৃষ্ণ করেন যথায় ॥
 তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন গোবর্দ্ধন গিরি ।
 প্রীত কৈলা কৃষ্ণ বাঁকে ত্রীহস্তেতে ধরি ॥
 তার মধ্যে রাধিকার কুণ্ড শ্রেষ্ঠ হয় ।
 সলিল বাঁহার কৃষ্ণ প্রেম রসময় ॥
 গিরিতটে বিরাজিত সে রাধা কুণ্ডে ।
 কে হেন বিবেকী যেই সেবা নাহি করে ॥ ২ ॥
 সর্ব কর্মগণ হইতে সর্বতো ভাবেতে ।
 জ্ঞানির প্রকাশ হরি-প্রিয়তরুণেতে ॥
 তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ত্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত ।
 বাঁহাদিগের ভক্তি শুদ্ধ জ্ঞান বিবর্জিত ॥
 সেই শুদ্ধ ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ তাহে মানি ।
 কেবল ত্রীকৃষ্ণ প্রেমনিষ্ঠ হন যিনি ॥
 তাহা হইতে শ্রেষ্ঠা হন যতক গোপিকা ।
 তা সত্য হইতে প্রিয়তমা ত্রীরাধিকা ॥

তঁার তুল্য প্রিয় তঁার রাখা কুণ্ড হয় ।

সে বা কোন কৃতী যে তঁার আশ্রয় না লয় ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী যে সব গোপিকা ।

তাহা হইতে অতি প্রেমবসতি রাখিকা ॥

তঁাহার শ্রীকুণ্ড যাঁহে সব মুনিগণ ।

শ্রীরাখিকা সম বলি করিলা বর্ণন ॥

কৃষ্ণপ্রিয়তমগণে যে প্রেম দুর্লভ ।

অন্য কোনও সেই প্রেম হয় কি সুলভ ॥

(কিন্তু) রাখাকুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ।

রাখাসম প্রেম কুণ্ড তারে করে দান ॥ ১১ ॥

শ্রীরূপগোষ্ঠাশ্রমিচরণকৃত উপদেশামৃতের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোষ্ঠামি বিরচিত শ্রীশ্রীমনঃ

শিখার অনুবাদ ।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে যোর নমস্কার ।

কৃপা করি অপরাধ ক্ষমিবে আমার ॥

শ্রীদাস গোস্বামি কৃত মনঃ শিক্ষা বাঁহা ।

যথাসক্তি ভাষায় বর্ণন করি তাহা ॥

ওহে ভাই মন ! তব চরণে ধরিয়।

সর্ব ভাবে হুই অতি বিনয় করিয়া ॥

এইত প্রার্থনা সদা করি তব স্থানে ।

শ্রীগুরু শ্রীবৃন্দাবন ব্রজবাসিগণে ॥

ভকতগণেতে তার ব্রাহ্মণগণেতে ।

উপদিষ্ট মন্ত্রে আর শ্রীহরি নামেতে ॥

নবীন যুবতী যুবা শ্রীবৃন্দাবনে ।

রক্ষক স্বরূপে রাখাক্ষের চরণে ॥

সতত ছাড়িয়া দস্ত শীঘ্র অতিশয় ।

অপূর্ব্বা যে রতি তাহা করহ নিশ্চয় ॥ ১ ॥

শ্রুতিগণ উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম না করিবে ।

যদি বল কি করিব ? এই কর তবে ॥

বৃন্দাবনে শ্রীরাধা শ্রীনন্দ কুমারণ

তাঁদের প্রচুর সেবা করহ বিস্তার ॥

শ্রীশ্রীমদঃ শিকার অনুবাদ

৩৭৭

আর বলি মহাপ্রভু যিনি শচীনুত ।
 নন্দাঅঙ্ক রূপে তাঁর শরণ উচিত ॥
 শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণপ্রের্ত নিত্যসিদ্ধ হন ।
 সেইভাবে সদা তাঁরে করহ স্মরণ ॥ ২ ॥
 ওহে মন যদি প্রতিজন্ম বৃন্দাবনে ।
 অনুরাগে বাসে তব বাঞ্ছা হয় মনে ॥
 যদি বাঞ্ছি ত্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবন ।
 আমার এই বাক্য করহ শ্রবণ ॥
 গগনসহ শ্রীস্বরূপ স্বপ্ন সনাতনে ।
 প্রীতিভরে স্মর নম তাঁদের চরণে ॥ ৩ ॥
 ওহে ঘোর মন ! তুমি অসম্বার্তা যেই ।
 তাহে ত্যাগ কর বেশ্যাস্বরূপিণী সেই ॥
 অন্য বেশ্যা করে স্বল্প ধনের গ্রহণ ।
 এ বেশ্যাতে হরে মতিরূপ সর্ববধন ॥
 কদাচিত্ অসম্বার্তা কর্ণেও না শুনিবে ।
 আপন সর্বস্ব তুমি সর্বদা রাখিবে ॥

সাধক-কণ্ঠহার

আর বলি মুক্তিবিষয়িনী যেই কথা ।

তাহার শ্রবণ নাহি করিবে সর্বথা ॥

যেহেতুক মুক্তি ব্যাঘ্রী স্বরূপিনী হয় ।

সর্ববাস্তাকে গ্রাস সেই করিবে নিশ্চয় ॥

আর লক্ষ্মীপতিবিষয়িনী যেই রতি ।

ত্যাগ করি ভজ্ঞ অজ্ঞে রাখা রাখাপত্তি ॥

লক্ষ্মীপতিবিষয়িনী রতি হয় যেই ।

পরব্যোম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি করায় সেই ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের ভজন করেন যিনি ।

তাকে তাঁরা দেন নিজ রতি-রূপ যনি ॥ ৪ ॥

ওহে মন ! এসংসারে কামাদি যে হয় ।

তাদের প্রতাপ কহি গ্রন্থে যেবা কয় ॥

সাধুগণ পথে হন পথিক যাহারা ।

তাসম্বন্ধে বাটপাড় সমূহ উহারি ॥

অসৎচেষ্টারম্ভ যেই অতি কষ্টপ্রদ ।

সেই পাশে পথিকেরে সদা করে বন্ধ ॥

শ্রীশ্রীমদঃ শিফার অনুবাদ

৩৭৯

সে রক্তজুতে গলে বন্ধ হইয়া যে আমি ।

নষ্ট হই, রক্ষার উপায় কর তুমি ॥

বকাসুর বধকারী নন্দের নন্দন ।

তীর ভুক্তিপথ ঘাঁরা করেন রক্ষণ ॥

তঁাহাদের গণে সদা করহ ফুৎকার ।

তঁারা আসি করিবেন উদ্ধার তোমার ॥ ৫ ॥

হে মন ! নিরন্তর সমুখিত যেই ।

কপট কুটিনাটি রূপ ধর-মূত্র সেই ॥

তাতে স্নান করি কেন পোড়াও নিজেকে ।

আর তাহে দৃষ্ট কেন করহ আমাকে ॥

যতপি বলহ তার উপায় কি করি ।

গান্ধার্বা যে রাধা আর কৃষ্ণ গিরিধারী ॥

দুঁছ প্রেম বিলসিত সুখার সাগরে ।

স্নানকরি সুখী হও, সুখী কর মোরে ॥

হে মন ! প্রতিষ্ঠারূপা ধূম্রা চণ্ডালিনী ।

নাচিছে হৃদয়ে মোর দিবস রজনী ॥

সাধক-কণ্ঠহার

বলহু কেমনে শুদ্ধ প্রেম মহাজন ।

করিবেন মম এই হৃদয় স্পর্শন ॥

অতএব শ্রীচৈতন্য প্রিয় ভক্তগণ ।

মনোযোগে তাঁহাদের করহ সেবন ॥

অতুল্য সামন্ত সবে হয়েন প্রভুর ।

সেই চণ্ডালীকে তাঁরা করিবেন দূর ॥ ৬ ॥

তাঁহার পরেতে শুদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে ।

সেই ভক্তগণ দিবেন প্রবিষ্ট করিয়ে ॥ ৭ ॥

হে মন ! মিনতি করি করহ ভোজন ।

গিরিধর মোরে কৃপা করেন যেমন ॥

আমি শঠ আশার দুর্ঘটতা দূর ক'রে ।

উন্নত উজ্জ্বল প্রেম দেন যেন মোরে ॥

শ্রীমতী শ্রীরাধিকার ভজন নিমিত্ত ।

কৃপা করি মোরে যেন করেন নিযুক্ত ॥ ৮ ॥

ওহে মন তৌহে কহি আশা সবাচার ।

বৃন্দাবনচন্দ্র সেবা নাথ শ্রীরাধার ॥

শ্রীশ্রীমদঃ শিফার অনুবাদ

৩৮১

সেই কৃষ্ণ ভজ আর বৃন্দাবনেশ্বরী ।

ভজ তাঁর, যিঁহু আমি সবার ঈশ্বরী ॥

নিরুপমা সখা নাম ললিতা বাঁহার ।

একান্ত ভাবতে কর স্মরণ তাঁহার ॥

বিশাখাশেষ শিফারস-শ্রেণী বিতরণে ।

গুরু হন, হ্রেনরূপে করহ ভজনে ॥

আর কান্তা কুণ্ড রাধার প্রিয় সরোবর ।

তথ্য গোবর্দ্ধন গিরিবর মনোহর ॥

দয়াময় যাত্রা যুগল বিষয়িনী রতি ।

সুভারে ইহারি দান করেন শীঘ্রগতি ॥

এইরূপে ইহাদের করহ ভজন ।

যথাসাধ্য কবিশ্রীম শ্লোকার্থ বর্ণন ॥৯॥

ওহে মন ! শ্রীধার করহ ভজনে ।

কৃষ্ণকান্তা যিনি নিজ সৌন্দর্য্য কিরণে ॥

রতি গোরা লীলাকেও কৈলা তাপযুক্তা ।

সৌভাগ্যেতে পদাভূতা শচী লক্ষী সত্যা ॥

কৃষ্ণ বশীকারে চন্দ্রাবলী প্রভৃতিকে ।
নিম্নে ব্রহ্মসতীগণে ভজ্য সে শ্রীরাধাকে ॥১০॥

হে মন ললিতাআদি গণের সহিতে ।
স্মরাবিষ্ট যুগলের সেবার নিমিত্তে ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের পূজা, নাম গান, ধ্যান
শ্রবণ প্রগতি—পঞ্চায়ত করি পান ॥

অনুরাগে নিরন্তর শ্রীরাগের সহ ।

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন ভজন করহ ॥১১॥

মনঃশিক্ষা-প্রদ এই একাদশ শ্লোক ।

সুখধুর উচ্চৈঃস্বরে গায় যেই লোক ॥

সর্বার্থ লাভিয়া সহধু শ্রীরাগের ।

অনুগত হয় ব্রজে-শ্রীরাধা কৃষ্ণের ॥

অনুপম ভক্তি রত্ন তার হয় লাভ ।

এই কহিলাম মনঃ শিক্ষার প্রভাব ॥১২॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি বিরচিত

মনঃশিক্ষার অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বন্দনা

৩৮৩

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বন্দনা

জয় জয় নিত্যানন্দাধৈত গৌরাজ ।

(নিতাই গৌরাজ, নিতাই গৌরাজ,
জয় জয় নিত্যানন্দাধৈত গৌরাজ ।)

জয় জয় রৌহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ।

জয় জয় হাহাবিষু অবতার শ্রীঅধৈতচন্দ্র ।

জয় জয় বংশোদানন্দন শচীমুত গৌরচন্দ্র ।

জয় জয় গুহাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ।

জয় জয় স্বরূপ রূপ স্নাতন রায় রামানন্দ ।

জয় জয় ধণ্ডুসী নরহরি মুরারি যুকুন্দ ।

জয় জয় গঙ্গা শ্রীসঙ্গে নাচে রায় ভুবানন্দ ।

জয় জয় তিন শ্রীসঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ ।

জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষটি মহাস্ত ।

কৃপা করি সবে মিলি দেহ গৌর-চরণাবিন্দ ॥

সখীগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ বৃন্দনা

জয় জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ ।

(রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ।)

জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ।

জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোবিন্দ ।

জয় জয় রাধাকান্ত রাসবিহারী শ্রীরাধাধো ।

জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুন্দ ।

জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি ষত সখী ।

জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ ।

জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা আর বীরাক্ষ ।

কৃপা করি দেহ বৃগল চরণারবিন্দ ॥

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ।

গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদ ।

শ্রীরাধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥

[ইত্যাদি ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

সমাপ্ত ।



